সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 13 | Issue 29
27 Nov.-03 Dec. 2026
বর্ষ ১৩ | সংখ্যা ২৯
১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩
১৫ জমিউল আল থানি ১৪৪৮হি.



ব্রিটিশ রাজপরিবারের সদস্যের বাড়িতে চুরি
-- ১৮ নং পৃষ্ঠা...

শূকরের কিডনি নিয়ে বেঁচে থাকার রেকর্ড
-- ১৮ নং পৃষ্ঠা...

নরকের প্রবেশদ্বার দেখেছিলেন পোপ
-- ১৮ নং পৃষ্ঠা...

হিজাব ছাড়া গান ৭৪ বার বেত্রাঘাত
-- ১৮ নং পৃষ্ঠা...

হোয়াইটচ্যাপেলে মুখোশধারী তরুণদের প্রচারণা

কঠোর হুঁশিয়ারি

বিএনপি, আওয়ামী লীগ, এনসিপি জামাত - কোনো কিছু চলবে না



দেশ ডেস্ক, ২৬ নভেম্বর ২০২৬ : পূর্ব লন্ডনের বাংলাদেশি অধ্যুষিত হোয়াইটচ্যাপেল এলাকায় এবার দেখা গেল এক ভিন্ন চিত্র। কালো পোশাক পরিহিত একদল মুখোশধারী ব্রিটিশ-বাংলাদেশি তরুণ লন্ডনে বাংলাদেশী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করে হোয়াইটচ্যাপেলের বিভিন্ন রাস্তা ও অলিগলিতে প্রচারণা চালিয়েছেন। একপর্যায়ে তাঁরা ঐতিহাসিক আলতাব আলী পার্কে গিয়ে জমায়েত হন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া তাঁদের এই কর্মসূচির দৃশ্য ঘিরে তৈরি হয়েছে নানা প্রশ্ন।

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ তরুণদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তারা বলছেন, বাংলাদেশের রাজনীতি নোংরা ও সহিংস। আমরা যুক্তরাজ্যে শান্তির সাথে বসবাস করছি। আমরা চাইনা রাজনীতির নামে আমাদের সেই শান্তি কেউ বিনষ্ট করুক। আমাদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হোক। তাই এখানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম চলতে দেওয়া যাবেনা।

তবে কেউ কেউ আবার মুখোশধারী তরুণের পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বলছেন, এরা কারা- কী তাঁদের পরিচয়? কেন তাঁরা মুখ ঢেকে রাস্তায় নেমেছেন? যুক্তরাজ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পুলিশের। রাজনৈতিক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কেউ আইন লংঘন করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের এখতিয়ারও সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থার। তাহলে মুখোশধারী এই তরুণরা কেন সে দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিতে চাইছেন? নাকি এটি সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সংঘাতের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ জানানোর একটি পদ্ধতি?

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবিতে দেখা যায়, কয়েক ডজন তরুণ কালো পোশাক পরে আলতাব আলী পার্কে অবস্থান করছেন। তাঁদের অধিকাংশের মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা। কয়েকজনের পোশাকে 'ই-থ্রি ব্রাদার্স' লেখা রয়েছে। একজনকে সোনালি রঙের মুখোশ পরতেও দেখা যায়। তবে 'ই-থ্রি ব্রাদার্স' কোনো সংগঠন কি না, এর নেতৃত্বে কারা রয়েছেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্য কী, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, আলতাব আলী পার্কে জমায়েত হওয়ার আগে এসব তরুণ হোয়াইটচ্যাপেলে বাংলাদেশী অধ্যুষিত বিভিন্ন অলিগলিতে বাংলাদেশের রাজনীতি বন্ধের আহ্বান জানান। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, মুখোশধারী তরুণরা হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলছেন, আমরা ৪০/৫০ বছর এইসব এলাকায় শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদীদের সাথে লড়াই করে একটি নিরাপদ আবাস তৈরি করেছি। এখন এখানে তারা এসে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আমরা সতর্ক করে যাচ্ছি, যদি তারা আবার আসে তাহলে বাইস (মারধর) হইবো। বিএনপি, আওয়ামী লীগ, এনসিপি, জামাত কিছুই এখানে চলবেনা।

বাংলাপাড়ায় নতুন উদ্বেগ : -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন

কী বলছে ভারত?

দেশ ডেস্ক, ২৭ নভেম্বর ২০২৬: বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের অনুরোধ প্রচলিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে ভারত। তবে ভ্রমণ নথি নিয়ে স্বেচ্ছায় কোনো নাগরিকের নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি প্রত্যর্পণের অনুরোধ থেকে আলাদা বলে মন্তব্য করেছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

গত বুধবার (২৫ নভেম্বর) নয়াদিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক সংবাদ ব্রিফিংয়ে মুখপাত্র রণধীর



জয়সওয়াল এ কথা বলেন।

শেখ হাসিনার আগামী ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশে ফেরার পরিকল্পনা নিয়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে -- ২৩ নং পৃষ্ঠা...

ব্রেক্সিটের ১০ বছর

জোড়া লাগছে ইইউ-যুক্তরাজ্য



দেশ ডেস্ক, ২৭ নভেম্বর ২০২৬: ব্রেক্সিট গণভোটের এক দশক পর সম্পর্ক নতুন করে সাজানোর পথে এগিয়েছে যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। গত শুক্রবার (২০ নভেম্বর) ব্রাসেলসে শীর্ষ সম্মেলন শেষে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহামের দপ্তর -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

LONDON BANGLADESHI HEALTH PARTNERSHIP
ফ্লু শীতের জন্য অপেক্ষা করে না।
আপনারও অপেক্ষা করা উচিত নয়।
NHS

LONDON BANGLADESH HEALTH PARTNERSHIP

NHS

ফ্লু শীতের জন্য অপেক্ষা করে না।
আপনারও অপেক্ষা করা উচিত নয়।

আপনার সন্তান তার দাদা-দাদি বা নানা-নানিকে সুরক্ষিত রাখতে টিকা নিক, অথবা হাসপাতালের কোনো কর্মী তার রোগী ও সহকর্মীদের সুরক্ষার জন্য টিকা নিন—এই শীতে ফ্লু ছড়িয়ে পড়া রোধ করার সর্বোত্তম উপায় হলো টিকাদান।

আপনি যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন যদি আপনি:

- গর্ভবতী হন
- ২ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশু হন
- ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সী হন
- সম্মুখসারির স্বাস্থ্যকর্মী বা সমাজসেবা কর্মী হন
- দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্যগত সমস্যা রয়েছে এমন প্রাপ্তবয়স্ক বা শিশু হন
- বয়স্ক বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রধান পরিচর্যাকারী হন
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল এমন কোনো ব্যক্তির সাথে বসবাস করেন

১১৯ নম্বরে বিনামূল্যে কল করুন; সেখানে আপনি একজন দোভাষীর সাথে কথা বলতে পারবেন।

অথবা অনলাইনে nhs.uk/book-flu ওয়েবসাইটে যান।

অথবা কিউআর (QR) কোডটি স্ক্যান করে আপনার কাছাকাছি এমন একটি ফার্মেসি খুঁজে বের করুন, যেখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই বিনামূল্যে ফ্লু টিকা দেওয়া হয়।



বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 13 | Issue 29 | 27 Nov.-03 Dec. 2026 2026



আলতাব আলী পার্ক

রাজনৈতিক সমাবেশে বিধি-নিষেধের প্রস্তাব



মেফেয়ার ভেন্যুর সামনে সংঘটিত সহিংস ঘটনায় পুলিশ 'অপারেশন স্প্র্যাং' পরিচালনা করছে। এ বিষয়ে কারও কাছে তথ্য বা ভিডিও ফুটেজ থাকলে opsprang@met.police.uk ই-মেইল পাঠানোর আহ্বান জানানো হয়েছে

দেশ ডেস্ক, ২৭ নভেম্বর ২০২৬ : যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিরোধকে কেন্দ্র করে ক্রমবর্ধমান সহিংসতা, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছে ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি কোয়ালিশন (বিবিসিসি)। এ লক্ষ্যে গত রোববার (২২ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত এক জরুরি পরামর্শ সভায় চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মাওলানা শামসুল হকের সভাপতিত্বে ও কমিউনিটি নেতা সিরাজ হকের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন বিবিসিসি'র জেনারেল সেক্রেটারি আব্দুশ শুকুর খালিসাদার। সভায় লন্ডনের বিভিন্ন বারার -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

ছুরি-চাপাতি বিক্রিতে লাগবে লাইসেন্স



দেশ ডেস্ক, ২৭ নভেম্বর ২০২৬: ব্রিটেনে ছুরি দিয়ে সহিংসতা ও অপরাধ কমাতে বিশ্বের প্রথমবারের মতো সব ধরনের ছুরি বিক্রির ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক লাইসেন্স ব্যবস্থা চালুর পরিকল্পনা করেছে সরকার। নতুন এই নিয়মের আওতায় মাখন কাটার ছুরি, রান্নাঘরের ছুরি থেকে শুরু করে চাপাতি পর্যন্ত সব ধরনের ছুরি -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

ব্রিটেনে পারিবারিক নির্যাতন

বাড়ি থেকে উচ্ছেদের ক্ষমতা পাচ্ছে আদালত

দেশ ডেস্ক, ২৭ নভেম্বর ২০২৬: ব্রিটেনে পারিবারিক নির্যাতন দমনে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। নতুন আইনের আওতায় পারিবারিক নির্যাতনকারীদের বাড়ির চাবি, মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের -- ২২ নং পৃষ্ঠা...



রয়টার্সের প্রতিবেদন

বাংলাদেশসহ ১৬ দেশের ওপর নতুন শুল্ক আরোপ করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর ২০২৬ : বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৬টি প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদারের পণ্যে নতুন করে শুল্ক আরোপের প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। অতিরিক্ত শিল্প উৎপাদন সক্ষমতার অভিযোগে এসব দেশের বিরুদ্ধে তদন্তের ফল প্রকাশের পর দেশভেদে বিভিন্ন পণ্যের ওপর নতুন শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দিতে পারে ট্রাম্প প্রশাসন।

মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) সংশ্লিষ্ট তিনটি সূত্রের বরাতে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। যদি নতুন এই শুল্ক কার্যকর হয়, তবে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি ব্যয় আরো বাড়তে পারে।

রয়টার্স বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের ১৬টি প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদারের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত শিল্প উৎপাদন সক্ষমতার অর্থাৎ চাহিদা বা প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদনের অভিযোগে তদন্ত শেষ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এসব দেশ থেকে আমদানি করা বিভিন্ন পণ্যের ওপর নতুন করে শুল্ক আরোপের প্রস্তুতি নিচ্ছে ওয়াশিংটন। এই তালিকায় বাংলাদেশেরও নাম রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের এই তদন্তের আওতায় রয়েছে চীন, ভারত, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া,



মেক্সিকো, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, সিঙ্গাপুর, বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়া। এ ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নও রয়েছে এই তালিকায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো রয়টার্সকে জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি দপ্তর (ইউএসটিআর) নতুন শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দিতে পারে। ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে আগে থেকেই আরোপ করা শুল্কের সঙ্গে নতুন এই শুল্কও যুক্ত হবে।

যদিও এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্প প্রশাসনের আরোপ করা কিছু শুল্ক বাতিল করে দেন। সেগুলোর আংশিক বিকল্প হিসেবে নতুন শুল্ক আরোপ করা হতে পারে।

এদিকে, ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্কনীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে দাম বেড়েছে ভোগ্যপণ্যের। গত নভেম্বরে মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর রয়টার্স ও ইপসোসের এক জনমত জরিপে দেখা যায়, ৬২ শতাংশ উত্তরদাতা এসব শুল্ক বাতিলের উদ্যোগকে সমর্থন করবেন।

শুল্কের হার যেভাবে নির্ধারিত হতে পারে

নতুন করে কী হারে শুল্ক আরোপ করা হবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রতিটি দেশের জন্য আলাদাভাবে শুল্কের হার নির্ধারণ করা হবে। তবে এর মধ্যেও মেক্সিকো এবং নরওয়ের পণ্যে তাৎক্ষণিকভাবে নতুন শুল্ক আরোপের সম্ভাবনা কম।

১৯৭৪ সালের বাণিজ্য আইনের ৩০১ নম্বর ধারার আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বড় বাণিজ্যিক অংশীদারদের বেশিরভাগের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে ইউএসটিআর। অতিরিক্ত শিল্প উৎপাদন সক্ষমতার প্রমাণ পাওয়ার কথা জানিয়ে এই তদন্ত শুরু করে সংস্থাটি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চূড়ান্ত হওয়া বাণিজ্য চুক্তিতে শুল্কের যে সর্বোচ্চ হার নির্ধারণ করা হয়েছে, তা মেনে চলতে পারে হোয়াইট হাউস। এসব চুক্তি অনুযায়ী, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার পণ্যে সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ এবং মালয়েশিয়ার পণ্যে ১৯ শতাংশ শুল্ক আরোপের সীমা রয়েছে।

চীনের পণ্যের ক্ষেত্রেও ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের শুল্কের সর্বোচ্চ হার ২০ শতাংশে সীমাবদ্ধ রাখার কথা রয়েছে। তবে আগামী ১০ জানুয়ারি মেয়াদ শেষ হতে যাওয়া যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্যিক সমঝোতার মেয়াদ বাড়ানো হলেই এটি কার্যকর থাকবে। সমঝোতার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে চীনের অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতার জন্য নির্ধারিত শুল্কের হার আরও বাড়তে পারে।

এ বিষয়ে রয়টার্সের প্রশ্নের জবাব দেয়নি যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি দপ্তর ও হোয়াইট হাউস। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য দপ্তরের সাবেক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা রায়ান মাজেরাস মনে করেন, এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হতে পারে। এতে ১৬টি বাণিজ্যিক অংশীদারের জন্য আলাদা আলাদা শুল্ক আরোপের সুপারিশ থাকতে পারে।

আইনজীবী প্রতিষ্ঠান কিং অ্যান্ড স্প্যালডিংয়ের অংশীদার মাজেরাস বলেন, যেসব দেশের বিভিন্ন খাতে অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে, সেসব দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যে ১৫ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত উচ্চ হারে শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দিতে পারে ট্রাম্প প্রশাসন। জোরপূর্বক শ্রমবিরোধী আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ না করার অভিযোগে পৃথক তদন্তের আওতায় আগে থেকেই আরোপ করা ১০ বা ১২ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্কের সঙ্গে নতুন এই শুল্ক যুক্ত হতে পারে।



Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS

We are registered licence holder in public practice



AAT Magazine Cover Page July-August 2017

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

SM BUILDING MAINTENANCE LIMITED
Gas Safe No. 231695

YOUR PROPERTY MAINTENANCE & REPAIR SPECIALISTS



CALL US TODAY!
07863 289758
FULLY INSURED • RELIABLE SERVICE • FREE QUOTATIONS

কূটনীতিকদের সরকার

জনমনে ভীতি তৈরির চেষ্টা করছে আওয়ামী লীগ

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর ২০২৬ : দেশে সহিংসতা, নাশকতা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর হামলার পেছনে আওয়ামী লীগ ও দলটির সহযোগী সংগঠনগুলোর কর্মীরা জড়িত বলে অভিযোগ করেছে সরকার। এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ তৈরির চেষ্টা চলছে বলে ঢাকায় নিযুক্ত বিদেশি কূটনীতিকদের বার্তা দেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে বিদেশে অবস্থানরত আওয়ামী লীগের কর্মীদের দেশে ফিরিয়ে আনতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা চেয়েছে ঢাকা। মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বিদেশি কূটনীতিকদের ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির এসব তথ্য তুলে ধরেন। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সাম্প্রতিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ তুলে ধরে তিনি একটি শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা কামনা করেন।

ব্রিফিংয়ে হুমায়ুন কবির বলেন, সাম্প্রতিক সহিংসতা ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। মানুষ শান্তি, স্থিতিশীলতা, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক সুযোগ এবং উন্নত ভবিষ্যৎ চায়। সরকার এসব প্রত্যাশা পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গণতান্ত্রিক উত্তরণ, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের পথেও আন্তর্জাতিক বন্ধু ও অংশীদারদের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ।

আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ডের প্রসঙ্গ তুলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রতিক সহিংসতা ও নাশকতার ধারাবাহিকতার প্রেক্ষাপটেই এই ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা দেশের পাশাপাশি বিদেশেও সক্রিয়। কয়েকটি দেশে তারা সম্প্রীতি বিনষ্ট করছে এবং সন্ত্রাস ও অর্থপাচারের সঙ্গে জড়িত। তাদের দেশে ফিরিয়ে আনতে চায় সরকার। এ বিষয়ে কূটনীতিকদের সহযোগিতা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, দেশের ভেতরে ও বাইরে এসব ঘটনা বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক প্রতিবাদ নয়। আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা মানুষের মধ্যে ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী



বাহিনীর সঙ্গে সংঘাত উসকে দিয়ে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতি তৈরি করতে চাইছে। পুলিশ স্থাপনায় হামলা এবং অস্ত্র লুটের চেষ্টার মাধ্যমে তারা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও আইনের শাসনকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চাইছে।

সরকার বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণকে বাধাগ্রস্ত করতে দেবে না উল্লেখ করে হুমায়ুন কবির বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দৃঢ়, পেশাদার ও আনুপাতিকভাবে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে, তদন্ত চলছে এবং বেআইনি কর্মকাণ্ডে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হচ্ছে।

ব্রিফিংয়ে নভেম্বর মাসের সহিংসতার একটি পরিসংখ্যানও তুলে ধরেন প্রতিমন্ত্রী। তিনি জানান, ১ থেকে ২১শে নভেম্বর পর্যন্ত দেশের ৪১টি প্রশাসনিক এলাকায় ১৫৮টি ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনা কেবল রাজনৈতিক কর্মসূচি বা বিক্ষোভের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এর মধ্যে ককটেল বিস্ফোরণ, পেট্রলবোমা হামলা, অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর, লুটপাট, পুলিশ স্থাপনায় হামলা এবং মহাসড়ক অবরোধের ঘটনাও রয়েছে।

ব্রিফিংয়ে কয়েকটি নির্দিষ্ট ঘটনার বিবরণ দেন তিনি। জানান, ১৭ই নভেম্বর গোপালগঞ্জে একটি থানায় হামলা চালিয়ে পুলিশের গাড়ি ও থানা ভবনে আগুন দেয়া হয়। অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট এবং হেফাজতে থাকা আসামিদের ছিনিয়ে নেয়ার ঘটনাও ঘটে। এতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) একজন সদস্য গুরুতর আহত হন। ১৯শে নভেম্বর মুকসুদপুরে আরেকটি থানায় হামলা, গাড়িতে অগ্নিসংযোগ এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বাসভবনে ভাঙচুর করা হয়।

এ ছাড়া নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের বাসভবন, বিএনপি'র কার্যালয় এবং গ্রামীণ ব্যাংকের কয়েকটি শাখায় হামলা ও অগ্নিসংযোগের কথা জানান প্রতিমন্ত্রী। শরীয়তপুরে পদ্মা সেতুর দক্ষিণ প্রান্তের টোল প্লাজার কাছে ককটেল বিস্ফোরণ ও সড়ক অবরোধের কারণে যান চলাচল ও টোল আদায় ব্যাহত হয়। ফরিদপুরে পার্ক করে রাখা একটি বাসে আগুন দেয়ায় চালক নিহত হন। একটি মিছিলে হামলায় বিএনপি'র স্থানীয় দুই নেতার প্রাণহানির কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

প্রতিমন্ত্রী আরও জানান, ৭ থেকে ১৯শে নভেম্বর পর্যন্ত ৮৩টি যানবাহনে আগুন দেয়া হয়েছে। ৮৭টি স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে এবং গ্রামীণ ব্যাংকের ৭২টি শাখা বা কার্যালয়ে হামলা কিংবা হামলার চেষ্টা হয়েছে। পুলিশের চারটি স্থাপনায় অগ্নিসংযোগ বা ভাঙচুর করা হয়েছে। এসব ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ৩৯টি মামলা করেছে এবং ৬৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

গোপালগঞ্জে ৭৪ এর দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছে: রাশেদ খাঁন

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর ২০২৬ : আওয়ামী সন্ত্রাসীদের জ্বালাও-পোড়াও এবং ভাঙচুরের কারণে গোপালগঞ্জে এখন ৭৪-এর মতো দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খান। বুধবার (২৫ নভেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ মন্তব্য করেন।

পোস্টে রাশেদ খান সম্প্রতি গোপালগঞ্জে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগসহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও দলটির অঙ্গসংগঠনের তাণ্ডবে ওই এলাকার ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা বলেন।

তিনি বলেন, গোপালগঞ্জে নিষিদ্ধ আওয়ামী সন্ত্রাসীদের সাম্প্রতিক সহিংসতা, হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় এক ভয়াবহ অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। রেল যোগাযোগ ব্যাহত হচ্ছে, সড়কপথে যানবাহন চলাচলে আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ট্রেনে হামলা ও অগ্নিসংযোগের আশঙ্কায় যাত্রীরা গোপালগঞ্জের ওপর দিয়ে যাতায়াত করতেও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

রাশেদ খান বলেন, গোপালগঞ্জে পেট্রোল পাম্প, বিদ্যুৎ সরবরাহ, থানা, হাসপাতাল, ব্যাংক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেবা ও প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমও স্থবির হয়ে পড়ছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক যে বিশাল সাপ্লাই চেইন, সেটাও নিয়মিত চালু রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে।



পোস্টে তিনি সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী বলেন, সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও নিজেদেরকে এখন গোপালগঞ্জে নিরাপদ মনে করছে না এবং স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করার ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া থানা পুড়িয়ে দেওয়ার ফলে সেখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম চালু করতে পারছে না।

এমনকি পুনরায় হামলা ও অগ্নিসন্ত্রাসের আশঙ্কায় পুড়িয়ে দেওয়া থানাগুলোর সংস্কার কার্যক্রমও শুরু করা সম্ভবপর হচ্ছে না। এতে করে পুলিশের অনুপস্থিতিতে গোপালগঞ্জ এখন নানা অপরাধ-অপকর্মের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বলা যায় যে, আওয়ামী সন্ত্রাসীদের জ্বালাও-পোড়াও এবং ভাঙচুরের ফলে গোপালগঞ্জে এখন ৭৪ এর ন্যায় দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছে।



ফকির সমিতির সভাপতির ঘোষণা

বিকেল ৫টার পর ভিক্ষা করলেই জরিমানার

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর ২০২৬ : ময়মনসিংহের ফুলপুর বাজারে ভিক্ষাবৃত্তির সময়সীমা বেঁধে দিয়ে ব্যতিক্রমী ঘোষণা দিয়েছেন স্থানীয় 'ফকির কমিটির' সভাপতি। তার ঘোষণা অনুযায়ী, বিকেল ৫টার পর ফুলপুর বাজার এলাকায় কেউ ভিক্ষা করতে পারবেন না এবং এই নির্দেশনা অমান্য করলে জরিমানা ও কারাদণ্ডের মতো শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মুখে পড়তে হবে বলে মাইকিংয়ে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

বুধবার (২৫ নভেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও ও ছবি



ছড়িয়ে পড়ার পর বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়।

ভাইরাল হওয়া ভিডিও ও ছবিতে দেখা যায়, হুইলচেয়ারে বসে হাতে মাইক নিয়ে বাজারের মানুষের উদ্দেশে ঘোষণা দিচ্ছেন এক ব্যক্তি। তিনি নিজেকে স্থানীয় ফকির কমিটির সভাপতি হিসেবে পরিচয় দিয়ে জানান, কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিকেল ৫টার পর ফুলপুর বাজার এলাকায় ভিক্ষাবৃত্তি করা যাবে না। ঘোষণায় নির্ধারিত সময়ের পর কেউ ভিক্ষা করলে তার বিরুদ্ধে জরিমানা ও কারাদণ্ডের হুঁশিয়ারি দেওয়ার পাশাপাশি কেউ ভিক্ষা করলে ১ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানার ঘোষণাও দেন তিনি।

ভিক্ষাবৃত্তির জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ এবং নিয়ম লঙ্ঘনে জরিমানা ও কারাদণ্ডের হুঁশিয়ারি দেওয়ার ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়েছে; পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বিষয়টি নিয়ে নানা মন্তব্য করছেন নেটিজেনরা। কেউ উদ্যোগটিকে বাজারের শৃঙ্খলা বজায় রাখার পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন, আবার অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন যে জরিমানা বা কারাদণ্ড দেওয়ার মতো শাস্তি ঘোষণার আইনগত এখতিয়ার কোনো স্থানীয় কমিটির রয়েছে কি না। এ বিষয়ে ফুলপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাম্মদ ফিরোজ হোসেন জানান, তিনি এ বিষয়ে অবগত নন।

নাশকতার আশঙ্কায় সীমান্তবর্তী ৩০ জেলায় বিশেষ সতর্কতা

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর ২০২৬ : কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা আরও চোরাগোপ্তা হামলা ও নাশকতা চালাতে পারেন বলে আশঙ্কা করছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এবার সরকারি স্থাপনার পাশাপাশি ব্যক্তিবিশেষকেও লক্ষ্যবস্তু করা হতে পারে বলে গোয়েন্দা তথ্য পাওয়ার কথা জানিয়েছে পুলিশ।

সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, হামলার সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তু হতে পারেন, এমন ব্যক্তিদের মধ্যে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপির কয়েকজন নেতা রয়েছেন। তাঁদের সতর্ক করা হয়েছে। এ ছাড়া নাশকতার জন্য সীমান্ত দিয়ে অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য দেশে আনার পাশাপাশি ভারতে অবস্থানরত আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের কেউ কেউ দেশে ঢুকে নাশকতায় অংশ নিতে পারেন বলে আশঙ্কা করছে পুলিশ। এমন পরিস্থিতিতে সীমান্তবর্তী ৩০ জেলার পুলিশকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকার নির্দেশনা দিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর।

এসব নির্দেশনায় পুলিশকে সীমান্ত এলাকায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সঙ্গে সমন্বয় করে নজরদারি, টহল ও তল্লাশি বাড়ানোর পাশাপাশি গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের ওপর গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তা জোরদার এবং পরিস্থিতি বিবেচনায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে।

তবে যেকোনো নাশকতা প্রতিরোধে সরকারের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি রয়েছে বলে জানিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্বশীল সূত্রগুলো। মাঠপর্যায়ে পুলিশের বাড়তি সতর্কতা ও প্রস্তুতির পাশাপাশি ঢাকাসহ দেশের আট জেলায় বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ



স্থাপনার নিরাপত্তা জোরদার করার পাশাপাশি জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো সমন্বিতভাবে কাজ করছে।

পুলিশ সদর দপ্তর-সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, গত দুই মাসে নাশকতার ঘটনায় গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের কারও কারও মুঠোফোনের কথোপকথন ও বার্তা বিশ্লেষণ এবং তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে চোরাগোপ্তা হামলা ও নাশকতার পরিকল্পনার তথ্য পাওয়া গেছে। অন্যান্য মাধ্যমেও এ-সংক্রান্ত গোয়েন্দা তথ্য পেয়েছে পুলিশ।

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ১৯ নভেম্বর অনলাইনে 'লকডাউন' কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছিল। বাস্তবে মাঠে তেমন কোনো কর্মসূচি দেখা না গেলেও ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যানবাহনে অগ্নিসংযোগ, ককটেল বিস্ফোরণসহ নাশকতার ঘটনা ঘটে। বিশেষ করে গোপালগঞ্জে দুটি থানায় এবং বিএনপির দুজন সংসদ সদস্যের বাড়িতে হামলা, আগুনসহ বেশ কিছু ঘটনা ঘটে।

গোপালগঞ্জের এসব ঘটনার বাইরে ৭ থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত ১৩ দিনে বিভিন্ন স্থানে ৮৩টি পরিবহনে আগুন এবং ৮৭টি স্থানে চোরাগোপ্তা ককটেল নিক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর।

এখন নতুন করে ২৯ ও ৩০ নভেম্বর লকডাউন কর্মসূচির কথা অনলাইনে প্রচার করা হচ্ছে।

অন্যদিকে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ১৬ ডিসেম্বর দেশে ফিরবেন বলে তাঁর মুখপাত্র সৈয়দ মোজাম্মেল আলীর বরাতে গতকাল মঙ্গলবার খবর প্রকাশ করেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। আওয়ামী লীগের নতুন কর্মসূচি ও শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ডিসেম্বর পর্যন্ত নাশকতার ঘটনা চলতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা। সেভাবে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে পুলিশ সদর দপ্তর থেকে জানা গেছে।

বিশেষ নির্দেশনা

ভারতের সঙ্গে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোর ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সম্প্রতি অনলাইনে বৈঠক করেছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকির। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সীমান্তবর্তী ৩০ জেলার পুলিশ সুপার, সংশ্লিষ্ট রেঞ্জের ডিআইজি ও মহানগর পুলিশ কমিশনারদের নিরাপত্তার বিষয়ে বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর।







আসিব-আসিব বলে কতদিন পার হবে জানি না: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর ২০২৬ : ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ১৬ ডিসেম্বর দেশে ফিরে আসার ঘোষণায় সরকার কোনো চাপে নেই বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ।



বুধবার (২৫ নভেম্বর) সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে সমসাময়িক বিষয়ে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন তিনি।

শেখ হাসিনার ১৬ ডিসেম্বর দেশে ফেরার ঘোষণা এবং এ উপলক্ষে নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এখন আসিব-আসিব বলিয়া কতদিন পার হবে, কোন দিন, একবার বলে নভেম্বর, একবার বলে ডিসেম্বর, আরেকবার বলে ১৬ তারিখ এগুলোতে আমাদের মনোযোগ নেই। আমরা সব সময় সতর্ক আছি।

তিনি বলেন, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। বিভিন্ন জেলায় বিজিবি মোতায়েনও নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ। কোথাও অস্থিরতা সৃষ্টির আশঙ্কা থাকলে তথ্যের ভিত্তিতে বিজিবিসহ অন্যান্য বাহিনীর সদস্যদের নিয়োজিত করা হয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী তিনি দেশে ফিরতে পারেন। ভারতকে কূটনৈতিক চ্যানেলে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তারা আইন অনুযায়ী পরীক্ষা করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে জানিয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পুলিশ বা অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কিছু কিছু কর্মকর্তা ফ্যাসিস্ট শক্তির সঙ্গে যুক্ত আছে। তারা ষড়যন্ত্র করছে। তারা সরকারের কঠোর নজরদারিতে আছে। কিছু কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

আওয়ামী লীগকে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, বিষয়টি বিচারিক প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করছে। সন্ত্রাসবিরোধী আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধনের মাধ্যমে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে এবং তা শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

তিনি বলেন, তদন্ত শেষে অভিযোগপত্র দাখিল এবং বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে আদালত আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবেন। সে ক্ষেত্রে দল স্থায়ীভাবে বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিষিদ্ধ করা এবং সংগঠনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার মতো বিধান রয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমানে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনগুলোর কার্যক্রম নিষিদ্ধ রয়েছে। নির্বাচন কমিশনও দলটির নিবন্ধন স্থগিত করেছে।

একটি জেলাকে স্বাধীন ঘোষণার চেষ্টা দেশদ্রোহিতা: জামায়াত আমির

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর ২০২৬ : গোপালগঞ্জে একটি জেলাকে স্বাধীন ঘোষণার চেষ্টার অভিযোগ তুলে জড়িতদের দেশদ্রোহী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেছেন, স্বাধীন দেশের কোনো অংশকে আলাদা করে স্বাধীন ঘোষণা করার অধিকার কারও নেই।

বুধবার (২৫ নভেম্বর) সকালে অস্ট্রেলিয়া সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশে ফেরার পর ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

সাম্প্রতিক গোপালগঞ্জের ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে জামায়াত আমির বলেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সফলতা বা ব্যর্থতা নিয়ে তিনি আলোচনা করতে চান না। তবে সেখানে যা ঘটেছে, তা অবিশ্বাস্য। একটি স্বাধীন দেশের ভেতরে একটি জেলাকে আলাদা করে স্বাধীন ঘোষণার চেষ্টা–এরা কারা? আইন ও সংবিধানের দৃষ্টিতে এরা দেশদ্রোহী। দেশের কোনো অংশকে আলাদা স্বাধীন ঘোষণা করার আইনি বা নাগরিক অধিকার কারও নেই।

শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে তাকে আইনের আওতায় আসতে হবে। তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের পরও তিনি আপিল করেননি। বিচারিক প্রক্রিয়া চলার সময় আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে তার দেশে ফেরা উচিত ছিল।

জামায়াত আমির বলেন, 'তিনি আসেননি– এর মানে হচ্ছে, তিনি দেশকে ধারণ করেন না এবং আইনকেও ভয় পান।' এখন তার কোনো বক্তব্য বিশ্বাস করার সুযোগ নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

গোপালগঞ্জসহ বিভিন্ন স্থানে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, থানা হামলা ও লুটপাটের ঘটনা উল্লেখ করে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, খুনের নেশা এখনো



কাটেনি, ফ্যাসিবাদী চরিত্রেও পরিবর্তন আসেনি। তবে যুবসমাজ ও সাধারণ মানুষের ক্ষোভের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে জনগণই তাদের বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য করেছিল।

হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের সঙ্গে জড়িতদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপরাধীদের আইনের মুখোমুখি হতে হবে এবং আদালতের রায় মেনে নিতে হবে।

জাতীয় ঐক্যের বিষয়ে বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের শেষ দিনে প্রধানমন্ত্রীর চায়ের আমন্ত্রণে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। সেখানে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং মানুষের জানমাল রক্ষায় প্রয়োজন হলে একসঙ্গে কাজ করার বিষয়ে তিনি মত দেন।

তবে জাতীয় ঐক্যকে সাময়িক উদ্যোগে সীমাবদ্ধ না রাখার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, এই ঐক্য হতে হবে টেকসই। সংসদে ঐক্যের যে আহ্বান জানানো হয়েছে, তাকে তিনি সম্মান জানান।

ঐক্যে ফাটলের কারণ হিসেবে জনগণের রায় অস্বীকার, জুলাই সনদ বাস্তবায়নে টালবাহানা এবং তা পাশ কাটিয়ে সংবিধান সংশোধন পরিষদ বা কমিটি গঠনের উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন জামায়াত আমির। এসব বিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান নেওয়া হলে ফ্যাসিবাদী আচরণের অবসান ঘটবে বলে মনে করেন তিনি।

BBCA
BRITISH BANGLADESHI CONSTRUCTION ASSOCIATION

ব্রিটিশ বাংলাদেশি কনস্ট্রাকশন অ্যাসোসিয়েশন (বিবিসিএ)'র আয়োজনে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে

ব্রিটিশ বাংলাদেশী নির্মাণ উৎসব লন্ডন-২০২৬

- আপনি কি যুক্তরাজ্যে বাড়ি কিংবা ফ্ল্যাট তৈরি করতে চান?
- এক্সটেনশন, সংস্কার কিংবা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ইন্টেরিয়র ডিজাইনের পরিকল্পনা করছেন?
- ব্রিটিশ বাংলাদেশী নির্মাণ উৎসবে আপনি অভিজ্ঞ পেশাজীবীদের সঙ্গে খোলামেলা কথা বলতে পারবেন।

তারিখ: ২৯ নভেম্বর রোববার ২০২৬
সময় : দুপুর ১টা থেকে রাত ৯টা
বিনামূল্যে প্রবেশ উন্মুক্ত
Venue : Royal Regency Hall
501 High Street North
(Romford Road)
London E12 6TH

ব্রিটিশ বাংলাদেশী নির্মাণ উৎসব লন্ডন-২০২৬

ফার্স্ট টাইম বায়ারদের জন্য থাকছে বিশেষ সেমিনার
'যুক্তরাজ্যে আপনি কীভাবে বাড়ি কিনবেন?'
সময়: বিকেল ২.৩০ থেকে ৩.০০ টা

কনস্ট্রাকশন সেক্টরে চাকরি খোঁজার অপূর্ব সুযোগ

সকলে আমন্ত্রিত
Do not miss the opportunity

বিচার চান প্রফেসর ড. ইউনূস

গ্রামীণ ব্যাংকের ১০০ শাখায় হামলা

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর ২০২৬ : নভেম্বরের শুরু থেকে প্রায় প্রতিদিনই পেট্রোলবোমা দিয়ে গ্রামীণ ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় হামলা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন



সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। শুধু নভেম্বরেই দেশে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রায় ১০০ শাখায় একই কায়দায় হামলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। এসব হামলা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া এবং জড়িতদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। সোমবার দেওয়া বিবৃতিতে ড. ইউনূস এ আহ্বান জানান।

ড. ইউনূস বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন-হামলার সময় 'জয় বাংলা' শ্লোগান দেওয়া হচ্ছে। হামলার ধরন দেখে মনে হয়েছে, প্রতিদিন এ ধরনের হামলা চালানোর জন্য অপরাধীরা ওপরের মহল থেকে নির্দেশনা পাচ্ছে। গ্রামীণ ব্যাংকের ওপর ধারাবাহিক হামলা দরিদ্র নারীদের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও তাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের ওপর সরাসরি আঘাত।

সাবেক প্রধান উপদেষ্টা বলেন, গ্রামীণ ব্যাংকের এক কোটি ১০ লাখ ঋণগ্রহীতার ৯৭ শতাংশই নারী। ব্যাংকটির ঋণ আদায়ের হার ৯৫ শতাংশের বেশি। এই নারী ঋণগ্রহীতারাই ব্যাংকটির মালিক। গ্রামীণ ব্যাংকের মালিকানা ও পরিচালনায় নিজের কোনো সম্পৃক্ততা নেই বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করেন ড. ইউনূস। তিনি উল্লেখ করেন, ব্যাংকটির ৯০ শতাংশ শেয়ারের মালিক ঋণগ্রহীতারা এবং বাকি ১০ শতাংশের মালিক সরকার। ২০১১ সালে আওয়ামী লীগ সরকার তাকে গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ থেকে অপসারণ করে। এরপর থেকে ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনায় তার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। ব্যাংকটির কোনো শেয়ারের মালিক তিনি নন, কখনো ছিলেনও না।

কয়েকটি ঘটনায় গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও ঋণগ্রহীতারা প্রাণঘাতী হামলা থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক ইউনূস। তিনি বলেন, এসব হামলায় লাখ লাখ গ্রামীণ নারী আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তাদের কাছে ব্যাংকটি পরিবারের ভরণপোষণ, সন্তানদের পড়াশোনা ও দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। সহিংসতা শুধু গ্রামীণ ব্যাংকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। একই ধারাবাহিকতায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সম্মুখসারিতে নেতৃত্ব দেওয়া সংসদ-সদস্য নুসরাত তাবাসসুমের বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে। বিএনপির তিন সংসদ-সদস্যের বাড়ি এবং তিনটি থানায়ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, গ্রামীণ ব্যাংক তার ঋণগ্রহীতা, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে আরও জোরদার নিরাপত্তা চেয়েছে। দরিদ্র নারীদের জন্য ব্যাংকটির সেবা যাতে বাধাগ্রস্ত না হয়, সে জন্য এ নিরাপত্তা চাওয়া হয়েছে।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরে আসছেন ৭ই ডিসেম্বর

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর ২০২৬ : মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের বাংলাদেশ সফরের আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। আগামী ৭ই ডিসেম্বর দুইদিনের সফরে ঢাকায় আসছেন তিনি। এ সফরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী। দুই দেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সমপ্রসারণ, জ্বালানি সহযোগিতা, বাংলাদেশের শ্রমবাজার এবং মালয়েশিয়ায় কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়গুলো বৈঠকে গুরুত্ব পেতে পারে।

আনোয়ার ইব্রাহিমের সফর উপলক্ষে তাকে অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (ভিভিআইপি) ঘোষণা করেছে সরকার।

রোববার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী আইন, ২০২১-এর ২ (ক) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তাকে আগামী ৭ ও ৮ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ সফরকালীন ভিভিআইপি ঘোষণা করা হয়েছে।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর এই সফর বাংলাদেশের নতুন সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর কোনো বিদেশি সরকারপ্রধানের প্রথম দ্বিপক্ষীয় সফর হতে যাচ্ছে। কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, ৭ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ঢাকায় পৌঁছানোর কথা রয়েছে আনোয়ার ইব্রাহিমের। পরদিন ৮ই ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক শেষে তিনি ব্যাংককের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়বেন।

এর আগে গত জুনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তার প্রথম বিদেশ সফরে মালয়েশিয়া যান। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের আমন্ত্রণে ২২শে জুন কুয়ালালামপুরে দুই নেতার দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দুই দেশের সম্পর্ক আরও জোরদার করার পাশাপাশি বাণিজ্য, বিনিয়োগ, জ্বালানি, জনশক্তি, কৃষি, শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রতিরক্ষা, ডিজিটাল অর্থনীতি ও সেমিকন্ডাক্টর খাতে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়। দুই নেতা উচ্চপর্যায়ের সফর ও নিয়মিত সংলাপের মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এগিয়ে নেয়ার ওপরও গুরুত্ব দেন।

আনোয়ার ইব্রাহিমের এবারের সফরকে জুনের বৈঠকে নেয়া সিদ্ধান্তগুলোর অগ্রগতি পর্যালোচনার সুযোগ



হিসেবে দেখছে ঢাকা। দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা যৌথ কমিশন বৈঠক ও দ্বিপক্ষীয় পরামর্শ সভা আয়োজনের বিষয়টিও আলোচনায় আসতে পারে। উল্লেখ্য, আনোয়ার ইব্রাহিম এর আগে ২০২৪ সালের ৪ঠা অক্টোবর বাংলাদেশ সফর করেছিলেন। সে সময় তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করেন। নতুন সরকারের সময়ে তার এবারের সফর দুই দেশের সরকারপ্রধান পর্যায়ের সম্পর্ককে নতুন করে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট কূটনীতিকরা।

KUSHIARA
• Travel Agent • Money Transfer • Bureau De Change



OUR SERVICES
Travels
Cargo
Money Transfer
Courier Service
International & Domestic Airline Tickets
Hotel Booking
Tour Packages
Airport Pickup & Drop
Passport Service

BANGLADESH OFFICE
43/A, Block-2, Kumarpara, Sylhet
Tel: 88 029 9770 0392
M: 8801313-088874

WE ARE OPEN
7 DAYS A WEEK
10 am to 8 pm

AIRLINES:
Emirates, QATAR AIRWAYS, BRITISH AIRWAYS, Biman, TURKISH AIRLINES, US-BANGLA, NOVOAIR



Harun Miah
Managing Director

319 Commercial Road
London E1 2PS
020 7790 1234

LAWMATIC
SOLICITORS

আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন


ASADUZZAMAN


FAKHRUL ISLAM


SAYED HASAN


SALAH UDDIN SUMON

Immigration and Nationality	ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children	ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury	পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation	লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment	প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness	হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant	ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits	ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery	মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate	উইলস ও প্রবেট
Mediation	মিডিয়েশন
Road Traffic Offence	রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation	ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime	ক্রাইম
Conveyancing	কনভেয়েনসিং

18 Tapestry Way
London E1 2FJ
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে সম্পন্ন হলো ইউকে বিজনেস এক্সপো অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬

দেশ ডেস্ক, ২৭ নভেম্বর ২০২৬ : জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে লন্ডনে সম্পন্ন হয়েছে ব্রিটিশ বিজনেস এন্টারপ্রেনার ক্লাবচ্চবিবেক (বিবিইসি) আয়োজিত দ্বিতীয় 'ইউকে বিজনেস এক্সপো অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬'।

গত রোববার (২২ নভেম্বর) লন্ডনের রমফোর্ডের মেফেয়ার ভেন্যুতে বিকেল ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্বে অনুষ্ঠিত হয় এবারের আয়োজন। ২০২৪ সালে প্রথম আসরের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবারের দ্বিতীয় আসরে ব্যবসা, আতিথেয়তা, প্রযুক্তি, শিক্ষা ও কমিউনিটি খাতের উদ্যোক্তা ও পেশাজীবীদের ছিল চোখে পড়ার মতো অংশগ্রহণ।

ব্যবসায়িক প্রদর্শনী, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনের পাশাপাশি নিজ নিজ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এবার মোট ২০টি সম্মাননা প্রদান করা হয়। হলভর্তি অতিথি ও দর্শকদের সামনে সফল উদ্যোক্তারা তাঁদের ব্যবসায়িক সাফল্যের পেছনের গল্প, অভিজ্ঞতা ও প্রতিকূলতা মোকাবিলার কথা তুলে ধরেন। একই সঙ্গে নতুন উদ্যোক্তাদের করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মুহাম্মদ আবদুল মুহিত এক্সপোর প্রতিষ্ঠাতা আকরাম হুসাইন ও অন্যান্য অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে ফিতা কেটে প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পর তিনি প্রদর্শনীর বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এবং অংশগ্রহণকারী ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের পণ্য ও সেবার খোঁজখবর নেন। পরে অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে বিবেকের সাময়িকীর মোড়ক উন্মোচন করেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে হাইকমিশনার মুহাম্মদ আবদুল মুহিত প্রবাসে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখতে কমিউনিটির সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি বলেন, বিবেকের এ ধরনের উদ্যোগ নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অভিজ্ঞ উদ্যোক্তা ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ তৈরি হওয়ায় ব্যবসায়ীরা তাঁদের ব্যবসার পরিধি আরও বিস্তৃত করতে পারবেন।

কমিউনিটির পরিচিত গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব মেঘনা মিনারা উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে বিবেকের কার্যক্রম নিয়ে নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

স্বাগত বক্তব্যে বিবেকের প্রতিষ্ঠাতা আকরাম হুসাইন বলেন, 'আমি নিজেও একজন উদ্যোক্তা। আমি জানি, একটি ব্যবসা শুরু করা এবং সেটিকে সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কতটা চ্যালেঞ্জিং। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি উপলব্ধি করেছি, আমরা যদি একে অপরকে সহযোগিতা করি, নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করি, তাহলে সম্মিলিতভাবে আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারি।'

তিনি আরও বলেন, কেবল একটি ট্রফি তুলে দেওয়ার জন্য এই সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়নি; বরং এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি বৃদ্ধি, আস্থা তৈরি এবং নতুন ব্যবসায়িক সুযোগের দ্বার উন্মোচন করাই মূল লক্ষ্য।



সম্মাননা প্রদান পর্বের আগে দুপুর থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও কার্যক্রম উপস্থাপনায় অংশ নেয় বাংলাদেশ থেকে আগত এনআরবি ব্যাংক, নেলসন কলেজ লন্ডন এবং ওয়ার্ক পারমিট ক্লাউড। এরপর অনুষ্ঠিত হয় বিশেষজ্ঞদের নিয়ে প্যানেল আলোচনা।

অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য পর্বে সফল ব্রিটিশ-বাংলাদেশি উদ্যোক্তা হিসেবে নেলসন কলেজ লন্ডনের অধ্যাপক নাজিম উদ্দিন এবং ওয়ার্ক পারমিট ক্লাউডের ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমান তাঁদের সাফল্যের গল্প তুলে ধরার পাশাপাশি নতুন উদ্যোক্তাদের দিকনির্দেশনা দেন।

এবারের আসরে বর্ষসেরা নবীন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সম্মাননা পেয়েছে প্রযুক্তি টিম। বর্ষসেরা তরুণ উদ্যোক্তা হয়েছেন হানিফা খাতুন, বর্ষসেরা উদ্যোক্তা রজ রহমান এবং বর্ষসেরা নারী উদ্যোক্তার সম্মাননা পেয়েছেন কেটি হেওয়ার্ড। আবাসন খাতে বর্ষসেরা উদ্যোক্তার সম্মাননা পেয়েছে ব্রাম লিমিটেড, বর্ষসেরা পেশাগত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সম্মাননা পেয়েছে মর্টগেজ সার্কেল এবং প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন সম্মাননা পেয়েছে ইউকে প্রফেশনাল গার্ডিং লিমিটেড।

বর্ষসেরা রেস্তোরাঁ বিভাগে সম্মাননা পেয়েছে বোম্বে অ্যাভিনিউ, ব্যালিংটন ভ্যালি ইন্ডিয়ান কুইজিন, অ্যামেজিং এশিয়া বুফে, দ্য ঢাকা রেস্টুরেন্ট, ব্লসম বাই খানস, দ্য রাজদূত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট, রাজ গার্ডেন, রাজ প্যাভিলিয়ন, থে ১৯৭১ এবং রিমা বেঙ্গলি ইন্ডিয়ান কুইজিন।

বর্ষসেরা টেকঅ্যাওয়ে প্রতিষ্ঠানের সম্মাননা অর্জন করেছে এ গার্লিক অথেনটিক ইন্ডিয়ান টেকঅ্যাওয়ে। বর্ষসেরা রন্ধনশিল্পীর সম্মাননা পেয়েছেন ইসমাইল হুসাইন ও জোমন কুরিয়াকোস।

এ ছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি, ডিজিটাল মাধ্যমে প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিত্ব হিসেবে মিলি বেগম, ডিজিটাল বিষয়বস্তু নির্মাতা হিসেবে ফুয়াদ আবদুল আজিজ, কমিউনিটিতে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টির জন্য ব্রিটিশ বাংলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, আতিথেয়তা খাতে দীর্ঘদিনের অবদানের জন্য ইউকে গ্যাস কুকার বাই সিলেট ওয়েডিং এবং ব্যবসা ও কমিউনিটিতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ব্র্যাক সাজন এক্সচেঞ্জ লিমিটেড সম্মাননা লাভ করে।

আয়োজনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান ছিল নেলসন কলেজ লন্ডন। সহযোগী অংশীদার ছিল এনআরবি ব্যাংক পিএলসি। এ ছাড়া কৌশলগত অংশীদার হিসেবে ইউকে বাংলা মার্কেটপ্লেস, ডিজিটাল বিপণন সহযোগী হিসেবে কারিওয়ালা মিডিয়া, আনুষ্ঠানিক গণমাধ্যম সহযোগী হিসেবে ইউকে বাংলা লাইভ নিউজ এবং মুদ্রণ সহযোগী হিসেবে এম আর প্রিন্টার যুক্ত ছিল। আয়োজনে সহযোগিতা করে ওয়ার্ক পারমিট ক্লাউড, রাধুনি ও এভারার্ডসহ আরও অনেক প্রতিষ্ঠান।

আয়োজকদের প্রত্যাশা, এই আয়োজন ব্রিটিশ-বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করবে, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করবে এবং আগামী প্রজন্মকে উদ্যোক্তা হতে অনুপ্রাণিত করার পাশাপাশি প্রবাসে বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের সম্মিলিত অগ্রযাত্রাকে আরও গতিশীল করবে।

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।



এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়





VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS



সাথে পাচ্ছেন এক কপি সাপ্তাহিক দেশ ফ্রি

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349

Taysir Mahmud
Editor

Mohammad Reazul Islam
Head of Production

Foysol Mahmud
News Editor

Mohammed Rahim
Managing Editor

Md Abadur Rahman
Graphic Designer

Akhtar Mahmmad Tazul Islam
Sub Editor

Md. Rafiqul Islam
Contributor

Salman Farsi
Sub Editor
(English Section)

Abu Rahman
Special Correspondent

J. Mahmud
IT Support

Abul Kalam
Dhaka Correspondent

A.J Lablu
Staff Correspondent, Sylhet

Delwar Husain
Special Correspondent

53a Mile End Road
London E1 4TT
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র জাতীয় ঐক্যের বিকল্প নেই

পতিত ও পলাতক স্বৈরাচার আজও নিষ্ক্রিয় হয়নি। নানা ষড়যন্ত্রে দেশকে অস্থিতিশীল করতে অশান্তির আগুন লাগিয়েই চলেছে। চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানে পতনের পর থেকেই তাদের দোসররা দেশকে অস্থিতিশীল করতে জল ঘোলা করছে। অন্তর্বর্তী সরকারকে স্থিরভাবে কাজই করতে দেয়নি। পরে নির্বাচিত সরকার চেষ্টা করছে ভেঙে পড়া সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে। ৯ মাস পর্যাপ্ত নয়। এর মধ্যেই ফের মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে পরাজিত অপশক্তি। প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় নেওয়া নেত্রীর উসকানি, নির্দেশ এবং সে দেশের পরোক্ষ মদতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কর্মীরা নাশকতা শুরু করেছে। হামলা-ভাঙচুর, বোমাবাজি, জ্বালাও-পোড়াও চরমে পৌঁছেছে। একটা ক্ষুদ্র অংশে তারা রামরাজত্ব কায়েম করতে চেয়েছে। সরকার ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি সামলেছে। রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতি, থানা-হাসপাতালে আগুন দেওয়া সত্ত্বেও দুর্বৃত্ত দমনে শক্তি প্রয়োগ করেনি। বিষয়টা ভাবিয়ে তুলেছে জাতিকে। প্রয়োজন প্রকট হয়েছে অপশক্তির অপচেষ্টা প্রতিরোধের। তার জন্য চাই একাত্তর, নব্বই ও চব্বিশের মতো সর্বব্যাপী ঐক্য। এর কোনো বিকল্প নেই। তারই ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। জাতীয় সংসদে এ আহ্বান জানানোর দিনই তিনি বৈঠক করেন বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে। পরে পর্যায়ক্রমে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার সিদ্ধান্ত নেন। এর শুরুতেই সোমবার বৈঠক করেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতাদের সঙ্গে। সেখানে আওয়ামী লীগ ও জুলাই গণ অভ্যুত্থান প্রশ্নে জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ায় এনসিপিকে থাকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। বলেন, নির্বাচনি ইশতেহার ও জুলাই জাতীয় সনদের প্রতিশ্রুতি শতভাগ বাস্তবায়ন করা হবে। অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে সব সংস্কার বাস্তবায়নই সরকারের লক্ষ্য। দল-মতের ঊর্ধ্বে উঠে ফ্যাসিবাদবিরোধী ঐক্য বজায় রাখতে হবে। এনসিপির দাবি-গণভোটের রায় ও জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন। সংবিধান সংস্কার কমিটি বাতিল করে নতুন কমিটি গঠন, জুলাই গণহত্যার বিচার ত্বরান্বিত করা, গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্সা আদায় এবং শুধু আওয়ামী লীগ নয়, ভারতীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। কোনো পক্ষেই এমন কোনো বিষয় নেই, যেখানে বিরাট বৈপরীত্ব রয়েছে। জাতি প্রত্যাশা করে- অন্যান্য দলসহ অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে এমন স্থায়ী, সুদৃঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হোক, যা স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং গণতান্ত্রিক ধারা রক্ষার মাধ্যমে দেশের সমৃদ্ধি ও জাতির ভাগ্যোন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

সহিংসতার ফাঁদ এড়াতে যা করণীয়

মাহবুব আজীজ

নড়াইলের কালিয়ার বেন্দারচর গ্রামে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের শিকার পরিবারগুলো মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে। পরিবারের সদস্যদের পরনের কাপড় ছাড়া সব পুড়ে গেছে। পুরুষ সদস্যরা এলাকাছাড়া। নারী সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। সোমবার সমকালে প্রকাশিত সংবাদে এই চিত্র তুলে ধরে বলা হয়েছে, বেন্দারচরে কয়েকশ অস্ত্রধারী নাশকতা চালায়। এর আগে বুধবার কালিয়া উপজেলা বিএনপির মোটরসাইকেল শোভাযাত্রায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীর হামলায় কালিয়া পৌর কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক শাহিনুর ইসলাম ও উপজেলা জাসাসের সোহেল রানা নিহত হন। হত্যার জেরে পালটা হামলার ঘটনা ঘটে।

'ডিসেম্বরে শেখ হাসিনা দেশে ফিরবেন'–এই ঘোষণা সামনে রেখে গোপালগঞ্জ, নড়াইলসহ দেশের অন্তত ১৭ জেলায় নাশকতার খবর পাওয়া গেছে। এসব জেলার কোনোটিতে বাসে, কোথাও রেললাইনে বা বিএনপির কার্যালয়ে আগুন দেওয়া হয়েছে। গোপালগঞ্জে থানা ও হাসপাতালেও হামলা চালানো হয়। পিরোজপুরে বাসে আগুনের ঘটনায় ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা বাসচালকের সহকারী প্রাণ হারিয়েছেন। রাজধানীতেও ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটেছে।

আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীর এসব হামলা ও নাশকতায় জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের পক্ষের শক্তিগুলোর ঐক্যের আহ্বান জানান। এরই ধারাবাহিকতায় সংসদের ভেতর ও বাইরের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সংলাপ সোমবার শুরু হয়েছে।

সহিংসতার পথ বেছে নেওয়া–আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীর জন্য আরও একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। খুন, হামলা কিংবা জ্বালাও-পোড়াও কখনোই সাধারণ মানুষের সমর্থন পায় না। বরং এতে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক শক্তিকে ধ্বংসাত্মক ও প্রতিশোধপরায়ণ হিসেবে চিহ্নিত করা সহজ হয়। কর্তৃত্ববাদী ও নিপীড়নমূলক শাসনের দায়ে গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশা করতে পারে; তবে তা হতে হবে আইনসিদ্ধ ও যুক্তিসম্মত পথে। সহিংসতা গণতান্ত্রিক রাজনীতির ভাষা নয়। আওয়ামী লীগ সেই ভুল পথে হেঁটে নিজেদের প্রভূত ক্ষতিই ডেকে নিয়ে আসছে।

সহিংসতার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে গেলে সরকারকে বল প্রয়োগ করতে হয়। হতে পারে, আওয়ামী লীগ চাইছে, সরকার যাতে বল প্রয়োগ করে। এতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সরকারকে সমালোচনার শিকার হতে হবে। এটি স্বস্তিকর ও ইতিবাচক যে, সরকার সংযতভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা করে যাচ্ছে। যে কোনো উস্কানির মুখে বলপ্রয়োগের ঘটনা না ঘটলে নাশকতাকারীদের বিরুদ্ধেই জনমত গড়ে ওঠে।

২.

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের পক্ষের শক্তিগুলোর ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। অগণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিহীন শাসনের বিরুদ্ধে সব মতের মানুষের সম্মিলিত প্রতিবাদ ছিল চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান। কোনো রাজনৈতিক দলই সেখানে প্রকাশ্যে নেতৃত্বে ছিল না। শিক্ষার্থীদের কোটাবিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করলে সেখানে সব শ্রেণি-পেশা ও বয়স নির্বিশেষে মানুষের সম্মিলিত প্রতিবাদ যুক্ত হয়ে প্রবল শক্তি ধারণ করে। পতন হয় কর্তৃত্ববাদী সরকারের। কিন্তু এরপর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার বিভাজনের রাজনীতিকে প্রাধান্য দিয়ে ৩৩টি দলের সঙ্গে সংলাপ করে জাতীয় ঐকমত্য তৈরির উদ্যোগ নেয়। ৫৪টি নিবন্ধিত দলের মধ্যে কোন বিবেচনায় ৩৩টি দল নিয়ে জাতীয় ঐক্য সম্ভব? অপরাপর শ্রেণি, পেশা বা জেন্ডারনির্ভর অরাজনৈতিক সংগঠন কোন উপায়ে জাতীয় ঐকমত্যে নিজেদের প্রত্যাশা জানাবেন, তারও কোনো উপায় রাখেনি অন্তর্বর্তী সরকার। জাতীয় ঐকমত্য গঠনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সংলাপও কি একই প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে? সেখানেও ৩৩টি রাজনৈতিক দলই কেবল অংশ নেবে? প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের পরপর বলেছেন, যারা তার দলকে ভোট দেননি, তিনি তাদেরও প্রধানমন্ত্রী।

জাতীয় ঐকমত্য তৈরিতে সব শ্রেণি-পেশা-জেন্ডারের প্রতিনিধির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মতবিনিময় অবশ্যই প্রয়োজনীয়। যে কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সমাজ বিনির্মাণে এ দেশে নারী অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। নির্বাচনে অথবা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ অনুল্লেখ্য হয়। প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিসহ নারী নেত্রীদের মনোভাব জেনে নিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

দেশের সর্বশেষ চারটি গ্রহণযোগ্য গণতান্ত্রিক নির্বাচন–১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ দুটি দল কমবেশি ৪০ শতাংশ করে ভোট পেয়েছিল। আশির দশকে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে দল দুটি যূথবদ্ধ থেকে দেশকে গণতন্ত্রে উন্নীত করে। আওয়ামী লীগের কর্তৃত্ববাদী শাসনের দায় নেতৃত্বের; তৃণমূলের বিপুল নেতাকর্মী বিশেষত নিরীহ সমর্থকদের সম্পর্ক নেই। এসব বাস্তবতা বিবেচনায় না নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাহী আদেশে কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনের বাইরে রাখবার সিদ্ধান্ত নেয়। এটি কতখানি যুক্তিসংগত ছিল, তা বর্তমান সরকারের অবশ্যই ভেবে দেখা প্রয়োজন। যে অনৈক্যের বীজ অন্তর্বর্তী সরকার দেশের সমাজ ও রাজনীতিতে বপন করে গেছে, তা পল্লবিত হয়েছে। বিভাজনের ক্ষত আরও গভীর হয়ে উঠবার আগেই বর্তমান সরকার বিশেষত প্রধানমন্ত্রীকে অভিভাবকসুলভ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তৃণমূলের যে মানুষটি জীবনে কখনও রাজধানীতে আসেননি; যিনি দুর্নীতি অথবা সাদা টাকা-কালো টাকা বোঝেন না; নির্বাচনের সময় মার্কা বুঝে ভোট দিয়ে আসেন–তাদের রাজনীতির বাইরে ঠেলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বিভাজন বাড়ানো ছাড়া কিছু হতে পারে না। অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে সব মতের মানুষকে সমবেত করবার উদ্যোগ নিতে হবে।

৩.

অর্থনীতিবিদ ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেছেন, 'সামাজিক বিভাজন গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নামাতে হলে বিপক্ষের যুক্তিও শুনতে হবে। সমাজকে হতে হবে যুক্তিবাদী। সবার মতামতকে মর্যাদা দিতে হবে' (সমকাল, ২২ নভেম্বর, ২০২৬)। এই প্রাজ্ঞ কথনের বিপরীতে দেশের রাজনীতি সাধারণ মানুষের জীবনকে পরিচালনা করতে বরাবর তৎপর। আমাদের পক্ষের যুক্তিই কেবল গণতান্ত্রিক; অপরপক্ষ গণতন্ত্র বোঝে না–এই প্রচল ধারণার চর্চা সমাজকে অপরিপুষ্ট ও অবিকশিত করে রাখে। আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ ১২ বছরের তিনটি নির্বাচনে সকলের মতামত অনুপস্থিত ছিল। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে তার বড় প্রভাব রয়েছে।

চব্বিশের শক্তিগুলোর ঐক্য গঠনে বিগত সময়গুলোর ভুলকে বিবেচনায় নিতে হবে। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে নিজেদের ভুল বা অপরাধের অনুশোচনা দেখা যায় না। এ নিয়ে যুক্তিসংগত অভিযোগ উত্থাপনের পাশাপাশি বলতে হয়, এ দেশে কোনো রাজনৈতিক দলই ভুল বা ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। কেউই সে জন্য ক্ষমা চায়নি।

আমরা প্রত্যাশা করতে পারি, আগামী দিনে কোনো দল নিজেদের ভুল-ত্রুটি উপলব্ধি করে জনসাধারণের সামনে নতজানু হবে। এটিই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। যুক্তিবাদী সমাজে বিরুদ্ধমত যেমন বরণীয়, তেমনি বিভাজন দূর করবার জন্য সব মতের যথাযথ সম্মান প্রদান জরুরি। জোর করে নিজের মত চাপিয়ে দেওয়ার জন্যই যুক্তিহীন মানুষকে সহিংসতার আশ্রয় নিতে হয়। দেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক নাশকতা অবশ্যই নির্বোধ রাজনৈতিক আচরণ। একে পুঁজি করে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি নিজেদের ফায়দা অর্জনে ব্যস্ত। হিংস্রতার মধ্য দিয়ে একপক্ষ চায় নিজেদের প্রভাব জানান দিতে; অপরপক্ষ সেই আগুনে নিজেদের প্রাপ্তি ছেঁকে নিতে চায়। এটিই সহিংসতার বড় ফাঁদ। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারকে সহিংসতার ফাঁদ এড়িয়ে ভারসাম্যময় সমাজ গঠনে সব মত ও পথের মানুষকে সহাবস্থানে নিয়ে আসতে হবে। প্রত্যেক মানুষের নিজের কথা বলবার জায়গা এই রক্তে রাঙানো প্রিয় মাতৃভূমি।

মাহবুব আজীজ: উপসম্পাদক, সমকাল; সাহিত্যিক

লন্ডনে প্রথম ব্রিটিশ-বাংলাদেশি বিল্ড ফেস্টিভ্যাল ২৯ নভেম্বর

বাড়ি-ঘর নির্মাণ, সংস্কার ও এক্সটেনশন সম্পর্কে জানার অপূর্ব সুযোগ

দেশ ডেস্ক, ২৭ নভেম্বর ২০২৬: যুক্তরাজ্যের নির্মাণ, হাউজিং ও সংশ্লিষ্ট সেবা খাতে ব্রিটিশ বাংলাদেশি পেশাজীবী ও ব্যবসায়ীদের অবদান তুলে ধরা এবং নতুন প্রজন্মের জন্য কর্মসংস্থান ও ব্যবসায়িক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনের লক্ষ্যে আগামী ২৯ নভেম্বর রোববার পূর্ব লন্ডনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'ব্রিটিশ বাংলাদেশি বিলড ফেস্টিভ্যাল লন্ডন ২০২৬'।

ব্রিটিশ বাংলাদেশি কনস্ট্রাকশন অ্যাসোসিয়েশন (বিবিসিএ) এর উদ্যোগে দিনব্যাপী এ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে পূর্ব লন্ডনের রয়্যাল রিজেন্সি হলে। দুপুর ১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে এ আয়োজন। এতে বিনামূল্যে প্রবেশ উন্মুক্ত থাকবে।

২০ নভেম্বর শুক্রবার দুপুরে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ব্রিটিশ বাংলাদেশি কনস্ট্রাকশন অ্যাসোসিয়েশনের কনভেনার ইঞ্জিনিয়ার সাদিকুল আলম আহবাব, জয়েন্ট কনভেনার জুনেদ চৌধুরী, ট্রেজার এনড্রু মধু, সিডিসি'র সিইও দোল্লা রহিম ভুইয়া ও হেড অব স্ট্রাটিজি চৌধুরী মুহাম্মদ নাঈমুল ইসলাম, ল্যাণ্ডভিউ কনস্ট্রাকশনের ডাইরেক্টর সুমন আহমদ, সালেহ বিলডার্স এর ডাইরেক্টর সালেহ আহমদ ও ইস্ট লন্ডন মেটাল-এর ডাইরেক্টর লুতফুর রহমান।

বিবিসিএ'র নেতৃবৃন্দ বলেন, যুক্তরাজ্যের নির্মাণ ও হাউজিং খাতে কর্মরত ব্রিটিশ বাংলাদেশি বিলডার্স, প্রকৌশলী, নির্মাণ ব্যবস্থাপক, ঠিকাদার, দক্ষ কারিগর, উদ্যোক্তা এবং বিভিন্ন সেবাদাতাকে একই প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসাই এই আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

সংবাদ সম্মেলনে আরো বলা হয়, নির্মাণ ও হাউজিং খাতে ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকলেও তাঁদের কাজ, অভিজ্ঞতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে জানানো প্রয়োজন। একই সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে এ খাতে ক্যারিয়ার গড়তে উৎসাহিত করা এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করাও উৎসবের লক্ষ্য।

আয়োজকেরা জানান, উৎসবে ৩০টিরও বেশি প্রদর্শনী স্টল থাকবে। এতে নির্মাণ, সম্পত্তি, ডিজাইন, ইন্টেরিয়র এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কার্যক্রম তুলে ধরবে। দর্শনার্থীরা সরাসরি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ পাবেন।

বিশেষ করে যাঁরা নতুন বাড়ি নির্মাণ, বাড়ির এক্সটেনশন, সংস্কার কিংবা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ইন্টেরিয়র ডিজাইনের পরিকল্পনা করছেন, তাঁরা অভিজ্ঞ পেশাজীবীদের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা করতে পারবেন। পাশাপাশি উদ্যোক্তারা সম্ভাব্য গ্রাহক, সাপ্লাইয়ার ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগাযোগ গড়ে তোলার সুযোগ পাবেন।

উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে থাকছে হাউজিং, কর্মসংস্থান ও নির্মাণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষ আলোচনা



এবং প্যানেল সেশন।

দুপুর আড়াইটা থেকে ৩টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে "হাউ টু বাই এ প্রোপার্টিং ইন দ্যা ইউকে : ফার্স্ট টাইম বায়ার" (যুক্তরাজ্যে প্রথমবার বাড়ি কিনবেন যেভাবে)' শীর্ষক সেমিনার। এতে যুক্তরাজ্যে প্রথমবার বাড়ি কেনার প্রস্তুতি, ডিপোজিটের জন্য সঞ্চয়, মর্টগেজের বিভিন্ন বিকল্প, বাড়ি কেনার প্রক্রিয়া, আইনি ফি, সার্ভে এবং স্ট্যাম্প ডিউটিসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

এ ছাড়াও "বিলড ইউর ক্যারিয়ার ইন দ্যা ইউকে" শীর্ষক সেশনে চাকরি খোঁজার কৌশল, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা উপস্থাপন, সিভি তৈরি ও হালনাগাদ এবং দীর্ঘমেয়াদি ক্যারিয়ার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হবে। শিক্ষার্থী, নতুন গ্র্যাজুয়েট, চাকরিপ্রার্থী এবং পেশা পরিবর্তনে আগ্রহীদের জন্য এ সেশন বিশেষভাবে উপযোগী হবে বলে আয়োজকেরা আশা করছেন।

চাকরিপ্রার্থীদের জন্য উৎসবে বিশেষ সিভি বক্স রাখা হবে। এতে আগ্রহীরা তাঁদের লেইটেস্ট সিভি জমা দিতে পারবেন। এ জন্য চাকরিপ্রার্থীদের সিভির কপি সঙ্গে নিয়ে আসার অনুরোধ জানিয়েছে আয়োজক কর্তৃপক্ষ।

নির্মাণশিল্পে আগ্রহীদের জন্য থাকছে 'বিলড দ্য ফিউচার : কন্সট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট" শীর্ষক আলোচনা। এতে নির্মাণ প্রকল্পের পরিকল্পনা, বাজেট, সময় ব্যবস্থাপনা, কাজের মান ও সমন্বয়ের গুরুত্ব তুলে ধরা হবে।

পাশাপাশি 'বিলডিং সেফটি এন্ড সাসটেইনেবিলিটি' অংশে ভবনের নিরাপত্তা, পরিবেশবান্ধব নির্মাণ, জ্বালানি সাশ্রয়, নির্মাণবর্জ্য হ্রাস এবং দীর্ঘমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে আলোচনা হবে।

উৎসবে ব্যবসা ও শিক্ষানবিশদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান এবং দর্শনার্থীদের বিনোদনের জন্য লাইভ কনসার্টের আয়োজনও থাকছে।

আয়োজকেরা জানিয়েছেন, এ উৎসব শুধু প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের জন্য নয়; বরং নারী উদ্যোক্তা, শিক্ষার্থী, তরুণ-তরুণী, চাকরিপ্রার্থী এবং বিভিন্ন পটভূমির মানুষের জন্য উন্মুক্ত। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অর্জিত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে যাঁরা যুক্তরাজ্যে নতুনভাবে ক্যারিয়ার গড়তে চান, তাঁরাও উপকৃত হতে পারবেন।

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রতি ফ্যাস্টিবল আয়োজনের সংবাদ কমিউনিটির কাছে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। আয়োজকেরা এই উৎসব ব্রিটিশ বাংলাদেশি নির্মাণ ও হাউজিং খাতের পেশাজীবী, ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে নতুন যোগাযোগ ও সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি করবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

কার্ডিফে গ্রেঞ্জটাউন রাইজিং স্টারস ক্লাবের উদ্বোধন ও জার্সি উন্মোচন



যুক্তরাজ্যের ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফে নবপ্রজন্মের তরুণদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করা, প্রতিভা বিকাশে সহযোগিতা এবং তাদের জন্য সুস্থ ও ইতিবাচক পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রেঞ্জটাউন রাইজিং স্টারস ক্লাবের উদ্বোধন ও নতুন জার্সি উন্মোচন করা হয়েছে।

গত রোববার (২২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে ক্লাবের প্রেসিডেন্ট জুবায়ের আহমেদের সভাপতিত্বে এবং স্পোর্টস অর্গানাইজার আকমল আলী ও ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি রুমন রেজা চৌধুরীর যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের প্রেসিডেন্ট ও কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ মকিস মনসুর, ওয়েলস স্পোর্টস সেন্টারের কর্মকর্তা থমাস ক্লার্ক, কমিউনিটি সংগঠক লিয়াকত আলী, ব্যবসায়ী জহির আহমেদ, সাংবাদিক সৈয়দ কাহের এবং তরুণ ব্যবসায়ী মুজিবুল হাসান নিউটন।

এ ছাড়া বক্তব্য দেন ক্লাবের সহসভাপতি মো. হায়দার, জয়েন্ট সেক্রেটারি এনাম আহমেদ, ট্রেজারার জাহিদ হাসান, জয়েন্ট ট্রেজারার মো. রিয়াজ মুর্শেদ, জুলফিকার হায়দার জুয়েল, নাজমুল আহমেদ, তানজু আহমেদ, রাজ বাহাদুর, রুমান আহমেদ, শামিম আহমেদ ও রায়হান আহমেদ। তাঁরা ক্লাবের কার্যক্রম এগিয়ে নিতে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে অতিথিরা বলেন, খেলাধুলা এমন একটি শক্তিশালী মাধ্যম, যা বয়স, ধর্ম, বর্ণ ও সামাজিক অবস্থানের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষকে একত্রিত করে। খেলাধুলা তরুণ প্রজন্মকে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, দলগত ঐক্য, আত্মবিশ্বাস ও ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা দেয়।

তাঁরা তরুণদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলার গুরুত্ব তুলে ধরে গ্রেঞ্জটাউন রাইজিং স্টারস ক্লাবের উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং ক্লাবের কার্যক্রম সফল করতে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

গেটওয়েক মসজিদে বার্ষিক ইসলামী সম্মেলন

কৃতী শিক্ষার্থীদের পাগড়ি প্রদান ও পুরস্কার বিতরণ

বিশ্বশান্তি, মানবতার কল্যাণ ও ইসলামী মূল্যবোধের প্রসারে যুক্তরাজ্যের গেটওয়েক ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে গেটওয়েক মসজিদে বার্ষিক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত শনিবার (২১ নভেম্বর) দুপুর ১২টা থেকে মাগরিব পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে বিপুলসংখ্যক মুসল্লি, নারী-পুরুষ, তরুণ-তরুণী ও শিক্ষার্থী অংশ নেন। ধর্মীয় আলোচনা, কোরআন শিক্ষায় কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের পাগড়ি প্রদান এবং কৃতী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণসহ বিভিন্ন আয়োজন ছিল সম্মেলনে।

গেটওয়েক ইসলামিক সেন্টারের সভাপতি, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও লেখক আবুল কালাম আজাদ ছোটনের সভাপতিত্বে সম্মেলন পরিচালনা করেন মসজিদের খতিব মাওলানা ফখরুল ইসলাম। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি মঈনুল ইসলাম মামুন ও কোষাধ্যক্ষ মুহিব মিয়া।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্রিকলেন জামে মসজিদের খতিব মাওলানা নজরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেখ ড. ওসামা ইউসুফ আল হাজার, মালয়েশিয়া থেকে আগত কারি মোহাম্মদ জাইম আকমল বিন আব্দুল নাজিব এবং সেন্ট্রাল বন্ডস মসজিদের ইমাম ও



সিনিয়র পরিচালক মাওলানা সুলতান আহমেদ।

সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল দারুল কেরাত লতিফিয়া থেকে কোরআন শিক্ষায় কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের পাগড়ি প্রদান। প্রধান অতিথি, সভাপতি, সেক্রেটারি ও বিশেষ অতিথিরা শিক্ষার্থীদের মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দেন।

পাগড়ি লাভ করেন মাসুম ইসলাম, রায়হান আলী, ওমাইর শাহাব, যুবাইর রাফি আহমদ, আফ্ফান সায়মুন, হোসাইন বেগ, নায়িব ইসলাম ও তাহমিনা উদ্দিন।

এ সময় অতিথিরা কোরআন শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার প্রশংসা করেন। তাঁরা বলেন, এ ধরনের আয়োজন নতুন প্রজন্মকে ধর্মীয় শিক্ষায় উৎসাহিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ভালো ফলাফল অর্জনকারী ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করতে সম্মেলনে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এ সময় শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে তাদের মেধা, অধ্যবসায় ও শিক্ষাগত সাফল্যের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

সম্মেলনে অতিথি বক্তারা বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সমসাময়িক সামাজিক পরিস্থিতি, নৈতিক মূল্যবোধ, পারিবারিক বন্ধন, তরুণ প্রজন্মের দায়িত্ব, ধর্মীয় শিক্ষা ও মানবিক সমাজ গঠনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

বক্তারা বলেন, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সুন্দর সমাজ গঠনে পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহনশীলতা, মানবিকতা ও নৈতিক আদর্শের চর্চা জরুরি। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধে গড়ে তোলার ওপর তাঁরা গুরুত্ব দেন।

সম্মেলনের সমাপনী বক্তব্যে সভাপতি আবুল কালাম আজাদ ছোটন বলেন, এ এলাকায় বাংলাদেশি কমিউনিটির সংখ্যা সীমিত হলেও মহান আল্লাহর রহমত ও সবার সহযোগিতায় ২০০০ সাল থেকে গেটওয়েক মসজিদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

তিনি বলেন, গেটওয়েক বিমানবন্দরে কর্মরত অনেক মুসল্লি এ মসজিদে শুক্রবারের জুমার নামাজসহ নিয়মিত নামাজ আদায়ের সুযোগ পান। স্থানীয় মুসলিমদের পাশাপাশি বিমানবন্দরে কর্মরত মুসল্লিদের জন্যও মসজিদটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা রাখছে।

মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারের কার্যক্রম আরও সুন্দর ও গতিশীল করতে তিনি মুসলিম ভাই-বোন, শুভাকাঙ্ক্ষী ও সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের সহযোগিতা কামনা করেন।

দুপুরের খাবারের ব্যবস্থাসহ দিনব্যাপী আয়োজিত এ সম্মেলন বিশ্বশান্তি, মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, মানবতার কল্যাণ এবং সবার সুখ-সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ দোয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা

বাংলাদেশে শাকসবজিরপচন ও অপচয় রোধে ১ হাজার হিমাগার স্থাপনের উদ্যোগ

দেশ ডেস্ক, ২৭ নভেম্বর ২০২৬: বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের পচন ও অপচয় রোধ এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশজুড়ে ১ হাজার সৌরবিদ্যুৎচালিত কোলড-স্টোরেজ (হিমাগার) স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক জলবায়ুপ্রযুক্তি ও টেকসই কৃষি উন্নয়ন সংস্থা জিরো ওয়েস্ট হারভেস্ট এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের প্যাসিফিক সোলার অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি লিমিটেড এবং আইএড্রয়েট টেক বিডি লিমিটেড সহযোগিতা করবে। এই প্রকল্পের আওতায় আপাতত দেশের কৃষিপ্রধান অঞ্চলের বড় বড় বাজারগুলোতে কোলড স্টোরেজ (হিমাগার) তৈরি করা হবে। যাতে স্থানীয় কৃষকরা কৃষিপণ্য যেমন- টমেটো, আলু, কদু, মুলা, ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদি বাজারে নিয়ে বিক্রি না করতে পারলে পচে যাওয়ার ভয়ে কমদামে বিক্রি করতে হবেনা। তারা অবিক্রিত কৃষিপণ্য শাকশবজি ?ন্যুনতম একটা ফি দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিরাপদে রেখে দিতে পারবেন। যখন পণ্যের দাম বাড়বে তখন তারা হিমাগার থেকে নিয়ে আবার বিক্রি করতে পারবেন।

২০ নভেম্বর শুক্রবার বিকেলে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই প্রজেক্টের বিস্তারিত তুলে ধরেন জিরো ওয়েস্ট হারভেস্ট'র চেয়ারম্যান ও বাংলা টাউন ক্যাশ এন্ড ক্যারির স্বত্তাধিকারি মোঃ রফিক হায়দার। এসময় বক্তব্য রাখেন ও সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন প্যাসিফিক সোলারের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও জিরো ওয়েস্ট হারভেস্ট-এর সিইও ইব্রাহিম লোদী এবং আইএড্রয়েট টেক বিডি লিমিটেড এর ডাইরেক্টর ইমরান চৌধুরী।

রফিক হায়দার বলেন, বাংলাদেশে প্রতিবছর শুধু শাকসবজি সংগ্রহের পর নষ্ট হওয়ার কারণে প্রায় ২৪০ কোটি মার্কিন ডলারের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় । আধুনিক সংরক্ষণব্যবস্থার অভাব, পর্যাপ্ত হিমাগার না থাকা এবং দুর্বল সরবরাহ অবকাঠামো এ ক্ষতির অন্যতম কারণ। এসব সমস্যা মোকাবিলায় নবায়নযোগ্য জ্বালানিনির্ভর আধুনিক হিমাগার স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।



সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, জিরো ওয়েস্ট হারভেস্ট ইতোমধ্যে বাংলাদেশের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সঙ্গে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেছে। এর আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এক হাজার সৌরবিদ্যুৎচালিত হিমাগার স্থাপনের উদ্যোগ এগিয়ে নেওয়া হবে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে ফলমূল, শাকসবজি ও অন্যান্য দ্রুত পচনশীল কৃষিপণ্য দীর্ঘ সময় সংরক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এতে কৃষকরা ফসল সংগ্রহের পরপরই কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হবেন না। বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় সুবিধাজনক সময়ে পণ্য বিক্রির সুযোগ পেলে তাঁদের আয় বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

এ উদ্যোগের কারিগরি সহযোগী হিসেবে প্যাসিফিক সোলার অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি লিমিটেডকে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি জাতিসংঘের ক্লাইমেট টেকনোলজি সেন্টার অ্যান্ড নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতা গ্রহণ করবে।

প্রকল্পে অত্যাধুনিক সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনব্যবস্থা, উন্নত শীতলীকরণ প্রযুক্তি, তাপীয় শক্তি সংরক্ষণ এবং স্মার্ট মনিটরিং প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও কৃষি পরিস্থিতির উপযোগী, বিদ্যুৎসাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব হিমাগার গড়ে তোলাই এর প্রধান লক্ষ্য।

সংবাদ সম্মেলনে প্রকল্পের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে জিরো ওয়েস্ট হারভেস্ট, প্যাসিফিক সোলার এবং আইএড্রয়েট টেক বিডি লিমিটেড একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং স্থানীয় বাস্তবায়ন সক্ষমতার সমন্বয় ঘটানো হবে।

বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ কৃষকদের সুবিধার বিষয়টি। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় কৃষকরা বড় অঙ্কের বিনিয়োগ ছাড়াই প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ পরিশোধ করে হিমাগার ব্যবহার করতে পারবেন। এতে কৃষি সমবায় ও গ্রামীণ উদ্যোক্তারাও উপকৃত হবেন।

উদ্যোক্তাদের প্রত্যাশা, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কৃষিপণ্যের অপচয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে, কৃষকদের বাজারে প্রবেশাধিকার বাড়বে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। একই সঙ্গে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার সম্প্রসারণ, পরিবেশ সুরক্ষা এবং বাংলাদেশের জলবায়ুসংক্রান্ত অঙ্গীকার বাস্তবায়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

জিরো ওয়েস্ট হারভেস্টের মতে, ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদিত পণ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ নিশ্চিত করা জরুরি । কৃষকের কষ্টার্জিত ফসল রক্ষা এবং ন্যায্য আয় নিশ্চিত করার মধ্য দিয়েই একটি টেকসই ও জলবায়ু সহনশীল কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব। সংবাদ সম্মলেনের শেষ দিকে দুই পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ব্রিটেন ও ইউরোপে দারুল ক্বিরাতে সাড়ে ৪ হাজার শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ

কারিয়ানা সনদ পেলেন ১৯৯ জন

এম এ ফাত্তাহ চৌধুরী ফয়সল

ব্রিটেন ও ইউরোপে এ বছর দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট ও লতিফিয়া ক্বারী সোসাইটি ইউকের অধীনে পবিত্র কুরআন শিক্ষার কোর্সে অংশ নিয়েছেন প্রায় সাড়ে চার হাজার শিক্ষার্থী। তাঁদের মধ্যে সর্বোচ্চ জামাত ছাদিসের পাঠক্রম ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কারিয়ানা সনদ লাভ করেছেন ১৯৯ জন। ব্রিটেনের বিভিন্ন শহর এবং ইউরোপের তিনটি দেশের মোট ৭২টি কেন্দ্রে এ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।

পবিত্র কুরআন শুদ্ধভাবে শেখানোর ক্ষেত্রে দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট একটি পরিচিত প্রতিষ্ঠান।



আল্লামা সাহেব কিবলাহ ফুলতলী (রহ.) প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে ব্রিটেনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এর কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে। প্রবাসে পবিত্র কুরআনের শুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষা ও এর প্রসারে প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

বাংলাদেশে প্রতিবছর পবিত্র রমজান মাসে এ কোর্স অনুষ্ঠিত হলেও ব্রিটেন ও ইউরোপে সাধারণত গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে, অর্থাৎ সামার হলিডেতে, এর আয়োজন করা হয়। ফলে প্রবাসে বেড়ে ওঠা শিশু-কিশোরেরা ছুটির সময় পবিত্র কুরআন শুদ্ধভাবে শেখার সুযোগ পায়।

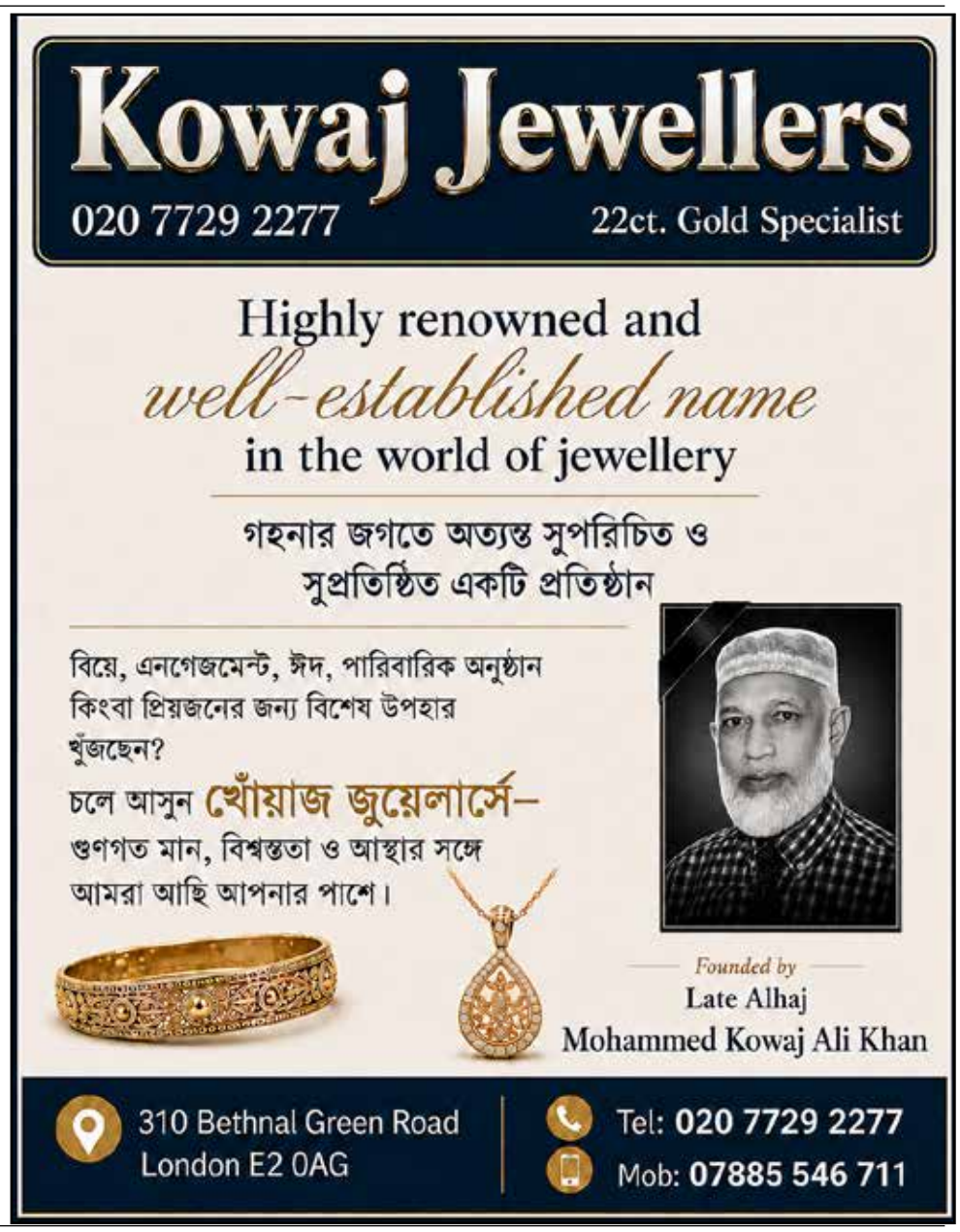
চলতি বছরের জুলাই ও আগস্ট মাসে গ্রেট ব্রিটেনের লন্ডন, বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার, নর্থহ্যাম্পটন, লুটন, ওলহ্যাম, হাইড, ব্রাডফোর্ড, বেডফোর্ড, পুল, মিলটন কেইনস, সেন্ট আলবানস, স্কানথর্প, রচডেল, রচেনস্টল, অক্সফোর্ড, কার্ডিফ, নিউক্যাসল, শেফিলড, সাউথফিলড, কভেন্ট্রি, লেস্টার, কিথলী ও ইপসুইচসহ বিভিন্ন শহরের ৬৫টি কেন্দ্রে কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া স্পেন, ফ্রান্স ও ইতালিতে আরও সাতটি কেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

দারুল কিরাতের ছয়টি জামাতের পাঠক্রম সম্পন্ন করে সর্বোচ্চ জামাত ছাদিসে উত্তীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ক্বারী ও ক্বারিয়াহ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। এ বছর এ যোগ্যতা অর্জন করে ১৯৯ জন শিক্ষার্থী কারিয়ানা সনদ লাভ করেছেন।

এ বছর ছাদিস জামাতের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তিনটি কেন্দ্রে। এর মধ্যে প্রধান কেন্দ্র ছিল লন্ডনের দারুল হাদিস লতিফিয়া। অন্য দুটি কেন্দ্র ছিল দারুল হাদিস লতিফিয়া নর্থওয়েস্ট এবং বার্মিংহামের লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্স ব্রিটিশ মুসলিম স্কুল।

লতিফিয়া ক্বারী সোসাইটি ইউকের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুফতি মাওলানা আশরাফুর রহমান এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে এসব তথ্য জানান।

অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সামার হলিডেতে দারুল কিরাতের মাধ্যমে সন্তানদের পবিত্র কুরআন শুদ্ধভাবে শেখার সুযোগ কাজে লাগানো উচিত। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সন্তানদের কুরআন শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা এবং এ শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে অভিভাবকদের সচেতন ভূমিকা পালন করতে হবে।



বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ডস

৪৬ ক্যাটাগরিতে পুরস্কার ও সম্মাননা পেলেন বিশিষ্টজন





যুক্তরাজ্যে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ডস। এশীয় খাবারের বৈচিত্র্য, ঐতিহ্য ও সাফল্য উদযাপনের এ আয়োজনে খাদ্যশিল্প, রেস্তোরাঁ ও আতিথেয়তা খাতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৪৬টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

লন্ডনের অভিজাত মেফেয়ারের গ্রোসভেনর হাউসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের খাদ্য ও হসপিট্যালিটি শিল্পের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ডসের ফাউন্ডার্স চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ইয়াওর খান।

অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন বিবিসির সংবাদ উপস্থাপক সামান্থা সিমন্ডস এবং ইংল্যান্ড নারী জাতীয় কাবাডি দলের অধিনায়ক আনিসা খান।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার এইচ ই দাতো ইন্দেরা, বাংলাদেশ হাইকমিশনের কাউন্সেলর মোরশেদুর রহমান তালুকদার, ওয়ার্ক পারমিট ক্লাউডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যারিস্টার মো. লুৎফুর রহমান, স্কটিশ পার্লামেন্টের সাবেক এমপি ফয়সল চৌধুরী, বিশিষ্ট সমাজসেবক শাহগীর বকত ফারুক, ওয়ান মিলিয়ন মিলসের প্রতিষ্ঠাতা সুলেমান রাজা এমবিই এবং ক্রয়ডনের মেয়র মোহাম্মদ ইসলাম।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন সাবেক মেয়র শেরওয়ান চৌধুরী, সাটনের মেয়র মুহাম্মদ সাদিক, শ্রীপুর ভিলেজের ট্রাস্টি সাব্বির করিম, অ্যাকাউন্ট্যান্ট রফিক হায়দার, আনোয়ার হোসেন, শাহ এফ আকতার, বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট অলি খান এমবিই এবং গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মকিস মনসুরসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

বৃটেন থেকে শাহ শাফী জানান, এশিয়ান ক্যাটারিং ফেডারেশনের বিচারকম–লী বিজয়ীদের নির্বাচন করেন। এর আগে মসলাপ্রেমী সাধারণ মানুষের ভোটে বিভিন্ন ক্যাটাগরির চূড়ান্ত প্রতিযোগীদের তালিকা তৈরি করা হয়। ফাইন ডাইনিং, ক্যাজুয়াল ডাইনিং, টেকঅ্যাওয়ে, ভেগান ও নিরামিষ খাবারসহ এশীয় খাদ্যসংস্কৃতির বিভিন্ন শাখা পুরস্কারের আওতায় ছিল।

এবারের জাতীয় পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য পুরস্কারগুলোর মধ্যে বার্মিংহামের ইতিহাদ অর্জন করে বেস্ট ফাইন ডাইনিং রেস্টুরেন্টের সম্মাননা। লন্ডনের ক্ল্যাপহামের দ্য পেপার ট্রি জিতে নেয় থাই রেস্টুরেন্ট অব দ্য ইয়ার। ইয়র্কের এভারেস্ট গুর্খা নির্বাচিত হয় নেপালিজ রেস্টুরেন্ট অব দ্য ইয়ার এবং কার্ডিফের ভেজিটেরিয়ান ফুড স্টুডিও অর্জন করে বেস্ট ভেগান/ভেজিটেরিয়ান রেস্টুরেন্ট অব দ্য ইয়ার পুরস্কার।

এ বছর লন্ডনের ব্রিক লেনের আন্তর্জাতিক সুপারমার্কেট দ্য তাজ স্টোরসকে দেওয়া হয় 'লিগ্যাসি অব এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড'। এডিনবরার ম্যাকাও কিচেনের কেই ডি ফ্রেইটাস অর্জন করেন 'এশিয়ান শেফ অব দ্য ইয়ার' পুরস্কার।

আতিথেয়তা শিল্পে উদ্ভাবনী অবদানের জন্য বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছেন মো. শাকাওয়াত হোসেন। একই সঙ্গে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয় সন্দীপ দেওয়ানকেও।

এবারের 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করেন প্যাডিস মার্টেন ইন-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রদীপ ও অমিতা মাশরু। একই প্রতিষ্ঠান লেস্টারের সেরা এশীয় রেস্তোরাঁ হিসেবেও পুরস্কৃত হয়েছে।

আয়োজকদের মতে, যুক্তরাজ্যের এশীয় খাদ্যশিল্পের বৈচিত্র্য ও অর্জনকে স্বীকৃতি দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ডস। বিভিন্ন দেশের খাবার, রন্ধনশৈলী ও আতিথেয়তা শিল্পের প্রতিনিধিদের এক মঞ্চে নিয়ে আসার মাধ্যমে এ আয়োজন এশীয় খাদ্যসংস্কৃতির সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও সাফল্য তুলে ধরেছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

HAMLET ACCOUNTANTS
Chartered Certified Accountants & Tax Advisers
ACCA
Our Services:
- Limited Company Accounts
- Self Assesment Tax Return
- Company formations
- Charity registration & Accounts
- VAT
- Payroll & CIS tax
- HMRC Investigation & Penalty Appeal
- Property Tax
266-268 Bethnal Green Road
London E2 0AG
info@hamletaccountants.co.uk
www.hamletaccountants.co.uk
Call us today:
020 3720 0406
Sulaman R Chowdhury ACCA
Principal
*Special discount for Minicab and Small businesses
*FREE Tax and Business Consultancy Services

Islamic & English
Nikah Registered Kazi, London
ইসলামিক এন্ড ইংলিশ
নিকাহ রেজিষ্ট্রার্ড কাজী, লন্ডন
Charity No: 125118
Madinatul Uloom Welfare Trust UK
মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে চ্যারিটি কমিশনের পক্ষ থেকে লন্ডনের জনসাধারনের সুবিধার্থে মুসলিম নিকাহ, ম্যারিজে সার্টিফিকেট এবং ডিভোর্স সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
Madinatul Uloom Welfare Trust UK provides Muslim Nikah (Islamic marriage), Marriage Certificates, and Divorce Certificates for the benefit and convenience of the public in London, under the auspices of the UK Charity Commission.

জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুম মাদ্রাসা
নয়া লম্বাহাটি, ছাতক, সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ
উক্ত মাদ্রাসার পক্ষ থেকে দেশবাসী ও প্রবাসী মুসলমান ভাই ও বোনদের খেদমতে সাহায্যের আবেদন রইলো। শিশু শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স) পর্যন্ত। ৭৫০ জন গরিব এতিম ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছেন। উক্ত মাদ্রাসায় আপনাদের লিল্লাহ, সাদাকা, যাকাত, ফিতরা ছাত্রছাত্রীদের জন্য মুক্তহস্তে দান করুন।
UK Bank Details: HSBC Bank
Ac No: 41538829
Sort Code: 40-02-33

লন্ডনে আরবি ও ইসলামিক পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে।
দক্ষ ইমামদের দ্বারা বাচ্চাদের পড়ানো হয়, কুরআন, হাদিস, ফিকহ, সিরাহ, দোয়া

আল-কিবলা হজ্ব উমরাহ সার্ভিস
দক্ষ আলিমদের সাথে হজ্ব ও ওমরাহ করার সুবিধা প্রতি মাসে আমাদের গ্রুপ প্যাকেজ রয়েছে।
AlQibla

কাজী মাওলানা শামছুল হক (ছাতকী)
খতিব, আল-আকসা মসজিদ, ডকল্যান্ড, লন্ডন
প্রিন্সিপাল, জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুম মাদ্রাসা, ছাতক
চেয়ারম্যান, মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে
Mob: +44 7484 639461 | E-mail: shamsul1977@hotmail.co.uk

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট
£15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

বার্মিংহামে লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্স'র উদ্যোগে কমিউনিটি সমাবেশ



বার্মিংহামের লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্স ও দ্য ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের উদ্যোগে কমিউনিটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে কমিউনিটির আলিম-উলামা, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

গত ১৭ নভেম্বর মঙ্গলবার বাদ ইশা লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সে আয়োজিত এ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কমপ্লেক্সের চেয়ারম্যান ও দ্য ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের প্রিন্সিপাল মাওলানা এম এ কাদির আল হাসান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কমপ্লেক্সের জয়েন্ট সেক্রেটারি ও স্কুলের গভর্নর আলহাজ মুহাম্মদ খুরশিদ-উল হক।

সমাবেশে প্রতিষ্ঠানগুলোর অতীত ও বর্তমান কার্যক্রম, অর্জন এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্স, দি ব্রিটিশ মুসলিম স্কুল ও স্যান্ডওয়েল গ্র্যান্ড মসজিদের চলমান কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রজেক্টরের মাধ্যমে লাইভ উপস্থাপনার সাহায্যে তুলে ধরা হয়। এতে মাওলানা এম এ কাদির আল হাসান ও আলহাজ মুহাম্মদ খুরশিদ-উল হক প্রতিষ্ঠানগুলোর অগ্রযাত্রা, বিভিন্ন উদ্যোগ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেন।

পরে কমপ্লেক্সের সেক্রেটারি জেনারেল ও স্কুলের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান মিসবাউর রহমান কমপ্লেক্স ও স্কুলের আর্থিক কার্যক্রমের সার্বিক তথ্য উপস্থাপন করেন।

সভাপতির বক্তব্যে মাওলানা এম এ কাদির আল হাসান বলেন, লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্স, দি ব্রিটিশ মুসলিম স্কুল ও স্যান্ডওয়েল গ্র্যান্ড মসজিদ কমিউনিটির ধর্মীয়, শিক্ষা ও সামাজিক কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও সমৃদ্ধ, কার্যকর ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা সবার দায়িত্ব।

তিনি বিশেষ করে দি ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের শিক্ষার মান, পরিবেশ ও সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাকে আরও আধুনিক ও মানসম্মত পর্যায়ে উন্নীত করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। নতুন প্রজন্মকে ইসলামী মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি আধুনিক ও মানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত করে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ও ব্যক্ত করেন তিনি।

মাওলানা এম এ কাদির আল হাসান বলেন, একটি আদর্শ ও মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে শুধু পরিচালনা পর্ষদ বা শিক্ষকদের প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। এ জন্য অভিভাবক, আলিম-উলামা, কমিউনিটির নেতৃবৃন্দসহ সর্বস্তরের মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সম্মিলিত উদ্যোগ, গঠনমূলক পরামর্শ ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যেকোনো প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব।

তিনি প্রতিষ্ঠানগুলোর চলমান কার্যক্রম আরও গতিশীল করা এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা, পরামর্শ ও আন্তরিক ভূমিকা কামনা করেন।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর তাজ উদ্দিন, কাউন্সিলর আব্দুল মুঈন চৌধুরী (সুমন), কাউন্সিলর আব্দুল আহাদ সুমন, বাংলাদেশ মালটিপারপাস সেন্টারের সেক্রেটারি ফয়জুর রহমান চৌধুরী এমবিই, লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা রফিক আহমদ, মাওলানা রুকন উদ্দিন আহমদ, কাজী আঙ্গুর মিয়া, স্কুলের গভর্নর মাস্টার আবদুল মুহিত, জয়েন্ট সেক্রেটারি মোহাম্মদ এমদাদ হোসাইন এবং বাংলা কাগজের সেক্রেটারি খছরু খান। কমপ্লেক্সের প্রেস অ্যান্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি মাওলানা মো. হুসাম উদ্দিন আল-হুমায়দীর পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সমাবেশ শুরু হয়। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব শাহিন চৌধুরী, ওয়ালছল জালালিয়া মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা নোমান আহমদ, দি ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের হেড অব অ্যাডমিন মাওলানা গুলজার আহমদ, হেড অব ইসলামিক স্টাডিজ মাওলানা মাহবুব কামাল, শিক্ষক মাওলানা আখতার হুসাইন জাহেদ, মাওলানা দুলাল আহমদ, বার্মিংহাম আল ইসলাহর সভাপতি মাওলানা বদরুল হক খান, সিলেট স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি আব্দুর রব, হাফিজ আলী হোসেন বাবুল, রফিকুল ইসলাম লিটন, মাওলানা আব্দুল মুনিম, হাফিজ শামিম আল মামুন, স্কুলের হিফজ বিভাগের প্রধান হাফিজ আব্দুল্লাহ আল নাঈম, শিক্ষক হাফিজ হোসাইন আহমদ চৌধুরী, অ্যাডমিন স্টাফ গুলজার আহমদ খান জামি, হাজী তারা মিয়া, কারী আবুল খয়ের, হাফিজ ফারুক আহমদ, আলতাফুর রহমান, সাহাব উদ্দিন, হাফিজ বদরুল ইসলাম, মাহফুজুল হাসান খান মিল্লাত, হাফিজ আবুল হোসাইন, রাসেল আহমদ, মইনুল ইসলাম ও আব্দুল হামিদ আয়না প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডনে মঞ্চস্থ হলো 'আম্বা ও ভীষ্ম', পৌরাণিক প্রেমকাহিনিতে মুগ্ধ দর্শক

দেশ ডেস্ক, ২৭ নভেম্বর ২০২৬: মহাভারতের পৌরাণিক প্রেমকাহিনি 'আম্বা ও ভীষ্ম' নিয়ে লন্ডনে মঞ্চস্থ হয়েছে বিশেষ নাটক। সম্প্রতি'এ সিজন অব ড্রামা'র অংশ হিসেবে বাংলা মুভমেন্ট থিয়েটারের পরিবেশনায় নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। প্রেম, আত্মমর্যাদা, প্রতিশ্রুতি ও সংঘাতের চিরন্তন আখ্যান দর্শকদের মুগ্ধ করে।

মহাভারতের 'আম্বা ও ভীষ্ম' উপাখ্যান অবলম্বনে নাটকটির নাট্যরূপ দিয়েছেন ড. মুকিদ চৌধুরী। সংলাপ রচনায় পৌরাণিক আবহ ও ভাষারীতির সমন্বয় নাটকটিকে দিয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃতনির্ভর বাংলা ভাষার তদ্ভব শব্দের ব্যবহার এবং সংলাপের গঠনেও ফুটে উঠেছে সেই প্রাচীন সময়ের আবহ।

মহাভারতের বহুমাত্রিক কাহিনির একটি উপাখ্যান আম্বা ও ভীষ্মের গল্প। কিন্তু এর আবেদন কেবল পৌরাণিক সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রেম, আত্মমর্যাদা, পারিবারিক অহংকার, প্রতিশ্রুতি ও ব্যর্থতার যে সংঘাত এ কাহিনিতে উঠে এসেছে, তা আজকের সমাজেও প্রাসঙ্গিক।

নাটকটির মূল বক্তব্যে উঠে এসেছে, প্রেম নিছক আবেগ নয়; এটি মানুষের মর্যাদা ও আত্মপরিচয়েরও অংশ। কোনো সামাজিক স্বার্থ, পারিবারিক দম্ভ কিংবা ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতির সংঘাতে মানুষের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা কীভাবে বিপর্যস্ত হতে পারে, আম্বা ও ভীষ্মের কাহিনি তারই এক মর্মস্পর্শী প্রকাশ।

নাটকের পোশাক, মঞ্চসজ্জা, চরিত্রায়ণ ও আবহসংগীতেও ছিল পৌরাণিক সময়কে জীবন্ত করে তোলার প্রয়াস। অভিনয়শিল্পীদের পরিবেশনা এবং সামগ্রিক মঞ্চায়নে দর্শকেরা যেন কয়েক হাজার বছর আগের এক সমাজের মুখোমুখি হন। নাটক শেষে দর্শকদের অনেকেই অভিনয়শিল্পীদের সঙ্গে ছবি তোলেন। তাঁদের উচ্ছ্বাস ও আগ্রহে পরিবেশনাটির প্রতি মুগ্ধতার প্রকাশ দেখা যায়।

নাটকটির পরিচালনা করেছেন নাট্যকার ড. মুকিদ চৌধুরী নিজেই। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ড. শতুপাধর, পার্থসারথি রায়, মৌসুমী শামান্তা, সানজিদ কবির সানি, তাহিরা জিন্নিয়া, সাদিয়া সাবা, আবু সুফিয়ান, সৈকত দত্ত ও এপি দেব সরকার।

সংগীত পরিচালনায় ছিলেন মাজহার আলী শেখ, হারবি গিব্বনস ও প্রত্যাশা দাশ পূজা। নেপথ্য সহযোগিতায় ছিলেন ড. হাসনাইন চৌধুরী।



টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের পক্ষে প্রযোজনার দায়িত্বে ছিলেন আর্টস ডেভেলপমেন্ট অফিসার কাজী রোকসানা। ইভেন্ট সুপারভাইজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মোশাহিদ আহমদ, কালাম হোসেন ও কামাল হোসেন।

নাটকটির পরিবেশনা দর্শকদের মধ্যে নতুন করে মহাভারতের পৌরাণিক আখ্যান নিয়ে আগ্রহ তৈরি করেছে। যারা এবারের প্রদর্শনী দেখতে পারেননি, তাঁদের জন্য আরেকটি প্রদর্শনীর আয়োজনের প্রত্যাশাও জানিয়েছেন দর্শকদের অনেকে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

Fast Removal



■ House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.

For instant Online Quote visit www.fastremoval.com

Mob: 07957 191 134

Community Development Initiative

WOULD YOU LIKE TO REGISTER YOUR ORGANISATION AS A CHARITY

আপনি কি আপনার প্রতিষ্ঠানকে চ্যারিটি রেজিষ্টার করতে চান?

আমাদের সাথে আজই যোগাযোগ করুন

07462069 736
87 Burdett Road
London E3 4JN



SWF SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
"WE REPRESENT YOUR VOICE"

OUR SERVICES:
IMMIGRATION
FAMILY MATTERS
WILLS & PROBATE
LITIGATION
LEASE & TENANCY AGREEMENT



London Office: 19 Henrique Street
Commercial Road, London E1 1NB
Milton Keynes Office:
41A (First Floor), Queensway,
Bletchley, Milton Keynes MK2 2DR

www.swfsolicitors.co.uk
info@swfsolicitors.co.uk

Call US Today
020 80904780

টাওয়ার হ্যামলেটসে স্থাপিত হবে দেড় হাজার নতুন ইভি চার্জিং পয়েন্ট

টাওয়ার হ্যামলেটস এলাকায় আগামী চার বছরে ১ হাজার ৫০০টিরও বেশি নতুন ফাস্ট ইলেকট্রিক ভেহিকেল (ইভি) চার্জিং পয়েন্ট স্থাপন করা হবে। এ লক্ষ্যে কাউন্সিল বারার পাবলিক চার্জিং নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য টোটাল এনার্জিসকে ডেলিভারি পার্টনার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে।

এটি লন্ডনে প্রথম লোকাল ইলেকট্রিক ভেহিকেল ইনফ্রাস্ট্রাকচার (এলইভিই) তহবিলের আওতায় বাস্তবায়িত চার্জিং অবকাঠামো চুক্তি। এই উদ্যোগের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থায়নের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের বিনিয়োগও আকৃষ্ট করা হবে, যা পরিচ্ছন্ন পরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পের প্রথম ধাপের কাজ ২০২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রিচার্ডস রোডে শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এরপর ধাপে ধাপে আগামী চার বছরে পুরো বারাজুড়ে চার্জিং নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা হবে।

এছাড়াও চার্জিং অবকাঠামো সরবরাহ ও পরিচালনার পাশাপাশি, টোটাল এনার্জিস চার্জিং পয়েন্টগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎও সরবরাহ করবে। নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত শতভাগ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে। এই প্রকল্প টাওয়ার হ্যামলেটসের দ্রুত সম্প্রসারিত ইভি চার্জিং নেটওয়ার্ককে আরও শক্তিশালী করবে। কাউন্সিল ইতোমধ্যে প্রায় ২ হাজার ৩৫০টি পাবলিক চার্জিং পয়েন্ট স্থাপন করেছে, যা বারার বাসিন্দা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ট্যাক্সি ও প্রাইভেট হায়ার গাড়িচালকদের জন্য সহজ চার্জিং সুবিধা নিশ্চিত করছে।

বর্তমানে টাওয়ার হ্যামলেটসে প্রায় ২ হাজার ৩৫০টি পাবলিক চার্জিং পয়েন্ট রয়েছে। গত এক বছরে ২ হাজারের বেশি নতুন চার্জার স্থাপনের ফলে পাবলিক ইভি চার্জারের ঘনত্বের দিক থেকে বারাটি



ব্রিটেনের ১৯তম স্থান থেকে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে।

এছাড়াও নতুন প্রকল্পের আওতায় ২২ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ১ হাজার ৫০০টি ফাস্ট চার্জিং সকেট স্থাপন করা হবে। এর ফলে বৈদ্যুতিক গাড়ির মালিকদের জন্য চার্জিং আরও সহজ ও সুবিধাজনক হবে এবং টাওয়ার হ্যামলেটস ব্রিটেনের বৈদ্যুতিক যানবাহন ব্যবহারের অন্যতম উপযোগী এলাকায় পরিণত হবে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের ৯৩ শতাংশ পরিবারের নিজস্ব অফ-স্ট্রিট পার্কিং সুবিধা নেই। ফলে বৈদ্যুতিক যানবাহনের ব্যবহার বাড়াতে একটি নির্ভরযোগ্য পাবলিক চার্জিং নেটওয়ার্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে কাউন্সিল। নতুন চার্জিং সুবিধা বায়ুদূষণ ও কার্বন নিঃসরণ কমাতেও সহায়তা করবে।

বাস এন্ড লোকাল ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার সাইমন লাইটউড বলেন, "আমরা টাওয়ার হ্যামলেটসকে বৈদ্যুতিক পরিবহন ব্যবস্থায় রূপান্তরে সহায়তা করছি। ১ হাজার ৫০০টির বেশি ফাস্ট চার্জার স্থাপনের জন্য ১ দশমিক ২ মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি বিনিয়োগের একটি বড় অংশ বরাদ্দ করা হয়েছে, যা বাসিন্দাদের বৈদ্যুতিক যানবাহনে রূপান্তরের ক্ষেত্রে আরও আত্মবিশ্বাসী করবে।"

"চার্জিং সুবিধার প্রাপ্যতা বৈদ্যুতিক যানবাহন ব্যবহারের অন্যতম প্রধান বাধা। এজন্য আমরা চার্জিং অবকাঠামো দ্রুত সম্প্রসারণে ৬০০ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ করেছি এবং ইলেকট্রিক কার গ্রান্টের মাধ্যমে ১ লাখ ৯০ হাজারের বেশি চালককে নতুন ইভি কেনায় সর্বোচ্চ ৩ হাজার ৭৫০ পাউন্ড পর্যন্ত সাশ্রয় করতে সহায়তা করেছি।"

টোটাল এনার্জিস চার্জিং সল্যুশনস ইউকের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর রবার্ট ফেনেক বলেন, "এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের জন্য টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল আমাদের নির্বাচন করায় আমরা গর্বিত। লন্ডনে ৩ হাজার ২০০টির বেশি চার্জিং পয়েন্ট পরিচালনার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আমরা রাজধানীর অন্যতম উচ্চাভিলাষী চার্জিং অবকাঠামো কর্মসূচি বাস্তবায়নে অবদান রাখব।"

এনভায়রনমেন্ট এন্ড ক্লাইমেট ইমার্জেন্সি বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর শাফি আহমেদ বলেন, "এই প্রকল্প বাস্তবায়নে আমরা লন্ডনে নেতৃত্ব দিচ্ছি বলে গর্বিত। বিনিয়োগ নিশ্চিত করা এবং টোটালএনার্জিসকে অংশীদার হিসেবে নিয়োগের মাধ্যমে দেশের অন্যতম বৃহৎ স্থানীয় চার্জিং নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার পথে আমরা আরেকটি বড় পদক্ষেপ নিয়েছি।"

"আমি আশা করি এই নতুন চার্জিং পয়েন্টগুলো বাসিন্দাদের বৈদ্যুতিক যানবাহন ব্যবহারে আরও আস্থা জোগাবে, একই সঙ্গে বায়ুর মান উন্নত করতে এবং কার্বন নিঃসরণ কমাতে সহায়তা করবে।"

এই কর্মসূচি কাউন্সিলের নিজস্ব যানবাহন বহরকে ধীরে ধীরে বিদ্যুতায়িত করার বৃহত্তর পরিকল্পনাকেও সমর্থন করবে এবং জলবায়ু বিষয়ক অঙ্গীকার পূরণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বেথনাল গ্রীনে ৯৯টি নতুন বাড়ি ও আইডিয়া স্টোর এবং ওয়ান স্টপ শপ নির্মাণের সিদ্ধান্ত

টাওয়ার হ্যামলেটস বারার বেথনাল গ্রীন এলাকায় ৯৯টি নতুন বাড়ি নির্মাণ এবং নতুন আইডিয়া স্টোর ও একটি ওয়ান স্টপ শপ স্থাপনের পরিকল্পনা আরো একধাপ এগিয়ে গেছে। কাউন্সিলের ডেভেলপমেন্ট কমিটি দুটি প্রকল্পের জন্য পরিকল্পনা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রস্তাবিত ৯৯টি বাড়ির মধ্যে ৫৭টি হবে সামাজিক ভাড়া বা সোশ্যাল রেন্টের জন্য। প্রকল্প দুটি সাবেক বেথনাল গ্রীন প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার এবং টমলিনসন ক্লোজ এলাকায় বাস্তবায়িত হবে। এগুলো মেয়রস্ অ্যাক্সেলারেটেড হাউজিং প্রোগ্রাম-এর অংশ, যার লক্ষ্য হলো বারাজুড়ে আরও বেশি সোশ্যাল রেন্ট ও পরিবার উপযোগী ঘর-বাড়ি নির্মাণ করা।

বেথনাল গ্রীন রোডের সাবেক প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার এলাকায় ৪৪টি নতুন বাড়ি নির্মাণ করা হবে, যার মধ্যে ২৪টি সোশ্যাল রেন্টের জন্য বরাদ্দ থাকবে। এছাড়া ঐতিহাসিক ভিক্টোরিয়ান স্কুল ভবনটি সংরক্ষণ ও সংস্কার করে সেখানে একটি নতুন



আইডিয়া স্টোর এবং ওয়ান স্টপ শপ গড়ে তোলা হবে। বাসিন্দারা এখান থেকে শিক্ষা, তথ্য ও কাউন্সিলের বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। এছাড়া শিশুদের খেলার স্থানসহ একটি সবুজ মাঠ তৈরি করা হবে। অন্যদিকে টমলিনসন ক্লোজের দুটি ভবনের মাধ্যমে ৫৫টি নতুন বাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে, যার মধ্যে ৩৩টি হবে সোশ্যাল রেন্টের জন্য। প্রকল্পের অংশ হিসেবে ২ থেকে ২০ নম্বর টমলিনসন ক্লোজের বিদ্যমান বাড়িগুলো পুনর্নির্মাণ করা হবে। পাশাপাশি নতুন ল্যান্ডস্কেপিং, যৌথ খোলা স্থানের উন্নয়ন এবং অ্যালটমেন্ট এলাকার পুনর্বিন্যাস করা হবে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "টাওয়ার হ্যামলেটসের পরিবারগুলোর জন্য আরও সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ি প্রয়োজন। এই দুটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সোশ্যাল রেন্টের জন্য ৫৭টি নতুন বাড়ি এবং বেথনাল গ্রীনে একটি নতুন আইডিয়া স্টোর প্রতিষ্ঠিত হবে, যা বাসিন্দাদের পড়াশোনা, শেখা এবং স্থানীয় সেবা গ্রহণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।"



প্রবীণদের জন্য ভ্রমণ কর্মসূচি চালু করছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল

প্রবীণ বাসিন্দাদের একাকীত্ব কমানো, মানসিক সুস্থতা বাড়ানো এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করতে নতুন ভ্রমণ কর্মসূচি চালুর প্রস্তাব করেছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল। 'বিনোস' নামের এ কর্মসূচির আওতায় সারা বছর বিভিন্ন সময়ে প্রবীণদের জন্য সমুদ্রসৈকত, পার্ক ও উদ্যান, জাদুঘর, আর্ট গ্যালারি এবং সাংস্কৃতিক স্থানে ভ্রমণের আয়োজন করা হবে।



এ কর্মসূচির জন্য ৫০ হাজার পাউন্ড বিনিয়োগ করেছে কাউন্সিল। এমন সময়ে উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে, যখন বারার অনেক প্রবীণ বাসিন্দা আর্থিক সংকটের পাশাপাশি সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মুখোমুখি হচ্ছেন।

তথ্য অনুযায়ী, প্রবীণদের আয়সংক্রান্ত বঞ্চনার ক্ষেত্রে টাওয়ার হ্যামলেটস ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বঞ্চিত লোকাল অথরিটি এলাকা। বারার ৬১ শতাংশ প্রবীণ বাসিন্দা আয়-বঞ্চিত পরিবারে বসবাস করেন। পরিবহন, বিনোদন ও বিভিন্ন স্থানে প্রবেশমূল্যের ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় অনেকের পক্ষে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।

প্রস্তাবিত কর্মসূচির আওতায় স্বেচ্ছাসেবী, কমিউনিটি ও ধর্মীয় সংগঠনগুলোকে প্রবীণদের জন্য ভ্রমণ ও বিনোদনমূলক কার্যক্রম আয়োজনের জন্য তহবিলের আবেদন করতে আহ্বান জানানো হবে। এর মাধ্যমে বারার বিভিন্ন কমিউনিটির প্রবীণদের কাছে কর্মসূচির সুবিধা পৌঁছে দেওয়া সহজ হবে। পাশাপাশি কাউন্সিল নিজস্ব উদ্যোগে কিছু ভ্রমণ আয়োজনের জন্য ১০ হাজার পাউন্ড ব্যয় করবে। চলাফেরায় অসুবিধা রয়েছে কিংবা অতিরিক্ত পরিচর্যার প্রয়োজন এমন প্রবীণদের জন্যও বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা রাখা হবে।

'বিনোস' কর্মসূচি কাউন্সিলের দারিদ্র্য ও বৈষম্য মোকাবিলার বৃহত্তর উদ্যোগের অংশ। সম্প্রতি আর্থিক সংকটে থাকা বাসিন্দাদের সহায়তা, পারিবারিক আয় বৃদ্ধি এবং কমিউনিটির সক্ষমতা জোরদারে ৭ মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিয়োগ পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে কাউন্সিল।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, বয়স বাড়ার কারণে কেউ যেন নিজের কমিউনিটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়েন, সেটি নিশ্চিত করা জরুরি। অনেক প্রবীণ বাসিন্দা বাইরে বের হওয়া ও আনন্দদায়ক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে নানা বাধার মুখে পড়েন। সমুদ্রতীরে যাওয়া, জাদুঘর ঘুরে দেখা কিংবা অন্যদের সঙ্গে সময় কাটানোর মতো সাধারণ বিষয়ও অনেকের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

তিনি বলেন, 'বিনোস' কর্মসূচি নতুন সুযোগ, বন্ধুত্ব ও স্মৃতি তৈরির উদ্যোগ। এটি দারিদ্র্য মোকাবিলা, সুস্থতা বৃদ্ধি এবং বাসিন্দাদের আরও সুখী, স্বাস্থ্যকর ও সামাজিকভাবে সংযুক্ত জীবন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতির আরেকটি উদাহরণ।

কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র ও বৈষম্য এবং জীবনযাত্রার ব্যয় মোকাবিলাবিষয়ক ক্যাবিনেট সদস্য কাউন্সিলর মাইয়ুম তালুকদার বলেন, দারিদ্র্য ও একাকীত্ব প্রায়ই একসঙ্গে চলে। অনেক প্রবীণ সীমিত আয়ে জীবনযাপন করেন এবং খরচের কারণে সামাজিক কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

হোয়াইটচ্যাপেল আইডিয়া স্টোর আধুনিকায়নের উদ্যোগ

১০ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগের ঘোষণা

দেশ ডেস্ক, ২৭ নভেম্বর ২০২৬: যুক্তরাজ্যের টাওয়ার হ্যামলেটসের হোয়াইটচ্যাপেল আইডিয়া স্টোর আধুনিকায়নে প্রায় ১০ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে কাউন্সিল। শিক্ষা, শিল্পকলা, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন কাউন্সিল সেবাকে একই ছাদের নিচে নিয়ে এসে আইডিয়া স্টোরটিকে আধুনিক ও বহুমুখী কমিউনিটি কেন্দ্রে রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই সংস্কার প্রকল্পের মাধ্যমে বারার অন্যতম ব্যস্ত কমিউনিটি কেন্দ্রটির দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার পাশাপাশি বাসিন্দাদের জন্য নতুন সুযোগ-সুবিধা তৈরি করা হবে। বর্তমানে প্রতিবছর প্রায় ৪ লাখ ৪২ হাজার মানুষ এই কেন্দ্রের বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করেন।

গত ১২ নভেম্বর কাউন্সিলের ক্যাবিনেট সভায় অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী, ভবনটিতে ব্যাপক সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা হবে। এতে বাসিন্দাদের শিক্ষা, সৃজনশীল কর্মকাণ্ড, বিভিন্ন সেবা গ্রহণ ও সামাজিক যোগাযোগের জন্য আরও উন্নত পরিবেশ এবং অতিরিক্ত স্থান তৈরি হবে।

পরিকল্পনার আওতায় আইডিয়া স্টোরে নতুন ওয়ান স্টপ শপ এবং সম্প্রসারিত রেসিডেন্টস হাব চালু করা হবে। এর মাধ্যমে বাসিন্দারা কাউন্সিল ট্যাক্স, বেনিফিট, পার্কিং ও সামাজিক সেবাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সরাসরি সহায়তা ও পরামর্শ পাবেন। পাশাপাশি বিদ্যমান লাইব্রেরি ও শিক্ষা কার্যক্রমও চালু থাকবে।



বর্তমানে শ্যাডওয়েল সেন্টারে পরিচালিত শিল্পকলা ও প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম হোয়াইটচ্যাপেল আইডিয়া স্টোরে স্থানান্তর করা হবে। এ জন্য নতুন বিশেষায়িত শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষার স্থান তৈরি করা হবে। ফলে কেন্দ্রটি শিল্পকলা ও প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে।

সংস্কার প্রকল্পে ভবনটির হিটিং, কুলিং ও বাতাস চলাচল ব্যবস্থা এবং জ্বালানি-সাশ্রয়ী আলোকসজ্জা আধুনিকায়ন, ছাদ ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নবায়ন, প্রবেশপথ বাড়াতে লিফটের উন্নয়ন, নতুন বিশেষায়িত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে নতুন রিটেইল ইউনিট ও ক্যাফে চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।

পাশাপাশি হোয়াইটচ্যাপেল রোডের সঙ্গে ভবনের সংযোগ উন্নত করতে বাইরের এসকেলেটর অপসারণ এবং ভবনের জ্বালানি দক্ষতা ও জীববৈচিত্র্য উন্নয়ন করা হবে।

নতুন বাণিজ্যিক ইউনিটগুলো স্থানীয় ব্যবসার জন্য সুযোগ তৈরি করবে। এসব ইউনিট থেকে প্রাপ্ত ভাড়া ভবনটির দীর্ঘমেয়াদি পরিচালন ব্যয় নির্বাহে সহায়তা করবে বলে কাউন্সিল জানিয়েছে।





সিলেটে ছোট বোন শাহ আছমা'র সংবাদ সম্মেলন

যুক্তরাজ্যপ্রবাসী শফি হত্যার দ্রুত বিচারে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা

যুক্তরাজ্য প্রবাসী সিলেট নগরীর চৌকিদেখী এলাকার বাসিন্দা শাহ বুরহান উদ্দিন শফি হত্যাকাণ্ডের দ্রুত বিচার সম্পন্ন করে জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছে তার পরিবার। এ ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন স্বজনরা।

গত রোববার (২২ নভেম্বর) নগরীর জিন্দাবাজার এলাকার রেস্টুরেন্টে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। নিহতের ছোট বোন শাহ আছমা জাহান লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন নিহতের মা জাহানারা বেগম, বড় ভাই আনসার মিয়া, ছোট ভাই যুক্তরাজ্য প্রবাসী শাহ সালাহ উদ্দিন মিছবাহ, চাচা আমির হোসেন ও হিরা মিয়াসহ পরিবারের সদস্য, স্বজন এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

লিখিত বক্তব্যে শাহ আছমা জাহান জানান, গত ২৮ জানুয়ারি যুক্তরাজ্য থেকে দেশে ফেরেন তার বড় ভাই শাহ বুরহান উদ্দিন শফি। ৩০ জানুয়ারি সিলেট নগরীর চৌকিদেখী ১ নম্বর গলির নিজ বাসা থেকে কুলাউড়ায় যাওয়ার কথা বলে বের হওয়ার পর তিনি নিখোঁজ হন। পরদিন ৩১ জানুয়ারি এ ঘটনায় সিলেটের এয়ারপোর্ট থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন তিনি।

নিখোঁজের চার দিন পর ৩ ফেব্রুয়ারি জকিগঞ্জ উপজেলার সুলতানপুর ইউনিয়নের কোনারবন্দ হাওর থেকে



শফির আগুনে পোড়া মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মরদেহের গলায় দড়ি প্যাঁচানো ছিল। এ ঘটনায় নিহতের বোন বাদী হয়ে জকিগঞ্জ থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলার তদন্তের ধারাবাহিকতায় গত ২০ ফেব্রুয়ারি প্রধান আসামি সৈয়দ মেহরাজ উজ সামাদ ওরফে শোভন, দ্বিতীয় আসামি মো. সাব্বির আহমদ এবং চতুর্থ আসামি তাহিরুল হককে গ্রেপ্তার করে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। দীর্ঘ নয় মাস পলাতক থাকার পর মামলার অন্যতম আসামি আব্দুল মুহিত মায়েদ গত ৩ নভেম্বর জকিগঞ্জ আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। আদালত তার জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। বর্তমানে মামলাটি বিচারাধীন রয়েছে।

শাহ আছমা জাহান বলেন, প্রায় সাড়ে চার বছর আগে তাদের বাবা মারা যাওয়ার পর বড় ভাই বুরহান উদ্দিন শফিই ছিলেন পরিবারের অভিভাবক। বাবার মতোই তিনি ভাই-বোনদের আগলে রেখেছিলেন। সেই ভাইকে হারিয়ে তাদের মা, ভাবি, সন্তানসহ পরিবারের সবাই গভীর শোকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

তিনি বলেন, কোনো শাস্তিই তার ভাইকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না, মায়ের বুকের শূন্যতাও পূরণ হবে না। তবুও তারা ন্যায়বিচার চান। হত্যাকাণ্ডে জড়িত প্রত্যেকের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এ ধরনের নৃশংস অপরাধ করার সাহস না পায়।

প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে তিনি বলেন, তারেক রহমান দীর্ঘদিন যুক্তরাজ্যে অবস্থান করেছেন। তাই প্রবাসীদের জীবন ও সংগ্রাম সম্পর্কে তিনি অবগত রয়েছেন বলে তাদের বিশ্বাস। প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাদের প্রত্যাশা, তিনি পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে হত্যাকাণ্ডের দ্রুত ও সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবেন।

এ ছাড়া সিলেট-১ আসনের সংসদ সদস্য ও শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক এবং সুনামগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য এম কয়সর আহমদদের প্রতিও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সহযোগিতার আবেদন জানান তিনি।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের বাসার গেটে আগুন দেওয়ার চেষ্টা



সিলেট প্রতিনিধি, ২৭ নভেম্বর ২০২৬ : পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের সিলেটের পারিবারিক বাসার প্রধান গেটে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করেছে দুর্বৃত্তরা। গত শুক্রবার (২০ নভেম্বর) ভোররাত ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে নগরের দাঁড়িয়াপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তবে এতে কেউ হতাহত হননি, বাসারও কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। প্রতিমন্ত্রীর সিলেট সফরের কয়েক ঘণ্টা আগে এ ঘটনা ঘটে। এদিকে সিলেট নগরীর দাড়িয়াপাড়া এলাকায় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের বাসভবনের ফটকে আগুন দেওয়ার ঘটনায় দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দাঁড়িয়াপাড়ার ওই বাসায় প্রতিমন্ত্রীর চাচা ও পরিবারের অন্য সদস্যরা বসবাস করেন। হুমায়ুন কবির সিলেট সফরে এলে সাধারণত সেখানেই অবস্থান করেন। শুক্রবার বিকালে তার সিলেটে আসার কর্মসূচি ছিল। ঘটনার সময় বাসার ভেতরে পরিবারের সদস্যরা অবস্থান করছিলেন।

স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার দাবি, দুর্বৃত্তরা বাসার সামনে পেট্রলবোমা নিক্ষেপ করেছিল। তবে পুলিশ প্রাথমিকভাবে জানিয়েছে, কাপড় বা কাগজজাতীয় বস্তুতে আগুন ধরিয়ে বাসার প্রধান ফটকে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

সিলেট মহানগর পুলিশের (এসএমপি) উপকমিশনার ও গণমাধ্যম কর্মকর্তা (ডিসি সিটিএসবি) মো. আফজাল হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, 'শুক্রবার ভোররাত ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে টুকরা কাপড় বা কাগজজাতীয় কিছুতে আগুন ধরিয়ে বাসার সামনের গেটে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তবে এতে কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। পুলিশ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করছে। ইতোমধ্যে ঘটনাস্থল ও আশপাশের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব ফুটেজ পর্যালোচনা করে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।'

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে প্রতিমন্ত্রীর পারিবারিক বাসাটি পরিদর্শন করেন সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও মহানগর বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রেজাউল হাসান কয়েস লোদী।

পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'এখানে কোনো আগুন লাগেনি, ঘরের ভেতরেও কেউ প্রবেশ করেনি। এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় দুর্বৃত্তরা বোমাসদৃশ কিছু একটা ছুড়ে ফেলে পালিয়ে গেছে। এসব দুর্বৃত্ত ছিঁচকে চোরের মতো, তাদের কোনো সাহস নেই। এ ধরনের চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে দেশের অগ্রগতি কোনোভাবেই ঠেকানো যাবে না।'

গ্রেপ্তাররা হলেন- বরিশালের আগৈলঝড়া উপজেলার আসকর কালীবাড়ি এলাকার মকুল বাড়ইয়ের ছেলে অপূর্ব বাড়ই (২১) এবং সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার বলনপুর গ্রামের বিনয় সরকারের ছেলে দুর্জয় সরকার (২১)। দুজন দাড়িয়াপাড়ায় বসবাস করেন।

পুলিশ জানায়, শুক্রবার রাত পৌনে ৩টার দিকে প্রতিমন্ত্রীর বাসভবনের ফটকে পেট্রোল বা কেরোসিন দিয়ে আগুন দেওয়া হয়। পরে সিসিটিভি ভিডিও বিশ্লেষণ ও স্থানীয় লোকজনের মাধ্যমে তাদের শনাক্ত করা হয়। শনিবার অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

উপ-কমিশনার (গণমাধ্যম) আফজাল হোসেন বলেন, প্রাথমিক তদন্তে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় তাদের সংশ্লিষ্টতার তথ্য পাওয়া গেছে। তাদের ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়।

সিলেটে ২৬২ বস্তা চাল লুট, ২৫ জন কারাগারে

সিলেট প্রতিনিধি, ২৭ নভেম্বর ২০২৬ : সিলেটে মিলারের ২৬২ বস্তা চাল লুটের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় ২৫ আসামির জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। গত মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) দুপুরে সিলেটের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তৃতীয়



আদালতের বিচারক সুদীপ্ত তালুকদার এ আদেশ দেন।

আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করলে শুনানি শেষে তাদের জামিন নামঞ্জুর করা হয়। পরে আদালতের নির্দেশে আসামিদের কারাগারে পাঠানো হয়।

কারাগারে পাঠানো আসামিরা হলেন মো. আবুল হোসেন খান (৫০), বিলাল আহমদ (৪০), মোস্তফা উদ্দিন (৩৫), লোকমান মিয়া (৩৭), মইয়ব আলী (৪৫), নাজির আহমদ (৩০), ছলু মিয়া (আব্দুছ সালাম) (৪২), আহমদ আলী বলাই (আলী আহমদ) (২৮), হানাই মিয়া (আব্দুল হান্নান) (৪০), হোছন মিয়া (৩৭), একজন, আব্দুল কাইয়ুম (৩৭), শামীম আহমদ (৩৭), আব্দুল বাছিত (৩০), নোমান উদ্দিন চৌধুরী (৪৫), মো. জামিল আহমদ (৩০), মো. আব্দুস শুকুর (৪৫), আ. মুমিন (৩০), মো. নিজাম উদ্দিন (৩৫), সুজন আহমদ (৩০), দেলোয়ার হোসেন (২৯), বিপ্লব আহমদ (২৮), রাহেল আহমদ (২৬), আব্দুর রহিম (৪৫) ও ইসলাম উদ্দিন (৩৬)।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২০ সালে করোনাকালীন সময়ে সরকারের তালিকাভুক্ত মিলার মেসার্স মেঘনা অটোরাইস মিলের ২৬২ বস্তা চাল লুট করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে আসামিদের বিরুদ্ধে। ওই সময় করোনা পরিস্থিতির কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে খাদ্যসংকট ও আর্থিক অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে চাল লুটের এ ঘটনায় মিলের মালিক শফিকুল ইসলাম শফিক বাদী হয়ে সিলেটের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তৃতীয় আদালতে মামলা করেন।

মামলাটি তদন্তের দায়িত্ব পায় পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (পিবিআই)। তদন্ত শেষে সংস্থাটি ৩০ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে। এরই ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার ২৫ জন আসামি আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন। আদালত তাদের আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মামলার বাদীপক্ষের আইনজীবী আব্দুল মুকিত অপি বলেন, করোনাকালীন কঠিন সময়ে আসামিরা চাল লুটপাট করেন। ওই সময় মানুষের খাদ্যের সংকট ছিল। এমন পরিস্থিতিতে চাল লুটের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। আদালত আসামিদের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

সিলেটে ছাত্রলীগ নেতা ছিনতাইয়ের ঘটনায় মামলা, বিএনপি নেতা আসামি



সিলেট প্রতিনিধি, ২৭ নভেম্বর ২০২৬ : সিলেটের কানাইঘাটে পুলিশের কাছ থেকে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের দুই নেতাকে ছিনিয়ে নেওয়া এবং সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে বহিষ্কৃত বিএনপি নেতা আফসর আহমদসহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের ৩০ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

এ মামলায় অজ্ঞাতনামা আরও ১৫০ থেকে ১৭০ জনকে আসামি করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে এলাকায় উত্তেজনা ও রাজনৈতিক অঙ্গনে নানা আলোচনা চলছে।

গত সোমবার (২৩ নভেম্বর) রাতে কানাইঘাট থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নিয়াজ মোহাম্মদ শরীফ বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ৩০ নেতাকর্মীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে, পলাতক আসামিদের গ্রেফতারে বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) শহিদুর রহমান।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত রবিবার (২২ নভেম্বর) রাতে কানাইঘাট উপজেলার লক্ষীপ্রসাদ পূর্ব ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী মুলাগুল বাজারে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় পুলিশের ওপর চড়াও হয়ে স্থানীয় সাউদগ্রামের মৃত আব্দুল হকের ছেলে শাহিদ রানা ও ছাত্রলীগ নেতা সাদেক আহমদকে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে।

এ ঘটনায় আওয়ামী লীগকে সহযোগিতার অভিযোগে উপজেলা বিএনপির সদস্য ও লক্ষীপ্রসাদ পূর্ব ইউনিয়ন বিএনপির সহসভাপতি আফসর হোসেনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, ঘটনার দিন নিজের দলবল নিয়ে পুলিশের কাছ থেকে তাঁর ছোট ভাই জেলা ছাত্রলীগের সদস্য শাহিদ রানা এবং নিকটাত্মীয় ছাত্রলীগ নেতা সাদেক আহমদকে ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় তিনি জড়িত ছিলেন।

আফসর হোসেনকে বহিষ্কারের ঘটনায় স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীরা জেলা নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তবে বহিষ্কৃত আফসর আহমদ তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। নিজের ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে তিনি দাবি করেন, ঘটনার সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পৃক্ততা নেই; বরং তিনি পুলিশকে সহযোগিতা করেছেন। একই সঙ্গে অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্তের দাবিও জানিয়েছেন তিনি।

মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে কানাইঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, 'নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের দুই নেতাকে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া এবং সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করেছে। মামলার আসামিদের গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।'

সৌদির সবচেয়ে উঁচু ভবনে আবারও হামলা



দেশ ডেস্ক, ২৭ নভেম্বর ২০২৬ : সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে দেশটির সবচেয়ে উঁচু ভবনে আবারও হামলা চালিয়েছে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা। কয়েক দিনের ব্যবধানে একই স্থাপনায় দ্বিতীয়বারের মতো হামলার ঘটনায় অন্তত ১১ জন আহত হয়েছেন। হামলার লক্ষ্যবস্তু হওয়া ভবনটিতে রয়েছে সৌদি আরবের সার্বভৌম সম্পদ তহবিল পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের (পিআইএফ) সদর দপ্তর। মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) এই হামলা মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাতকে নতুন করে উদ্বেগের মুখে ফেলেছে। বিশেষ করে সৌদি আরবের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্থাপনাগুলোতে ধারাবাহিক হামলার ঘটনায় দেশটির নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

সৌদি আরবের সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষ হামলায় ১১ জন আহত হওয়ার তথ্য নিশ্চিত করেছে। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের একটি ছবিও প্রকাশ করেছে তারা। ছবিতে ভবনটির মাঝামাঝি অংশের সম্মুখভাগে ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন দেখা যায়।

এর আগে গত ১৯ নভেম্বর একই ভবনে হামলা চালিয়েছিল হুথিরা। তবে ওই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। দুই হামলার ক্ষয়ক্ষতির ধরনে কিছুটা মিল রয়েছে বলে প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে। তবে সর্বশেষ হামলায় ভবনটির ঠিক কতটা ক্ষতি হয়েছে, তাৎক্ষণিকভাবে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট জানিয়েছে, রিয়াদের আর্থিক অঞ্চলে অবস্থিত একটি সুউচ্চ ভবনকে সন্ত্রাসী হামলার লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। তবে হামলার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেনি জোটটি।

ইয়েমেনের রাজধানী সানা-সহ দেশটির পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে হুথি বিদ্রোহীরা। গত জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধের প্রভাবে ইয়েমেনের স্থগিত থাকা গৃহযুদ্ধ নতুন করে তীব্র হয়ে ওঠে। এরপর থেকে সৌদি আরবের বিমানবন্দর, তেল অবকাঠামো এবং বিভিন্ন দপ্তর ও বাণিজ্যিক ভবনে হামলা চালিয়ে আসছে গোষ্ঠীটি।

হিজাব ছাড়া কনসার্টে গান, ইরানি সংগীতশিল্পীকে ৭৪ বার বেত্রাঘাত

দেশ ডেস্ক, ২৭ নভেম্বর ২০২৬ : হিজাব ছাড়া কনসার্টে গান পরিবেশনের দায়ে ইরানি সংগীতশিল্পী পারাস্তু আহমাদি ও তার দলের চার সদস্যকে ৭৪ বার করে বেত্রাঘাত করা হয়েছে। জনসমক্ষে নারীদের পোশাকবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে দেওয়া এ শাস্তি ইরানে হিজাব আইন আরও কঠোরভাবে কার্যকরের সরকারি অবস্থানের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

সোমবার (২৩ নভেম্বর) সংগীতশিল্পী ও তার সহযোগীদের আইনজীবী এ তথ্য জানান। খবর আল মনিটরের। প্রতিবেদনে বলা হয়, ইরানের সংস্কারপন্থি সংবাদমাধ্যম এমতেদাদ আইনজীবী মোস্তফা নিলির বরাত দিয়ে জানিয়েছে, পারাস্তু আহমাদি ও তার চার সহযোগী প্রত্যেককে ৭৪ বার করে বেত্রাঘাত করা হয়েছে। জনসমক্ষে অশালীন আচরণ এবং অনলাইনে অশ্লীল ও অনৈতিক বিষয়বস্তু প্রকাশের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তাদের এ শাস্তি দেওয়া হয়।

আইনজীবী দলের এক সদস্য জানিয়েছেন, আহমাদি, কনসার্টে অংশ নেওয়া তিন সংগীতশিল্পী এবং গায়িকার প্রযোজককে পবিত্র নগরী কোমে এ শাস্তি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তাদের ওপর দুই বছরের ভ্রমণ এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করা হয়েছে।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে কোম শহরে হিজাব ছাড়াই একটি কনসার্টে অংশ নেন ২৯ বছর বয়সী পারাস্তু আহমাদি। সে সময় তার পরনে ছিল হাতাকাটা পোশাক। কনসার্টে তিনি ঐতিহ্যবাহী ইরানি গান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানটির ভিডিও এখনো তার ইউটিউব চ্যানেলে রয়েছে, যা ৩৩ লাখের বেশি বার দেখা হয়েছে। বর্তমানে তার চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা ৭৭ হাজারের বেশি।

কনসার্টের পরপরই ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তবে অল্প সময়ের মধ্যেই মুক্তি পান তিনি। পরে গত জুনে তাকে প্রথম দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং সেপ্টেম্বরে সেই রায় বহাল রাখা হয়।

১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর থেকেই ইরানে জনসমক্ষে নারীদের চুল ঢেকে রাখা এবং ঢিলেঢালা পোশাক পরা আইনত বাধ্যতামূলক। তবে আইনটির প্রয়োগ সব সময় সমান কঠোর ছিল না। বিশেষ করে ২০২২ সালের পর থেকে দেশটিতে হিজাববিধি অমান্য করে নারীদের জনসমক্ষে চলাচলের প্রবণতা বেড়েছে। রাজধানী তেহরানসহ বিভিন্ন শহরে অনেক নারীকে হিজাব ছাড়াই চলাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। ২০২২ সালে যথাযথভাবে হিজাব না পরার অভিযোগে গ্রেফতারের পর পুলিশি হেফাজতে এক তরুণীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ইরানজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এরপর থেকে হিজাব আইন নিয়ে সরকারের সঙ্গে সাধারণ মানুষের বিরোধ আরও প্রকাশ্য হয়ে ওঠে। সামাজিক মাধ্যমেও অনেক নারী হিজাব ছাড়া নিজেদের ছবি প্রকাশ করছেন।

প্রিন্স উইলিয়াম ও স্ত্রী কেট মিডলটন ব্রিটিশ রাজপরিবার সদস্যের বাড়িতে চুরি, গ্রেফতার ২



দেশ ডেস্ক, ২৭ নভেম্বর ২০২৬ : ব্রিটিশ রাজপরিবারের সদস্য প্রিন্স উইলিয়াম ও তার স্ত্রী কেট মিডলটনের অবকাশযাপনের বাড়িতে অনুপ্রবেশের ঘটনায় দুইজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। চুরি ও অবৈধভাবে প্রবেশের সন্দেহে মঙ্গলবার তাদের গ্রেফতার করা হয়।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইংল্যান্ডের পূর্বাঞ্চলীয় নরফোক কাউন্টিতে রাজপরিবারের স্যান্ড্রিংহাম এস্টেটে সোমবার রাতে সন্দেহজনক কর্মকাণ্ডের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। ওই সম্পত্তিতে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। তবে ঘটনার সময় বাড়িটিতে কেউ ছিলেন না।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য সান প্রথম জানায়, উইলিয়াম ও কেটের আনমার হল নামের বাড়িতে চুরির ঘটনা তদন্ত করছে পুলিশ। ১০ শয়নকক্ষের এই বাড়িটি ২০১১ সালে বিয়ের উপহার হিসেবে প্রয়াত রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ তাদের দিয়েছিলেন।

বাড়িটি মূলত ছুটি কাটানো ও স্বল্প সময়ের অবকাশযাপনের জন্য ব্যবহার করেন উইলিয়াম ও কেট। তবে তাদের স্থায়ী বাসস্থান লন্ডনের পশ্চিমে উইন্ডসর ক্যাসেল এস্টেটে।

এ ঘটনায় প্রিন্স উইলিয়ামের এক মুখপাত্র নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এদিকে, ঘটনাটি এমন সময়ে সামনে এল, যখন প্রিন্স উইলিয়াম ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছিলেন। ব্রিটিশ রাজপরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক আয়োজনে রাজনৈতিক নেতা ও সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেও ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে তাদের যাতায়াত তুলনামূলকভাবে কম।

উল্লেখ্য, ১৭৩৫ সাল থেকে ১০ ডাউনিং স্ট্রিট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন ও কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ১৯৫৫ সালে প্রয়াত রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ সেখানে উইনস্টন চার্চিলের সঙ্গে নৈশভোজে অংশ নেন। ২০১২ সালে নিজের সিংহাসনে আরোহণের হীরকজয়ন্তী উপলক্ষে তিনি সেখানে মন্ত্রিসভার বৈঠকেও যোগ দেন।



শূকরের কিডনি নিয়ে বেঁচে থাকার রেকর্ড



দেশ ডেস্ক, ২৭ নভেম্বর ২০২৬ : জিনগতভাবে পরিবর্তিত শূকরের কিডনি প্রতিস্থাপনের পর এক বছর ধরে সুস্থ আছেন যুক্তরাষ্ট্রের ৫৮ বছর বয়সী মলি ফ্যালকো। এর মধ্য দিয়ে শূকরের কিডনি প্রতিস্থাপনের পর সবচেয়ে বেশিদিন বেঁচে থাকার রেকর্ড গড়েছেন দুই সন্তানের এ মা।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে নতুন সম্ভাবনার পাশাপাশি অঙ্গ প্রতিস্থাপনের সংকট মোকাবেলায় এই ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

২০২৫ সালের ২২ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালে তার শরীরে অস্ত্রোপচার করা হয়। হাসপাতালটির তথ্য অনুযায়ী, শৈশবে শনাক্ত হওয়া একটি রোগের কারণে ফ্যালকোর কিডনি বিকল হয়ে যায়। ২০২৪ সাল থেকে কিডনি রোগের শেষ পর্যায়ে পৌঁছানোর পর তাকে প্রায় ১১ মাস ডায়ালাইসিস নিতে হয়েছিল।

ফ্যালকো জানান, ডায়ালাইসিস থেকে মুক্তি পেতে তিনি প্রতিস্থাপনের সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। অস্ত্রোপচারের প্রস্তাব পাওয়ার পরপরই তিনি রাজি হয়ে যান। চিকিৎসা নিয়ে তার কোনো ভয় বা উদ্বেগ ছিল না বলেও জানান তিনি।

অস্ত্রোপচারের এক বছর পর নিজের শারীরিক অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট ফ্যালকো।

তিনি বলেন, এখন বেশ ভালো আছেন এবং অসুস্থ বোধ করছেন না। তবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ওষুধ সেবন করতে হচ্ছে তাকে। এ কারণে বাইরে গেলে মাস্ক পরাসহ বিভিন্ন সতর্কতা মেনে চলেন। তার আশা, শীতকালে সন্তানদের সঙ্গে স্কি করতে পারবেন এবং আগের চেয়ে বেশি সক্রিয় জীবনযাপন করতে পারবেন।

ফ্যালকোর শরীরে প্রতিস্থাপিত কিডনিটি তৈরি করেছে জৈবপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ইজেনেসিস।

প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাইকেল কার্টিস এই ঘটনাকে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার মতে, জিনগতভাবে পরিবর্তিত প্রাণীর অঙ্গ মানুষের শরীরে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে অঙ্গের সংকট কমানোর নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে।

ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের কিডনি প্রতিস্থাপন বিভাগের চিকিৎসক লিওনার্দো ভি. রিয়েলা বলেন, কয়েক বছর আগেও জিনগতভাবে পরিবর্তিত শূকরের কিডনি মানুষের শরীরে কাজ করবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। এখন গবেষকদের লক্ষ্য হলো এই কিডনি কতদিন কার্যকর রাখা যায়, তা খুঁজে বের করা।

চিকিৎসকদের চূড়ান্ত লক্ষ্য, জিনগতভাবে পরিবর্তিত প্রাণীর অঙ্গ প্রতিস্থাপনকে ডায়ালাইসিসের নিরাপদ ও দীর্ঘমেয়াদি বিকল্প হিসেবে গড়ে তোলা। এতে কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষায় থাকা রোগীরা উপকৃত হতে পারেন।

নরকের প্রবেশদ্বার দেখেছিলেন পোপ



দেশ ডেস্ক, ২৭ নভেম্বর ২০২৬ : প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস দুই বছর ধরে গভীর আধ্যাত্মিক সংকটের মধ্য দিয়ে গেছেন। এ সময় তিনি শয়তান ও নরকের প্রবেশদ্বার দেখার অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্তিগত ডায়েরিতে লিখেছিলেন। সম্প্রতি প্রকাশিত তার ডায়েরিতে উঠে এসেছে এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য।

দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) প্রকাশিত ১৬০ পৃষ্ঠার 'দ্য প্রাইভেট ডায়েরি অব পোপ ফ্রান্সিস' বইয়ে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

পোপের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও ভ্যাটিকানের ধর্মতত্ত্ববিষয়ক দপ্তরের প্রধান কার্ডিনাল ভিক্টর ম্যানুয়েল ফার্নান্দেজ বইটি সংকলন করেছেন। এতে পোপের ব্যক্তিগত ডায়েরির বিভিন্ন অংশের পাশাপাশি তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ রয়েছে।

১৯৯২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ডায়েরি লিখেছেন পোপ ফ্রান্সিস। আর্জেন্টিনায় বিশপ হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় থেকে শুরু করে পোপ নির্বাচিত হওয়ার পরও তিনি লেখালেখি অব্যাহত রাখেন।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবা

আসুন, আমরা দান-সদকাকে জীবনের স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত করি



শায়খ আনিসুল হক

ইসলামে দান-সদকা শুধু রমজান মাস কিংবা বিশেষ কোনো উপলক্ষের ইবাদত নয়। বরং এটি একজন মুমিনের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত। দান মানুষের অন্তর থেকে সম্পদের প্রতি অতিরিক্ত মোহ দূর করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ সুগম করে। তাই দান-সদকাকে সাময়িক আবেগের বিষয় না বানিয়ে জীবনের স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। কথাগুলো বলেছেন, ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিনিয়র ইমাম শায়খ সৈয়দ আনিসুল হক। তিনি ১৩ নভেম্বর (২০২৬) শুক্রবার ইস্ট লন্ডন মসজিদে জুমার খুতবা পেশ করেন।

শায়খ আনিসুল হক বলেন, বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ সংখ্যায় বিশাল, সম্পদ ও সামর্থ্যেও পিছিয়ে নেই। কিন্তু তারপরও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমানরা নানা সংকটের মুখোমুখি। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এমন এক সময়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যখন বিভিন্ন জাতি মুসলমানদের বিরুদ্ধে একত্রিত হবে। সাহাবিরা জানতে চেয়েছিলেন, তখন কি মুসলমানদের সংখ্যা কম হবে? রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন, না, বরং সংখ্যায় অনেক হলেও তারা হবে বন্যার পানির ফেনার মতো। তাদের অন্তরে সৃষ্টি হবে 'ওয়াহন', অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।

তিনি বলেন, সম্পদ অর্জন কিংবা ধনী হওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। সমস্যা তখনই সৃষ্টি হয়, যখন সম্পদের প্রতি ভালোবাসা মানুষের অন্তরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে যে সে সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহকে ভুলে যায়।

পবিত্র কুরআনের সুরা আলে ইমরানের ৯২ নম্বর আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, 'তোমরা কখনো প্রকৃত পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় করবে।'

তিনি বলেন, আল্লাহ এখানে মানুষের অপ্রয়োজনীয় বা পরিত্যক্ত সম্পদ দানের কথা বলেননি; বরং নিজের প্রিয় সম্পদ থেকে দান করার শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ প্রকৃত দানের পরীক্ষা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রিয় বস্তু ত্যাগ করার মানসিকতা।

দান-সদকার ফজিলত তুলে ধরে তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'সদকা সম্পদ কমায় না।' আল্লাহ দানের মাধ্যমে মানুষের সম্পদে বরকত দান করেন। সুরা বাকারার ২৬১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ দানকে একটি শস্যবীজের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যা থেকে সাতটি শিষ জন্মায় এবং প্রতিটি শিষে একশটি করে শস্যদানা থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ চাইলে একটি দানের প্রতিদান বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারেন।

তিনি আরও বলেন, দান-সদকা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ারও একটি মাধ্যম। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'অর্ধেক খেজুর দান করেও জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদের রক্ষা করো।' তাই দানের পরিমাণ ছোট হলেও তাকে অবহেলা করা উচিত নয়।

সদকায়ে জারিয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমলের সওয়াব অব্যাহত থাকে- সদকায়ে জারিয়া, উপকারী জ্ঞান এবং নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে। একটি পানির কূপ নির্মাণ কিংবা জনকল্যাণমূলক কাজে সহযোগিতার সুফল মৃত্যুর পরও পাওয়া যেতে পারে।

দান করার ক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের অনেকের নিজ দেশে কিংবা আশপাশে এমন আত্মীয় রয়েছেন, যারা আর্থিক সংকটে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁদের সাহায্য করলে দানের পাশাপাশি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার সওয়াবও পাওয়া যায়। একইভাবে স্থানীয় দরিদ্র পরিবার, কর্মহীন মানুষ ও ঋণগ্রস্তদের প্রতিও দায়িত্ব রয়েছে।

শায়খ আনিসুল হক বলেন, দানের জন্য বিশেষ উপলক্ষের অপেক্ষা না করে প্রতি মাসে আয় থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী ১০, ২০ কিংবা ৫০ পাউন্ড আলাদা করে রাখা যেতে পারে। ব্যবসায়ীরাও নিয়মিত দানের ব্যবস্থা করতে পারেন। তবে ফরজ জাকাত পৃথকভাবে আদায় করতে হবে।

তিনি লোকদেখানো দান পরিহারের আহ্বান জানিয়ে বলেন, সব দানের ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। কিছু দান এমনভাবে করা উচিত, যা শুধু আল্লাহই জানেন।

খুতবার শেষাংশে তিনি বলেন, আমরা সম্পদ উপার্জন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ নিয়ে অনেক চিন্তা করি। কিন্তু আখিরাতের জন্য কতটুকু সঞ্চয় করছি, সেটিও ভাবা প্রয়োজন। দান-সদকাকে সারা বছরের নিয়মিত ইবাদতে পরিণত করার আহ্বান জানিয়ে তিনি আল্লাহর কাছে সবাইকে দানশীল ও পরোপকারী হওয়ার তাওফিক দানের প্রার্থনা করেন।

শায়খ আনিসুল হক : সিনিয়র ইমাম, ইস্ট লন্ডন মস্ক এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টার। জুমা'র খুতবা, ১৩ নভেম্বর ২০২৬।

মৃত্যুর পর মানুষ যেভাবে অনুশোচনায় ভুগবে

মুফতি ওমর বিন নাছির

মানুষ দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে কত কিছু নিয়েই ব্যস্ত থাকে–অর্থ, সম্পদ, ব্যবসা, চাকরি, বাড়ি-গাড়ি, পরিবার, সম্মান আর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। অথচ জীবনের সবচেয়ে নিশ্চিত সত্য–মৃত্যু–নিয়ে ভাবার সময় যেন তার নেই।

মানুষ মনে করে, 'আরো সময় আছে', 'পরে তাওবা করব', 'বুড়ো হলে ইবাদত করব', 'এখন একটু জীবন উপভোগ করি'। কিন্তু একদিন সেই 'পরে' আর আসে না।

মৃত্যুর পর যখন মানুষের সামনে আখিরাতের বাস্তবতা উন্মোচিত হবে, তখন সে দুনিয়ার জীবনের কথা ভেবে আফসোস করতে থাকবে। আল্লাহ বলেন, 'অবশেষে যখন তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, হে আমার রব! আমাকে ফিরিয়ে দিন।

যাতে আমি যা ছেড়ে এসেছি, সেখানে সৎকাজ করতে পারি। কখনোই নয়! এটা তো তার একটি কথামাত্র। তাদের সামনে রয়েছে বারযাখ, পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত।' (সুরা : মুমিনুন, আয়াত : ৯৯১০০)

মৃত্যুর পর মানুষের ৭ অনুশোচনা

১. 'হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম!'

কিয়ামতের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে অবিশ্বাসী ব্যক্তি এমন আফসোস করবে যে, সে যদি মাটিই হয়ে যেত! আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর কাফির বলবে, হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম!' (সুরা : নাবা, আয়াত : ৪০)

২. 'হায়! আমি যদি আখিরাতের জন্য কিছু করতাম!'

মৃত্যুর পর মানুষ সবচেয়ে বড় যে সত্যটি উপলব্ধি করবে, তা হলো–দুনিয়ার জীবন ছিল আখিরাতের প্রস্তুতির সময়।

আল্লাহ বলেন, 'সে বলবে, হায়! আমি যদি আমার জীবনের জন্য কিছু আগে পাঠাতাম!' (সুরা : ফাজর, আয়াত : ২৪)

৩. 'হায়! আমাকে যদি আরেকবার সুযোগ দেওয়া হতো!'

মৃত্যুর মুহূর্তে মানুষ ফিরে আসার আকুতি জানাবে। কোরআনের ভাষায়, 'হে আমার রব! আমাকে ফিরিয়ে দিন, যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি।' (সুরা : মুমিনুন, আয়াত : ৯৯১০০)

৪. 'হায়! আমি যদি অমুককে বন্ধু না বানাতাম!'

মানুষের জীবনে বন্ধুত্বের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। ভালো বন্ধু মানুষকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যায়, আর অসৎ সঙ্গী তাকে ধীরে ধীরে গুনাহের পথে ঠেলে দিতে পারে। কিয়ামতের দিন একজন আফসোস করে বলবে, 'হায় আমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি অমুককে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করতাম!' (সুরা : ফুরকান, আয়াত : ২৮) পরের আয়াতে তার আফসোসের কারণও বলা হয়েছে, 'আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিচ্যুত করে দিয়েছিল।' (সুরা : ফুরকান, আয়াত : ২৯)

৫. 'হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম!'

কিয়ামতের দিন অবাধ্য মানুষ উপলব্ধি করবে–আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার মধ্যে কোনো প্রকৃত স্বাধীনতা ছিল না; বরং সেটিই ছিল তার ধ্বংসের কারণ। আল্লাহ বলেন, 'যেদিন আগুনে তাদের মুখমণ্ডল উলটে-পালটে দেওয়া হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসুলের আনুগত্য করতাম!' (সুরা : আহজাব, আয়াত : ৬৬)

৬. 'হায়! আমি যদি রাসুলের পথ অনুসরণ করতাম!'

কিয়ামতের দিন শুধু আল্লাহর আনুগত্য না করার জন্যই নয়, রাসুলুল্লাহ-এর দেখানো পথ থেকে দূরে থাকার জন্যও মানুষ আফসোস করবে। আল্লাহ বলেন, 'হায়! আমি যদি রাসুলের সঙ্গে একটি পথ অবলম্বন করতাম!' (সুরা : ফুরকান, আয়াত : ২৭)

৭. 'হায়! আমি যদি আমার রবের সঙ্গে কাউকে শরিক না করতাম!'

মানুষের সবচেয়ে ভয়াবহ অপরাধ হলো আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা। দুনিয়ায় কেউ যদি শিরকের ভয়াবহতা উপলব্ধি না করে, আখিরাতে তার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয়ই শিরক মহা জুলুম।' (সুরা লুকমান, ৩১:১৩)

আর আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তুমি যদি শিরক করো, তবে অবশ্যই তোমার আমল

কাবিননামায় স্বাক্ষর নিলেই কি বিয়ে হয়ে যায়?

বিবাহ মানবজীবনের একটি পবিত্র ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বন্ধন। ইসলাম ধর্মে বিয়ে কেবল একটি চুক্তি নয়, বরং এটি একটি সুদৃঢ় ইবাদত ও সামাজিক স্বীকৃতি। কিন্তু সমসাময়িক সময়ে দেখা যায়, মৌখিক ইজাব-কবুল ছাড়া কেবল কাবিননামায় স্বাক্ষর নেওয়ার মাধ্যমে বিয়ের দাবি করা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণামূলকভাবে বা ভুল বুঝিয়ে স্বাক্ষর নেওয়ার ঘটনাও ঘটে। শরিয়তের দৃষ্টিতে এ ধরনের কাজের কোনো বৈধতা আছে কি?

মৌখিক ইজাব-কবুল ও সাক্ষীর অপরিহার্যতা

ইসলামী বিধানমতে, বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার জন্য বর ও কনের পারস্পরিক সম্মতি এবং দুজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর উপস্থিতিতে মৌখিকভাবে ইজাব ও কবুল বলা জরুরি। ইসলামী ফেকাহবিদদের মতে, মুখে ইজাব-কবুল না বলে কেবল লিখিতভাবে বা কাবিননামায় স্বাক্ষর করলে বিবাহ সংঘটিত হয় না।

কাবিননামা মূলত একটি সরকারি নিবন্ধন সনদ বা বিবাহের প্রমাণপত্র মাত্র। এটি মূল আকদ (চুক্তি) নয়। কোনো বিয়ে শরিয়তসম্মতভাবে মৌখিকভাবে সম্পন্ন হওয়ার পরেই কেবল তা নথিভুক্ত করার জন্য কাবিননামা তৈরি করা হয়। তাই মুখে 'কবুল' না বলে বা কাউকে ভুল বুঝিয়ে শুধু কাবিননামায় স্বাক্ষর করিয়ে নিলে তা কোনোভাবেই বৈধ বিয়ে হিসেবে গণ্য হবে না এবং এভাবে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একত্রে বসবাস করাও সম্পূর্ণ হারাম।

বিয়ের গোপনীয়তা বর্জন ও প্রচারের নির্দেশ

ইসলাম ধর্মে বিয়েকে গোপন রাখতে নিষেধ করা হয়েছে, বরং তা প্রকাশ্যে সমাজে জানানোর ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। প্রিয়নবী (সা.) ঘোষণা করেছেন–

'তোমরা বিয়ে ঘোষণা করো, তা মসজিদে সম্পন্ন করো এবং এর উপলক্ষে দফ বাজাও।' (তিরমিজি ১০৮৯)

এই হাদিসের শিক্ষা হলো, মুসলিম সমাজে বিয়ে যেন গোপনে না হয়; বরং তা যেন সবার কাছে একটি বৈধ ও স্বীকৃত সম্পর্ক হিসেবে পরিচিত লাভ করে। গোপনীয়তা অনেক সময় সমাজের ভেতর সন্দেহ, অপবাদ ও নানাবিধ অস্থিরতার জন্ম দেয়।

কনের সম্মতি গ্রহণের সঠিক পদ্ধতি

ইসলামে বিয়ের ক্ষেত্রে কনের স্বাধীন মতামতের সর্বোচ্চ মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক কনের সামনে বরের সার্বিক অবস্থা বর্ণনা করে স্পষ্টভাবে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করতে হবে এবং তার সম্মতি নিতে হবে। এ বিষয়ে নবীজি (সা.) সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন–

'কোনো বিধবা নারীকে তার স্পষ্ট নির্দেশ বা সম্মতি ছাড়া এবং কুমারী নারীকে তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দেওয়া যাবে না। সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! কীভাবে তার অনুমতি নেব? তিনি বললেন, তার চুপ থাকাটাই তার অনুমতি।' (বুখারি, মুসলিম)

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর হাসপাতাল পরিদর্শনে মানুষ কী পাচ্ছে

সৈয়দ আব্দুল হামিদ

বর্তমান সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী সরদার মোঃ সাখাওয়াত হোসেন দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই কোনো পূর্বঘোষণা ছাড়াই দেশের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করছেন। উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। কারণ, হাসপাতালের প্রকৃত অবস্থা জানতে হলে সেখানে আকস্মিকভাবে যাওয়া এবং রোগী ও তাঁদের স্বজনদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার বিকল্প নেই।

আগে থেকে পরিদর্শনের খবর জানানো হলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সবকিছু সাময়িকভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখার সুযোগ পায়। ফলে রোগীরা প্রতিদিন যে বাস্তবতার মুখোমুখি হন, তা মন্ত্রীর চোখে ধরা না-ও পড়তে পারে।

আকস্মিক পরিদর্শনের মাধ্যমে মন্ত্রী হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের উপস্থিতি, প্রয়োজনীয় জনবলের ঘাটতি, ওষুধ ও চিকিৎসাসামগ্রীর সংকট, যন্ত্রপাতির অকার্যকারিতা, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, দালাল চক্রের দৌরাত্ম্য, রোগীদের খাবারের মান ও আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োজিত কর্মীদের কাজের অবস্থা সরাসরি দেখার সুযোগ পাচ্ছেন। এমনকি রোগীদের কাছ থেকে সরাসরি অভিযোগ শোনারও সুযোগ হচ্ছে। একজন নীতিনির্ধারকের জন্য মাঠপর্যায়ের এই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন পরিদর্শনে যে সমস্যাগুলো উঠে এসেছে, সেগুলো সংবাদমাধ্যমেও প্রকাশিত হয়েছে। গত ৭ মার্চ নরসিংদীর পলাশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনে গিয়ে তিনি ২১ জন চিকিৎসকের মধ্যে মাত্র ৮ জনকে উপস্থিত পেয়েছিলেন। ২০ মে খুলনা জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে জলাতঙ্কের টিকার সংকট এবং রোগীদের বাইরে থেকে টিকা কিনতে বাধ্য হওয়ার অভিযোগ পান। বাগেরহাটের বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শনে সরকারি ওষুধ ও চিকিৎসাসামগ্রী অব্যবস্থাপনায় পড়ে থাকতে দেখেন। ২৯ আগস্ট হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে গিয়ে জনবলসংকট, অপরিচ্ছন্নতা ও দালাল চক্রের অভিযোগ শোনেন। এসব ঘটনা আকস্মিক পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তাই প্রমাণ করে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এসব পরিদর্শনের পর জনগণ আসলে কী পাচ্ছে? কোনো চিকিৎসক বা নার্সকে বদলি করা, কাউকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া কিংবা কারও বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। কখনো কখনো মন্ত্রীর অসন্তোষ, ধমক বা হুঁশিয়ারিও সংবাদ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠছে। কিন্তু এসব পদক্ষেপের ফলে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের চিকিৎসাসেবার স্থায়ী কোনো উন্নতি হচ্ছে কি না, সেটিই মূল বিবেচ্য বিষয়।

গত ১৫ অক্টোবর বিডিনিউজের একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিত্র উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে কুমিল্লা, হবিগঞ্জ ও সিলেটের কয়েকটি হাসপাতালের অবস্থা পরিদর্শনের পরবর্তী পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করা হয়। দেখা যায়, মন্ত্রীর পরিদর্শনের পর কোথাও কোথাও পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলায় সাময়িক উন্নতি হলেও কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আগের সমস্যা ফিরে এসেছে। পরিচ্ছন্নতার অভাব, ওষুধের সংকট, জনবলঘাটতি ও রোগীদের ভোগান্তি অব্যাহত রয়েছে। অর্থাৎ আকস্মিক পরিদর্শন সমস্যা চিি্নত করতে পারলেও শুধু পরিদর্শন ও তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দিয়ে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না।

এখানেই একটি মৌলিক বিষয় বোঝা প্রয়োজন। হাসপাতালের সব সমস্যা কি চিকিৎসক, নার্স কিংবা হাসপাতাল পরিচালকের ব্যক্তিগত অবহেলার কারণে সৃষ্টি হয়? কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্যই দায়িত্বে অবহেলা, অনিয়ম কিংবা দুর্নীতি থাকে। সেসব ক্ষেত্রে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। কিন্তু অনেক সমস্যার পেছনে রয়েছে অনুমোদিত পদের বিপরীতে জনবল না থাকা, প্রয়োজনীয় বাজেটের অভাব বা বাজেট ব্যবহারে নমনীয়তার অভাব কিংবা বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহারে প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা, ওষুধ ও চিকিৎসাসামগ্রী সরবরাহে দুর্বলতা, স্থানীয়ভাবে কিংবা দ্রুততার সঙ্গে যন্ত্রপাতি মেরামতের ব্যবস্থা না থাকা, আউটসোর্সিং ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি এবং হাসপাতাল পরিচালনার প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা।

মন্ত্রীর প্রতিটি পরিদর্শন, অসন্তোষ কিংবা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ধমক যদি সংবাদমাধ্যমে প্রচারের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে, তাহলে জনগণের কাছে স্বাস্থ্যব্যবস্থার একটি নেতিবাচক চিত্রই বারবার তুলে ধরা হয়। এতে সাধারণ মানুষের সরকারি স্বাস্থ্যসেবার ওপর আস্থা আরও দুর্বল হতে পারে। অথচ আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার ওপর জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনা।

এ ছাড়া স্বাস্থ্য খাতের বাজেট বাস্তবায়নে আরও কিছু কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যেমন ওষুধ ও চিকিৎসাসামগ্রী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড, হাসপাতাল নির্মাণ ও মেরামতের দায়িত্বে থাকা স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং চিকিৎসা যন্ত্রপাতি স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কশপ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টারসহ বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সময়মতো প্রয়োজনীয় সেবা ও সহযোগিতা না পাওয়া। এর ফলে অর্থ বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে ওষুধ, যন্ত্রপাতি, অবকাঠামো নির্মাণ ও মেরামতের কাজ সময়মতো সম্পন্ন করা যায় না।

পাশাপাশি রয়েছে অডিট আপত্তির ভয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অতিরিক্ত সতর্কতা, আর্থিক ও প্রশাসনিক বিধিবিধানের জটিলতা, ক্রয়প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও প্রভাবশালী ঠিকাদারদের অযাচিত হস্তক্ষেপ। এসব কারণে অনেক সময় প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অর্থ ব্যয় বিলম্বিত হয়, এমনকি বরাদ্দকৃত অর্থও পুরোপুরি ব্যবহার করা সম্ভব হয় না।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন।প্রথম আলো

স্বাস্থ্যব্যবস্থার পরিবর্তন কোনো একজন মন্ত্রীর ধমক, হুঁশিয়ারি কিংবা তাৎক্ষণিক বদলির আদেশে হবে না। এর জন্য প্রয়োজন সমন্বিত নেতৃত্ব, প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ, যথাযথ অর্থায়ন এবং ধারাবাহিক জবাবদিহি। মন্ত্রী যদি মাঠপর্যায়ে গিয়ে সমস্যাগুলো বোঝেন, তাঁর সহকর্মী ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও যদি একই বাস্তবতা উপলব্ধি করেন এবং সবাই মিলে সমাধানের উদ্যোগ নেন, তাহলেই এই পরিদর্শন জনগণের কাজে আসবে।

আরেকটি বিষয় বিবেচনায় নেওয়া দরকার। মন্ত্রীর প্রতিটি পরিদর্শন, অসন্তোষ কিংবা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ধমক যদি সংবাদমাধ্যমে প্রচারের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে, তাহলে জনগণের কাছে স্বাস্থ্যব্যবস্থার একটি নেতিবাচক চিত্রই বারবার তুলে ধরা হয়। এতে সাধারণ মানুষের সরকারি স্বাস্থ্যসেবার ওপর আস্থা আরও দুর্বল হতে পারে। অথচ আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার ওপর জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনা।

মন্ত্রীর এই উদ্যোগকে আরও কার্যকর করার জন্য আমার কয়েকটি প্রস্তাব রয়েছে।

প্রথমত, তিনি যেন কোনো পূর্বঘোষণা ছাড়াই হাসপাতাল পরিদর্শন অব্যাহত রাখেন এবং সম্ভব হলে আরও বেশি হাসপাতালে যান। তবে পরিদর্শনকে শুধু অনিয়ম ধরার অভিযান হিসেবে না দেখে হাসপাতালের বাস্তব সক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা বোঝার একটি নিয়মিত প্রক্রিয়ায় পরিণত করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, শুধু মন্ত্রী নন, প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের সচিব, অধিদপ্তরগুলোর মহাপরিচালক এবং হাসপাতাল ও প্রশাসন শাখার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরও আকস্মিকভাবে নিয়মিত মাঠপর্যায়ে যেতে হবে। আমার প্রস্তাব, অন্তত আগামী এক থেকে দুই মাস মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের এসব দায়িত্বশীল কর্মকর্তা সপ্তাহে অন্তত একটি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র কোনো পূর্বঘোষণা ছাড়াই পরিদর্শন করবেন। এতে নীতিনির্ধারক ও বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তারা একই বাস্তবতা সরাসরি দেখার সুযোগ পাবেন।

তৃতীয়ত, পরিদর্শনের সময় শুধু কে অনুপস্থিত বা কে দায়িত্বে অবহেলা করছেন, তা নয়; হাসপাতালের প্রয়োজনীয় জনবল, ওষুধের মজুত, যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা, পরিচ্ছন্নতা, রোগীর চাপ, খাবারের মান, ডায়াগনস্টিক সুবিধা, আউটসোর্সিং সেবার মান এবং বাজেট ব্যবহারের সক্ষমতাও একটি নির্দিষ্ট কাঠামোতে মূল্যায়ন করতে হবে। প্রতিটি পরিদর্শনের ফলাফল নথিবদ্ধ করতে হবে।

চতুর্থত, এক থেকে দুই মাসের এই মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা শেষে মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে একটি পর্যালোচনা সভা করতে পারেন। সেখানে হাসপাতালগুলোর সমস্যাগুলোকে ব্যক্তিগত অবহেলা, প্রশাসনিক দুর্বলতা, জনবলসংকট, অর্থায়নের ঘাটতি, সরবরাহব্যবস্থার সমস্যা এবং নীতিগত সীমাবদ্ধতা শ্রেণিবদ্ধ করে করণীয় নির্ধারণ করা যেতে পারে। যেসব সমস্যার সমাধান স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একক সিদ্ধান্তে সম্ভব নয়, সেগুলোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আকস্মিক হাসপাতাল পরিদর্শনের উদ্যোগটি তাই বন্ধ হওয়া উচিত নয়; বরং এটি আরও বিস্তৃত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাওয়া প্রয়োজন। তবে পরিদর্শনের উদ্দেশ্য যেন কাউকে প্রকাশ্যে বিব্রত করা বা শাস্তি দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সমস্যার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করা এবং সমাধানের পথ তৈরি করা।

ড. সৈয়দ আব্দুল হামিদ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক এবং আহ্বায়ক, অ্যালায়েন্স ফর হেলথ রিফর্মস বাংলাদেশ (এএইচআরবি)

জাতীয়তাবাদী প্ল্যাটফর্ম, নাকি একাকিত্ব

এম এ হামিদ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিসরে এখন এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছে, যা কেবল ক্ষমতা পরিবর্তনের স্বাভাবিক পরিণতি নয়। শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনের আলোচনা বর্তমানে সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা তৈরি করছে। তিনি ভারতে অবস্থান করছেন এবং ডিসেম্বরের মধ্যে দেশে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তবে মুক্ত নাগরিক হিসাবে তার ফেরা বাস্তবসম্মত নয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তার অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ডের রায় হয়েছে। পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্রও বাতিল হয়েছে। এ অবস্থায় সাধারণ নাগরিকের মতো বিমানবন্দরে নেমে আসা সম্ভব নয়। যে কোনো প্রত্যাবর্তন আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই হতে পারে-হয় প্রত্যর্পণ, নয়তো আত্মসমর্পণ। এই বাস্তবতা উপেক্ষা করে যে কোনো অবাস্তব প্রত্যাশা কেবল উত্তেজনা বাড়ায়।

গত সপ্তাহগুলোতে দেশের বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগ, বিস্ফোরক ব্যবহার এবং যানবাহন পোড়ানোর ঘটনা ঘটেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি এলাকায় বিস্ফোরণের খবর এসেছে। এতে তৃতীয় কোনো পক্ষের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ উঠছে। কিছু মহল মনে করে, বাইরের প্রভাব বা অভ্যন্তরীণ সুবিধাবাদী গোষ্ঠী পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করতে চাইছে। এই সন্দেহকে অতিরঞ্জিত বলা যায় না। ২০২৪-পরবর্তী সময়ে অনেক নতুন রাজনৈতিক শক্তি জন্ম নিয়েছে। জাতীয় নাগরিক পার্টি ছাত্র-নাগরিক আন্দোলন থেকে উঠে এসেছে। জামায়াতে ইসলামী পুনর্গঠিত হয়েছে। এই দুইয়ের মধ্যে এক ধরনের সমঝোতা তৈরি হয়েছে। নির্বাচনে তারা জোট করেছে। ক্ষমতাসীন বিএনপির সঙ্গে তাদের মতপার্থক্য থাকলেও শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের পলাতক নেতা-কর্মী, যারা বিগত সময়ে গুম-খুন, হত্যা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত তাদের প্রত্যাবর্তন বা অনুপ্রবেশ ঠেকানোর প্রশ্নে তারা একই অবস্থানে আছে।

বিএনপি কি সহযোগী রাজনীতির প্ল্যাটফর্ম পাবে? প্রশ্নটি এখন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ক্ষমতায় থাকাকালে যদি দ্রুততার সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পক্ষের শক্তি, ফ্যাসিবাদী শক্তিকে ঘৃণা করে এবং বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে-এমন শক্তিগুলোকে একত্রিত করে একটা বড় প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যায়, তাহলে দল শক্তিশালী রাজনৈতিক ভিত গড়ে তুলতে পারবে। এ ধরনের প্ল্যাটফর্ম কেবল নির্বাচনি জোট নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে। এতে করে জাতীয়তাবাদী ধারার বিভিন্ন গোষ্ঠী, ছাত্র-নাগরিক শক্তি এবং অন্যান্য দল এক ছাতার নিচে আসতে পারে। যদি এ সুযোগ কাজে না লাগানো হয়, তবে বিএনপি এক ধরনের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার মুখোমুখি হতে পারে। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, বিরোধীদের চাপ এবং নতুন শক্তিগুলোর উত্থান-এসব মিলে দলকে একাকী করে তুলতে পারে।

ক্ষমতায় আসার পর বিএনপির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হলো অভ্যন্তরীণ ঐক্য বজায় রাখা এবং বিরোধীদের সঙ্গে সম্পর্ক পরিচালনা করা। মানবাধিকার সংগঠনের তথ্য বলছে, রাজনৈতিক সহিংসতার বড় অংশই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত। এটা দলের জন্য দুর্বলতা। অন্যদিকে জামায়াত ও এনসিপির জোট বিরোধী শক্তি হিসাবে শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টায় ব্রত। যদি বিএনপি কেবল একক শক্তি হিসাবে চলতে চায়, তবে তাদের পক্ষে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা কঠিন হতে পারে। কিন্তু যদি তারা জামায়াত-এনসিপি জোটের কিছু অংশের সঙ্গে নমনীয় সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং একইসঙ্গে জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলোকে একত্রিত করে, তবে এক ধরনের বৃহত্তর প্ল্যাটফর্ম তৈরি হতে পারে। এই প্ল্যাটফর্ম কেবল নির্বাচনি নয়, বরং স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্যও প্রয়োজনীয়। ইতিহাসে দেখা গেছে, ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর বা ২০০১ সালে জোট সরকার গঠনের সময় বিভিন্ন দল একত্রিত হয়েছিল। বর্তমানেও সেই ধরনের সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না।

সরকারকে সতর্ক থাকতে হবে। সহিংসতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, কিন্তু দমনমূলক ব্যবস্থা যেন নতুন প্রতিশোধ তৈরি না করে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় শুরু হওয়া মব সহিংসতা নির্বাচন ও সরকার গঠনের পর কিছুদিন থেমে গেলেও এখন আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এই পুনরাবৃত্তি রোধ করতে হলে কেবল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর নির্ভর করা যথেষ্ট নয়। রাজনৈতিক নেতৃত্বকেও দায়িত্ব নিতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশগুলো পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ইতোমধ্যেই টানাপোড়েনে রয়েছে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও চাপের মধ্যে। রাজনৈতিক অস্থিরতা যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে বিনিয়োগ ও রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই বাস্তবতা উপেক্ষা করা যায় না।

ক্ষমতায় থাকাকালে যদি দ্রুততার সঙ্গে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পক্ষের শক্তি, ফ্যাসিবাদবিরোধী শক্তি এবং বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী শক্তিগুলোকে একত্রিত করে একটা শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যায়, তাহলে বিএনপি দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক ভিত গড়ে তুলতে পারবে। এতে করে দল একদিকে যেমন অভ্যন্তরীণ ঐক্য বাড়াতে পারবে, অন্যদিকে বিরোধীদের চাপ মোকাবিলায়ও সক্ষম হবে। আর যদি এ সুযোগ হাতছাড়া হয়, তবে দল এক ধরনের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার মুখে পড়তে পারে। নতুন শক্তিগুলোর উত্থান, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং পুরোনো শত্রুতার পুনরাবৃত্তি-এসব মিলে পরিস্থিতি জটিল করে তুলতে পারে। দেশের মানুষ স্থিতিশীলতা চায়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন চায়। গণতান্ত্রিক পরিসর চায়। এই চাওয়াকে পূরণ করতে হলে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে দূরদর্শিতা দেখাতে হবে। সহিংসতাকে উসকে দেওয়া নয়, বরং তা নিয়ন্ত্রণে রাখা। তৃতীয় পক্ষের যে কোনো অপচেষ্টাকে রুখে দেওয়া। এবং প্রয়োজনে সহযোগী রাজনীতির প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা। বিএনপি যদি এ পথে হাঁটে, তবে তারা দীর্ঘমেয়াদে আরও শক্তিশালী হতে পারে। না হলে ইতিহাসের পুরোনো চক্র আবার পুনরাবৃত্তি হতে পারে।

রাজনৈতিক ঘূর্ণায়নের সতর্কবার্তা এখন স্পষ্ট। সরকার কি তা শুনছে? উত্তরের ওপরই নির্ভর করছে বাংলাদেশের আগামী দিনের স্থিতিশীলতা।

এম এ হামিদ : সমন্বয়কারী, নবান্ন ফাউন্ডেশন; সাধারণ সম্পাদক, সেন্টার ফর বাংলাদেশ থিয়েটার (সিবিটি)

ফিদেল কাস্ত্রো হত্যায় ৬৩৮ বার ব্যর্থ হয় আমেরিকা

সুমন পালিত

রাশিয়ার নামিদামি সাহিত্যিক মিখাইল ইউরিয়েভিচ লেরমন্তভ। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসের নাম 'আমাদের সময়কার নায়ক'। মুক্তিযুদ্ধের সময় পড়া সে উপন্যাসের বিষয়বস্তুর একবিন্দুও মনে নেই। তবে উপন্যাসটি সেই কিশোর বয়সেই মনে রেখাপাত করেছিল। উপন্যাসের নামটি শেষ বয়সেও মনে থাকা তারই প্রমাণ। আজকের লেখার বিষয়বস্তু কোনো উপন্যাস নয়, বরং বাস্তবের একজন মানুষ। যার জীবন গল্প-উপন্যাসের চেয়েও বর্ণাঢ্য। আর জীবনের শেষ প্রান্তে এসে জোরের সঙ্গেই বলতে পারি, যাঁকে নিয়ে আজ লিখছি সেই ফিদেল কাস্ত্রো ছিলেন সত্যিকার অর্থেই আমাদের সময়কার নায়ক। দুনিয়াজুড়ে আমার মতো লাখ লাখ তরুণ নিজেকে বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উৎসর্গ করেছিলেন ফিদেল কাস্ত্রো ও তাঁর বন্ধু চে গুয়েভারাকে নায়ক ভেবে। ফিদেল কাস্ত্রোর জন্ম ১৩ আগস্ট ১৯২৬ সালে। নব্বই বছর তিনি বেঁচেছিলেন আমাদের এই পৃথিবীতে।

কাস্ত্রো হত্যায় ৬৩৮ বার ব্যর্থ হয় আমেরিকাকিউবায় ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে ১৯৫৯ সালের বিপ্লবে ক্ষমতাচ্যুত হয় আমেরিকার তাঁবেদার বাতিস্তা সরকার। ১৯৫৯ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত তিনি তাঁর দেশের প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট পদে দায়িত্ব পালন করেন। স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন ২০০৮ সালে। মারা যান ২০১৬ সালের নভেম্বরে। ১৯৫৯ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত আইজেন হাওয়ার থেকে বারাক ওবামা পর্যন্ত ৯ জন প্রেসিডেন্ট আমেরিকা শাসন করেছেন। তাঁদের সবাই ফিদেলকে ঘোরতর শত্রু ভেবেছেন।

বিশ্বের আমেরিকাবিরোধী নেতাদের তালিকায় এক নম্বরে থাকলেও কিশোর বয়সে ফিদেল কাস্ত্রো নিজেই ছিলেন আমেরিকাপ্রেমী। ১৪ বছর বয়সে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে চিঠি লেখেন। তাতে 'মাই গুড ফ্রেন্ড রুজভেলড' বলে সম্বোধন করা হয়। চিঠিতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় অভিনন্দন জানানো হয় রুজভেলডকে। তাঁকে ১০ ডলারের একটি সবুজ নোট পাঠানোর আবদার করেন কাস্ত্রো। জানান, তিনি কখনো ১০ ডলার দেখেননি। (আমেরিকার ন্যাশনাল আর্কাইভে চিঠিটি রক্ষিত আছে)। প্রেসিডেন্ট রুজভেলড ফিদেলের সেই চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করে জবাবও দেন। তবে চিঠির সঙ্গে ১০ ডলার পাঠাননি। ফিদেল কাস্ত্রো রুজভেলডের চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন চিঠিটি টাঙিয়ে রাখা হয়েছিল স্কুলের নোটিস বোর্ডে।

দুই. ফিদেল কাস্ত্রো তাঁর ৯০ বছর জীবনের ৫৭ বছর কিউবার নেতৃত্ব দিয়েছেন। লাতিন আমেরিকায় কিউবার অভ্যুদয় ছিল আমেরিকার জন্য বিষফোড়ার মতো যন্ত্রণাময়। এ যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেতে ফিদেল কাস্ত্রোকে ৬৩৮ বার হত্যার চেষ্টা করে তারা। হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেও তারা ব্যর্থ হয়। আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর এ ব্যর্থতা ছিল সত্যিকার অর্থেই লজ্জার। কাস্ত্রোকে হত্যার ওই সব ষড়যন্ত্রের বেশির ভাগই আঁটা হয় তাঁর শাসনামলের প্রথম দিকে। কিউবার ক্ষমতায় খুঁটি গেড়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় একের পর এক হত্যাচেষ্টা। যা কখনো সফলতার মুখ দেখেনি।

কিউবায় বিপ্লব সফল হয় ফিদেল কাস্ত্রো ও তাঁর আর্জেন্টাইন বন্ধু ডাক্তার চে গুয়েভারার নেতৃত্বে। বিপ্লবের পর কাস্ত্রো হন প্রধানমন্ত্রী। অর্থমন্ত্রী চে গুয়েভারা। দুজনের ছিল নজরকাড়া বন্ধুত্ব। তাঁদের জুটি ছিল বিপ্লবের জন্য নিবেদিত। কিন্তু ১৯৬৫ সালের ১ এপ্রিল চে গুয়েভারা কিউবা ছেড়ে চলে যান অজানার উদ্দেশে। ওই বছরের ৩ অক্টোবর ফিদেল কাস্ত্রো জনসভায় চে গুয়েভারার চিঠি পড়ে শোনান। যাতে কিউবা ছেড়ে বিপ্লবের নতুন রণাঙ্গনে যাওয়ার কথা বলেন বিপ্লবী চে। অনেকেরই জানা, চে গুয়েভারা কিউবা থেকে প্রথমে যান আফ্রিকার কঙ্গোতে। তারপর বলিভিয়ায়। সেখানেই হত্যাকাণ্ডের শিকার হন সেনাবাহিনীর হাতে। গ্রেপ্তার অবস্থায় তাঁকে হত্যা করা হয়।

২০০৮ সালে ফিদেল কাস্ত্রো তাঁর ভাই ও কিউবা বিপ্লবের অন্যতম শীর্ষ নেতা রাউল কাস্ত্রোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। তার আগপর্যন্ত ৪৯ বছরে, ৬৩৮ বার ফিদেলকে হত্যার চেষ্টা চালায় আমেরিকা। এর বেশির ভাগই ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে। চার বছরেরও কম সময়ে। আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ, প্রতিরক্ষা বাহিনী ও স্বরাষ্ট্র বিভাগ ফিদেল কাস্ত্রোকে হত্যার জন্য গ্রহণ করে 'অপারেশন মঙ্গুজ' নামের পরিকল্পনা। বিশাল অঙ্কের অর্থ ব্যয়ের পর পরিকল্পনা অশ্বডিম্বই শুধু প্রসব করেছে।

কিউবান নেতা ফিদেলের ঘনিষ্ঠ কমরেডদের একজন ফেবিয়ান এসকালান্তে। ৪৯ বছর ধরে তিনি সর্বোচ্চ নেতার নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর তথ্য, সিআইএ ৬৩৮ বার কাস্ত্রোকে হত্যার চেষ্টা করে। দুনিয়ার আর কোনো নেতাকে হত্যার জন্য সিআইএ এত বেশি মাথা ঘামায়নি। ফিদেল কাস্ত্রো ধূমপানে অভ্যস্ত ছিলেন। হাভানা চুরুট ছিল তাঁর প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী। সিআইএ কাস্ত্রোর চুরুটে বিস্ফোরক রাখার পরিকল্পনা আঁটে। চুরুটে যতটুকু বিস্ফোরক রাখা হয়, তা তাঁর মাথা উড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু ব্যর্থ হয় সে ষড়যন্ত্র। কাস্ত্রোর জুতোয় রাসায়নিক দ্রব্য রাখা হয়। চুরুটে মেশানো হয় এমন রাসায়নিক, যার প্রভাবে শরীরের সব চুল পড়ে যায়। ফিদেলের চুল ও দাড়ি দুনিয়াজুড়ে বিপ্লবীদের কাছে আইকন বলে বিবেচিত হতো। তাঁর চুল-দাড়ি নষ্ট করতে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করা হয়। কিউবান নেতার খাবারে বিষ রেখেও হত্যার চেষ্টা চলে বেশ কয়েকবার।

তিন. হাভানা হিলটন ছিল কিউবার রাজধানীর একটি বিলাসবহুল হোটেল। ২৫ তলাবিশিষ্ট এই হোটেলটি ১৯৫৮ সালে উদ্বোধন হয় ঘটা করে। মাত্র তিন মাস হিলটন ব্র্যান্ডের অধীনে হোটেলটি পরিচালিত হয়। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারিতে কিউবান বিপ্লবের পর এটি ফিদেল কাস্ত্রোর বিপ্লবী সরকারের সদর দপ্তরে পরিণত হয়। কিউবার আধুনিক স্থাপত্য ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম প্রধান স্মারক হিসেবে ভাবা হয় এ হোটেলটিকে। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারিতে ফিদেল কাস্ত্রো ও তাঁর বিপ্লবী বাহিনী হাভানা দখল করে। কিউবা বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা কাস্ত্রো প্রথম দিকে হাভানা হিলটন হোটেলের কন্টিনেন্টাল সুইটে বসে সরকার পরিচালনা করতেন।

পরের বছর ১৯৬০ সালে কিউবা সরকার হোটেলটি রাষ্ট্রীয়করণ করে। একই সঙ্গে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'হোটেল হাভানা লিব্রে' অর্থাৎ মুক্ত হাভানা হোটেল। হাভানার প্রাণকেন্দ্র ভেদাডোর এই হোটেল থেকে সমুদ্র এবং পুরো শহরের চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। এই হোটেলেই ফিদেল কাস্ত্রোকে একাধিকবার হত্যার অপচেষ্টা চালানো হয়। সৌভাগ্যক্রমে প্রতিটি অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

কিউবা বিপ্লবের বছর খানেক পর ১৯৬০ সালে সিআইএ কাস্ত্রোর সাবেক প্রেমিকা ইলোনা মারিতা লরেঞ্জকে রিক্রুট করে। কাস্ত্রোর পানীয়তে মেশানোর জন্য বোটুলিনাম টক্সিনের বিষাক্ত ক্যাপসুল দেওয়া হয়। লরেঞ্জ হাভানায় এসে ক্যাপসুলগুলো তাঁর কোলড ক্রিমের কৌটায় লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু ক্রিম লেগে ক্যাপসুলগুলো নষ্ট হয়ে যায়। ফিদেল বুঝতে পারেন সিআইএ তাকে হত্যার জন্য সাবেক প্রেমিকাকে নিয়োগ করেছে। তিনি লরেঞ্জের হাতে নিজের পিস্তল তুলে দেন। বলেন, 'পারলে আমাকে মারো। কিন্তু জানি তুমি আমাকে মারতে পারবে না।'

১৯৬৩ সালের মার্চ মাস। হাভানা লিব্রে হোটেলের ক্যাফেতে ফিদেল কাস্ত্রোকে বিষ প্রয়োগে হত্যার ষড়যন্ত্র আঁটা হয় নিপুণভাবে। এজন্য গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ হোটেলের একজন ওয়েটারকে হাত করে। কাস্ত্রোর প্রিয় চকোলেট মিল্কশেকে মেশানোর জন্য সরবরাহ করা হয় বিষাক্ত ক্যাপসুল। ওয়েটার সেটি সযত্নে ফ্রিজারে রেখে দেয়। মিল্কশেকে মেশানোর জন্য যখন সে ক্যাপসুলটি বের করতে যায়, তখন দেখে সেটি বরফের সঙ্গে আটকে আছে। জোর করে বরফ থেকে আলাদা করার সময় ভেঙে নষ্ট হয়ে যায় ক্যাপসুলটি। ভেস্তে যায় কিউবান নেতাকে হত্যার অপচেষ্টা।

আমেরিকান গোয়েন্দারা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়েও কাস্ত্রোকে হত্যা করতে বারবার ব্যর্থ হয়। ফিদেল কাস্ত্রো একবার রসিকতা করে বলেছিলেন, 'অলিম্পিকে যদি হত্যার চেষ্টা থেকে বেঁচে ফেরার কোনো ইভেন্ট থাকত, তবে তিনি গোলড মেডেল জিততেন।' ফিদেল কাস্ত্রো সব ষড়যন্ত্রকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ২০১৬ সালের ২৫ নভেম্বর ৯০ বছর বয়সে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন।

পাদটীকা : আমেরিকান প্রেসিডেন্টদের সম্পর্কে বিশ্ববাসীর ধারণা নেতিবাচক। এমনকি আমেরিকানদেরও। বহুল প্রচারিত একটি জোক তারই প্রমাণ। আমেরিকান এক কিশোরের দামি ভিডিও গেম কেনার শখ হলো। বাবা-মা এতই কৃপণ ছিলেন, তাদের কাছে ডলার চাইতে ভরসা হলো না। শেষমেশ অনেক ভেবে সে সিদ্ধান্ত নিল ভিডিও কিনতে ঈশ্বরের সাহায্য চাইবে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। সে পরম দয়ালু ঈশ্বর বরাবর চিঠি লিখে ১০০ ডলার সাহায্য চাইল। তারপর চিঠিটা খামে ভরে ডাকটিকিট লাগিয়ে পোস্টবক্সে ফেলে দিল। পোস্ট অফিসের লোকেরা তো ঈশ্বর বরাবর চিঠি পেয়ে অবাক। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা তাদের। শেষ পর্যন্ত তারা সিদ্ধান্ত নিল চিঠিটা হোয়াইট হাউসে পাঠানো যেতে পারে। যথারীতি চিঠিটা গেল প্রেসিডেন্ট ডোনা[] ট্রাম্পের কাছে। তিনি শিশুটিকে খুশি করতে কিছু ডলার পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। ভাবলেন বাচ্চা মানুষ ১০০ ডলার দিয়ে কী করবে! ৫ ডলার পাঠালেই খুশি হবে। দুই দিন পর বালকটি ট্রাম্পের পাঠানো ৫ ডলার পেল। সে এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আরেকটি চিঠি লিখল। তাতে লিখল-'হে ঈশ্বর! তোমার পাঠানো ডলারের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু তুমি ডলারগুলো সরাসরি আমার কাছে না পাঠিয়ে হোয়াইট হাউসের ছ্যাঁচড়দের কাছে কেন পাঠালে বুঝলাম না। ওরা তোমার দেওয়া ১০০ ডলারের ৯৫ ডলারই মেরে দিয়েছে। আমি তোমার কাছে এর বিচার চাই।' লেখক : সিনিয়র সহকারী সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন

'অনার কিলিং' প্রাণ নিচ্ছে নারীর

সাদিয়া মাহ্জাবীন ইমাম

মেয়ের জীবনের বিনিময়ে পরিবারের সম্মান রক্ষা কি বেশি জরুরি? ২০১৫ সালে জয়পুরহাটের তুলসীগঙ্গা নদীতে শ্বাসরোধে হত্যা করে ফেলে দেওয়া হয়েছিল পারুলের মরদেহ। হত্যার পেছনে ছিলেন তারই বাবা। চলতি বছরের জুলাইয়ে খুলনায় উদ্ধার হয় নির্জনার বস্তাবন্দি লাশ। পরে জানা যায়, নির্জনাও খুন হয়েছেন বাবা-মায়ের হাতে। প্রতিবছর ২৫ নভেম্বর আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়। এ দিন থেকে ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পর্যন্ত চলে ১৬ দিনব্যাপী নারী নির্যাতন প্রতিরোধ প্রচারাভিযান। কিন্তু নারী যখন নিজের সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থল পরিবারেই অনিরাপদ, তখন পথে-ঘাটে কিংবা সমাজে তার নিরাপত্তা কতখানি নিশ্চিত করা সম্ভব?

নারীকে নিজের সিদ্ধান্তের জন্য শাস্তি দেওয়ার সামাজিক প্রবণতা নতুন নয়। ২০১১ সালে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ এক ঐতিহাসিক রায়ে বিচারবহির্ভূত যে কোনো শাস্তিকে অবৈধ ও বেআইনি ঘোষণা করেন। সেই রায়ের পেছনে বড় প্রভাব ছিল শরীয়তপুরের ১৪ বছরের এক কিশোরীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া। ধর্ষণের শিকার ওই কিশোরীকে মসজিদের ইমামের নেতৃত্বে সালিশ বসিয়ে অনৈতিক সম্পর্কে জড়িত বলে ১০১টি দোররা মারার ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল। গুরুতর আহত কিশোরীকে চিকিৎসা নিতে দেওয়া হয়নি গ্রামের ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের বাধায়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়। প্রথম ময়নাতদন্তে শরীরে আঘাতের চি[]ও পাওয়া যায়নি বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। ধর্ষণের শিকার নারীর সঙ্গে ধর্ষকের বিয়ে বন্ধে সরকারকে নির্দেশনা দেওয়ার আবেদন জানিয়ে আদালতে রিট করতে হয়েছে এ ঘটনার এক যুগেরও বেশি সময় পর। দিনাজপুরের ইয়াসমিন থেকে শরীয়তপুরের হেনু এ দেশে এমন অনেক নারী ও কিশোরী প্রাণ হারিয়েছে অন্য মানুষের হাতে। এখন আরও ভয়ংকর এক বাস্তবতা সামনে আসছে, যার নাম ঘুরেফিরে 'অনার কিলিং'।

নারী বা পুরুষ যেই হোক, সম্মান রক্ষার নামে কাউকে হত্যার ধারণাই ভয়াবহ, বর্বরোচিত। অথচ এমন অপরাধের পেছনে এখনও 'সম্মান', 'মানসম্মান', 'বংশের মর্যাদা' কিংবা 'সামাজিক অবস্থান' রক্ষার যুক্তি হাজির করা হয়। বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের নিরাপত্তায় আইন, নীতি ও বিভিন্ন সুরক্ষামূলক উদ্যোগ থাকলেও পরিবার ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভেতরে সংঘটিত সহিংসতা প্রতিরোধে সেগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। পরিবারের ভেতরে হুমকি, আটকে রাখা, মারধর, জোরপূর্বক বিয়ে, নজরদারি কিংবা সম্পর্কের কারণে প্রাণনাশের ভয় অনেক সময় ব্যক্তিগত বিষয় বলে এড়িয়ে যাওয়া হয়। অথচ এসব আচরণ হত্যার পূর্বাভাস হতে পারে। হুমকিকে গুরুত্ব দেওয়া, ঝুঁকি শনাক্ত ও তাৎক্ষণিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারলে অনেক প্রাণ বাঁচানো সম্ভব। অপরাধের বিচার নিশ্চিত করা ও হত্যার আগেই ভুক্তভোগীকে সুরক্ষা দেওয়ার সক্ষমতা বাড়াতে হবে রাষ্ট্রকে।

বাংলাদেশে হত্যার বিচার ও শাস্তির জন্য দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর ৩০২ ধারা রয়েছে। হত্যা, হত্যাচেষ্টা, আঘাত, অবৈধ আটকসহ সংশ্লিষ্ট অপরাধের বিচার বিদ্যমান আইনেই করা সম্ভব। পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০-ও নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির সুরক্ষার আইনি কাঠামো দিয়েছে। কিন্তু সমস্যা কেবল আইন থাকা বা না থাকার নয়। সমস্যা আইনের নাগাল পাওয়া, হুমকির গুরুত্ব অনুধাবন, দ্রুত সুরক্ষা ও কার্যকর প্রয়োগের। পরিবার থেকে প্রাণনাশের হুমকি পাওয়া নারী থানায় গিয়ে অভিযোগ জানাতে ভয় পেলে, অভিযোগ গুরুত্ব না পেলে কিংবা সামাজিক মীমাংসার নামে তাকে আবার নির্যাতনকারীর কাছে ফিরে যেতে চাপ দেওয়া হলে কাগজে থাকা সুরক্ষা বাস্তবে কতটা কার্যকর?

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) ২০২৬ সালের জানুয়ারি-জুন সময়ের পারিবারিক সহিংসতার পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, বছরের প্রথম ছয় মাসে ৯১ জন নারী স্বামীর হাতে এবং ২১ জন নারী অন্যান্য পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়ে নিহত হয়েছেন। এসব পরিসংখ্যান পারিবারিক পরিসরেই নারীর নিরাপত্তাহীনতার ভয়াবহতা তুলে ধরে। তবে সম্মানের নামে হত্যার প্রকৃত চিত্র জানতে এ ধরনের অপরাধের পৃথক তথ্য সংগ্রহ জরুরি। বাংলাদেশে সম্মানজনিত হত্যাকাণ্ডের নির্ভরযোগ্য, নিয়মিত ও পৃথক জাতীয় পরিসংখ্যান সহজলভ্য নয়। হত্যা, আত্মহত্যা, নিখোঁজ কিংবা পারিবারিক সহিংসতার সাধারণ তথ্যের মধ্যে এসব ঘটনা হারিয়ে গেলে অপরাধের ধরন, প্রবণতা ও ঝুঁকির মাত্রা বোঝা কঠিন। তথ্য ছাড়া নীতি প্রণয়ন কার্যত অনুমাননির্ভর হয়ে থাকে।

অনার কিলিং প্রতিরোধে আইনি ও অপরাধ-তথ্য ব্যবস্থায় 'সম্মানের নামে হত্যা'কে পৃথকভাবে শনাক্ত করতে হবে। হত্যার হুমকি পাওয়া নারী ও মেয়েদের জন্য দ্রুত সুরক্ষা, আইনি সহায়তা এবং নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা বাড়াতে হবে। দেশের প্রতিটি জেলায় এমন আশ্রয়কেন্দ্র থাকা জরুরি, যেখানে পরিবারের সহিংসতা বা প্রাণনাশের হুমকিতে থাকা নারী তাৎক্ষণিক আশ্রয় নিতে পারবেন। ভুক্তভোগী ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর সুরক্ষা ব্যবস্থাও গড়ে তুলতে হবে। একই সঙ্গে গণমাধ্যমের ভাষা ও উপস্থাপনায় সতর্কতা জরুরি। 'অবাধ্য মেয়ে', 'পরিবারের সম্মান', 'প্রেমের কারণে হত্যা' কিংবা 'সম্মান বাঁচাতে খুন' এ ধরনের শব্দ হত্যাকারীর যুক্তিকে স্বাভাবিক করে তোলে। কখনও ভুক্তভোগীর ওপরই দায় চাপায়। সংবাদে গুরুত্ব দিতে হবে হত্যাকারীর দায়, নারীর অধিকার, পূর্ববর্তী হুমকি, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার ব্যর্থতার দিকে।

যে সম্মান হত্যার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, তা সম্মান নয়; ক্ষমতার দম্ভ। পরিবারের সম্মান রক্ষার নামে হত্যা কোনো ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয়। এটি অপরাধ এবং মানবাধিকারের চরম লঙ ঘন। যে পরিবারে নারীর জীবনই নিরাপদ নয়, সেখানে নারী নির্যাতন প্রতিরোধের দাবি শ্লোগানেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। অপরাধের পর বিচার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কিন্তু হত্যার আগেই হুমকির মুখে থাকা মানুষকে বাঁচানো আরও জরুরি দায়িত্ব। কোনো মানুষের জীবন পারিবারিক মর্যাদার চেয়ে কম মূল্যবান নয়। সাদিয়া মাহ্জাবীন ইমাম: সহকারী সম্পাদক, সমকাল

কঠোর হুঁশিয়ারি

সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে হামলা, সংঘর্ষ ও পালটাপালটি কর্মসূচির ঘটনায় ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কমিউনিটিতে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এরই মধ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধের দাবি নিয়ে মুখোশধারী তরুণদের রাস্তায় নামার ঘটনা নতুন করে জননিরাপত্তার প্রশ্ন সামনে এনেছে।

হোয়াইটচ্যাপেল ও ব্রিকলেন দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশের রাজনৈতিক মতবিরোধকে কেন্দ্র করে সংঘাত কিংবা পালটা প্রতিরোধের পরিস্থিতি তৈরি হলে এসব এলাকার স্বাভাবিক জনজীবন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।



জোড়া লাগছে ইইউ-যুক্তরাজ্য

জানায়, আলোচনা সফল হয়েছে এবং সম্পর্ক পুনর্গঠনের চুক্তি চূড়ান্ত হয়েছে।

উভয় পক্ষ তরুণদের যাতায়াত প্রকল্প, খাদ্য ও উদ্ভিদ স্বাস্থ্য চুক্তি এবং কার্বন নিঃসরণ বাণিজ্য ব্যবস্থা যুক্ত করার সময়সীমায় একমত হয়েছে। বার্নহামের মতে, এই চুক্তিগুলো ব্রিটেনের অর্থনীতিতে ০.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি আনতে পারে। প্রাণী ও উদ্ভিদ পণ্যের বাণিজ্য সহজ করার চুক্তিটি অর্থনীতিতে প্রায় ৫.১ বিলিয়ন পাউন্ড যোগ করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কার্বন বাণিজ্য যুক্ত হওয়ায় ইস্পাতের মতো পণ্যে সীমান্ত কার্বন শুল্ক ছাড় মিলবে, আর তরুণদের যাতায়াত প্রকল্পে এক লাখ তরুণ-তরুণী তিন বছর পর্যন্ত বসবাস ও কাজের সুযোগ পাবেন।

তবে সম্পর্ক পুরোপুরি ঝালাই করতে আরও মাস বা বছরব্যাপী আলোচনা চলবে। ইইউতে ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে বার্নহাম সব বিকল্প খোলা রাখার কথা বললেও তা এখনই ঘটছে না বলে স্পষ্ট করেছেন। এদিকে চুক্তির খবরে রিফর্ম ইউকে নেতা নাইজেল ফারাজ বার্নহামকে 'সরল' আখ্যা দিয়ে ইইউর চাপে পড়ার অভিযোগ তুলেছেন। সূত্র: আল-জাজিরা

বাড়ি থেকে উচ্ছেদের ক্ষমতা

পাসওয়ার্ড জমা দিতে বাধ্য করতে পারবে আদালত। একই সঙ্গে নির্যাতনকারীকে যৌথ বাসা থেকে বের করে দেওয়ার ক্ষমতাও পাবে আদালত।

ডেইলি মিররের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে বুধবার থেকে নতুন এই বিধান কার্যকর করার কথা রয়েছে। এর মাধ্যমে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি ও বেঁচে ফেরা ব্যক্তিদের সুরক্ষায় পুলিশ ও আদালতের ক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে।

নতুন ব্যবস্থায় নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা আদালতের কাছে কঠোর সুরক্ষামূলক আদেশের আবেদন করতে পারবেন। আদালত নির্যাতনকারীকে ভুক্তভোগীর সঙ্গে বসবাস করা যৌথ বাড়ি ছেড়ে যেতে নির্দেশ দিতে পারবে। পাশাপাশি নির্যাতনকারীর আচরণ পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ আরোপ করা যাবে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে কাউকে হয়রানি, ভয়ভীতি প্রদর্শন বা নির্যাতন করা হলে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের সুযোগ বন্ধ করার নির্দেশও দিতে পারবে আদালত। প্রয়োজনে অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ডসহ সংশ্লিষ্ট ডিভাইস জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া যাবে।

নতুন বিধিনিষেধ অমান্য করলে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। এ ছাড়া নির্যাতনকারীকে নাম অথবা ঠিকানা পরিবর্তন করলে পুলিশকে তা জানাতে আইনগতভাবে বাধ্য করা হবে।

ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শাবানা মাহমুদ বলেছেন, পারিবারিক নির্যাতন এমন একটি ভয়াবহ অপরাধ, যা ভুক্তভোগীদের নিজেদের ঘরেও আতঙ্কের মধ্যে রাখে এবং প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

তিনি বলেন, নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি ও বেঁচে ফেরা মানুষদের জন্য এখন পর্যন্ত সবচেয়ে শক্তিশালী সুরক্ষাব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি ভুক্তভোগীরা যাতে প্রয়োজনীয় সহায়তা পান, সেটিও নিশ্চিত করা হবে।

নতুন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে ডোমেস্টিক অ্যাবিউজ প্রোটেকশন নোটিস (ডিএপিএন) এবং ডোমেস্টিক অ্যাবিউজ প্রোটেকশন অর্ডার (ডিএপিও) চালু করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে নির্যাতনের ঘটনা গুরুতর পর্যায়ে পৌঁছানোর আগেই পুলিশ ও আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারবে।

এর আগে গ্রেটার ম্যানচেস্টার, লন্ডনের কয়েকটি এলাকা, ক্লিভল্যান্ড, নর্থ ওয়েলস এবং ব্রিটিশ ট্রান্সপোর্ট পুলিশের আওতাধীন এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে এসব ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। হোম অফিসের তথ্য অনুযায়ী, ওই পরীক্ষামূলক কার্যক্রমে তিন হাজারের বেশি মানুষ সুরক্ষা পেয়েছেন।

নতুন বিধান অনুযায়ী, ভুক্তভোগীরা সরাসরি ফ্যামিলি কোর্টে ডিএপিওর আবেদন করতে পারবেন। এ ছাড়া পরিবারের সদস্য, স্থানীয় কাউন্সিল এবং পুলিশও ভুক্তভোগীর পক্ষে আবেদন করতে পারবে।

ব্রিটেনের লর্ড চ্যান্সেলর অ্যালেক্স নরিস বলেন, পারিবারিক নির্যাতনের ভয়াবহতা ভুক্তভোগীদের জীবনে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত তৈরি করে। কাউকে নীরবে এই নির্যাতন সহ্য করতে হওয়া উচিত নয়। পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের সফলতার পর এবার ইংল্যান্ড ও ওয়েলসজুড়ে নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর বিধিনিষেধ কার্যকর করা হচ্ছে।

লন্ডনের ভিকটিমস কমিশনার আন্দ্রেয়া সাইমন বলেন, আদালতে সাজা ঘোষণার সময় পারিবারিক নির্যাতনের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে নথিভুক্ত করার ফলে সুরক্ষামূলক আদেশগুলো বিবেচনা ও প্রয়োগের সুযোগ বাড়বে। তবে এসব আদেশ কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করাও জরুরি। সূত্র: ডেইলি মিরর

রাজনৈতিক সমাবেশে বিধি-নিষেধের প্রস্তাব

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, কমিউনিটি নেতা, আইনজীবী, ধর্মীয় নেতা ও তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিসহ প্রায় ১০০ ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

২৫ নভেম্বর বুধবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ১৬ নভেম্বর পূর্ব লন্ডনের চ্যাডওয়েল হিথের মেফেয়ার ভেন্যুর বাইরে সংঘটিত সহিংস ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিরোধ ব্রিটেনের রাজপথে ছড়িয়ে পড়ায় কমিউনিটির মধ্যে ক্ষোভ, হতাশা ও উদ্বেগ বাড়ছে। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে জননিরাপত্তা বিঘ্নিত, সামাজিক সম্প্রীতি বিনষ্ট কিংবা ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির সুনাম ক্ষুন্ন হতে দেওয়া যায় না।

সভায় গৃহীত চারটি প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে-জননিরাপত্তা পরিস্থিতির পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা না হওয়া পর্যন্ত আলতাব আলী পার্কে রাজনৈতিক সভা-সমাবেশের ওপর আইনসম্মত বিধিনিষেধ আরোপ; বিজয় দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসসহ বিভিন্ন উপলক্ষে আয়োজিত জনসমাবেশের ওপর অধিকতর তদারকি; পুলিশি তৎপরতা বৃদ্ধি ও কমিউনিটি নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন এবং রাজনৈতিক সহিংসতা প্রতিরোধে ব্রিটিশ সরকার ও বাংলাদেশ হাইকমিশনের সঙ্গে নীতিগত আলোচনা।

এসব প্রস্তাব বাস্তবায়নে রেডব্রিজ, টাওয়ার হ্যামলেটস ও নিউহাম কাউন্সিলের নেতৃত্ব, মেট্রোপলিটন পুলিশ, ব্রিটিশ হোম অফিস, পররাষ্ট্র দপ্তর ও বাংলাদেশ হাইকমিশনের কাছে পৃথকভাবে চিঠি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের অংশগ্রহণে জরুরি গোলটেবিল বৈঠক আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

আব্দুশ শুকুর খালিসাদার বলেন, কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে দায়ী করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে সহিংসতা প্রতিরোধ, কমিউনিটির নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক মতপ্রকাশের পরিবেশ বজায় রাখাই আমাদের লক্ষ্য।

মাওলানা শামসুল হক বলেন, প্রায় এক শতাব্দী ধরে ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের বিভিন্ন প্রজন্মের অর্জন ও ত্যাগকে রাজনৈতিক বিভাজনের কারণে বিনষ্ট হতে দেওয়া যাবে না। তিনি সকল রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের সংযম ও দায়িত্বশীল আচরণের আহ্বান জানান।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, মেফেয়ার ভেন্যুর বাইরে সংঘটিত সহিংস ঘটনার তদন্ত মেট্রোপলিটন পুলিশ 'অপারেশন স্প্র্যাং'-এর আওতায় পরিচালনা করছে। এ বিষয়ে কারও কাছে তথ্য বা ভিডিও ফুটেজ থাকলে ময়যরটভথআবর্ণ.যমফধডণ.লপ ই-মেইল ঠিকানায় পাঠানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।

সভায় শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও আইনসম্মত সমাবেশের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি সম্মান জানিয়ে বলা হয়, ব্রিটেনের রাজপথে রাজনৈতিক সহিংসতার কোনো স্থান নেই। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে এখনই দৃঢ়, সমন্বিত ও আইনসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ছুরি-চাপাতি বিক্রিতে লাগবে লাইসেন্স

বিক্রেতাকে লাইসেন্স নিতে হবে। নিয়ম লঙ্ঘন করলে গুনতে হতে পারে জরিমানা, এমনকি বাতিল হতে পারে বিক্রির অনুমতিও।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান-এর এক বিশেষ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ছুরি বিক্রির সঙ্গে জড়িত দোকান, অনলাইন বিক্রেতা এবং ব্যক্তিগত বিক্রেতাদেরও নতুন লাইসেন্স ব্যবস্থার আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

সরকারের এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য অনিয়ন্ত্রিত অনলাইন বিক্রেতাদের কার্যক্রম বন্ধ করা। এসব বিক্রেতার কাছ থেকে শিশু ও অপরাধীদের হাতে সহজেই বিপজ্জনক ছুরি পৌঁছে যাচ্ছে বলে উদ্বেগ রয়েছে। বিদেশি বিক্রেতাদেরও যুক্তরাজ্যভিত্তিক মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে লাইসেন্সসংক্রান্ত নিয়ম মেনে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে।

নতুন ব্যবস্থায় রান্নাঘরের সাধারণ ছুরিও অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। কারণ, বিভিন্ন প্রাণঘাতী হামলায় ধারালো রান্নাঘরের ছুরি ব্যবহারের ঘটনা ঘটেছে। আগে ধারণা করা হয়েছিল, গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত ছুরি লাইসেন্স ব্যবস্থার বাইরে রাখা হতে পারে। তবে সরকার এখন হোমওয়্যার ও কাটলারি বিক্রির দোকানগুলোকেও এই ব্যবস্থার আওতায় আনতে চায়।

লাইসেন্স পেতে বিক্রেতাদের পুলিশি যাচাই ও অপরাধের রেকর্ড পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্সের ক্ষেত্রে যেভাবে যাচাই করা হয়, অনেকটা সেভাবেই এই প্রক্রিয়া পরিচালিত হতে পারে। পাশাপাশি ছুরি নিরাপদে সংরক্ষণ করা হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করতে বিক্রয়কেন্দ্র পরিদর্শনের ব্যবস্থাও বিবেচনা করা হচ্ছে।

প্রতিটি লাইসেন্সের মেয়াদ হতে পারে তিন বছর। লাইসেন্সের ফি নির্ধারণ করা হবে পুরো ব্যবস্থার পরিচালন ব্যয়ের ভিত্তিতে। বড় কোনো খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের একাধিক শাখা থাকলে প্রতিটি দোকানের জন্য আলাদা লাইসেন্স নিতে হবে।

নিষিদ্ধ অস্ত্র বিক্রি, অন্য কোনো অপরাধে জড়িত হওয়া কিংবা লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করলে বিক্রেতার অনুমতি বাতিল করা হতে পারে। পুলিশও নিয়ম ভঙ্গকারী বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে।

তবে প্রাচীন অস্ত্র সংগ্রাহক, সামরিক ইতিহাস গবেষক এবং ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের সঙ্গে জড়িতদের জন্য কিছু ছাড় রাখার বিষয়টি বিবেচনা করছে সরকার।

দক্ষিণপোর্টে টেলর সুইফটের গানের থিমে আয়োজিত একটি নাচের ক্লাসে হামলার ঘটনায় বেঁচে যাওয়া লিয়েন লুকাস নতুন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। ওই হামলায় ছয় বছর বয়সী বেবে কিং, সাত বছর বয়সী এলসি ডট স্ট্যানকম্ব এবং নয় বছর বয়সী অ্যালিস দা সিলভা আগুইয়ার নিহত হয়। হামলাকারী অ্যাক্সেল রুদাকুবানা এই হামলায় ব্যবহৃত বড় রান্নাঘরের ছুরিটি অনলাইনে অ্যামাজন থেকে কিনেছিল।

লুকাস বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ছুরি দিয়ে হামলার ঘটনা ঘটার পর কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানানো যায়, সেদিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগেই তা প্রতিরোধের জন্যও সমানভাবে উদ্যোগী হতে হবে। ছুরি সহজে পাওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া ব্যবস্থাগুলো পরিবর্তন করা জরুরি।

অন্যদিকে, ভুল পরিচয়ের কারণে হামলার শিকার হয়ে নিহত ১৬ বছর বয়সী রোনান কান্দার মা পূজা কান্দাও এই উদ্যোগকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার ছেলে উলভারহ্যাম্পটনে বাড়ির কাছেই তলোয়ারের আঘাতে নিহত হয়েছিল।

পূজা বলেন, বিপজ্জনক অস্ত্র যারা বিক্রি করেন, সেগুলো শেষ পর্যন্ত কার হাতে যাচ্ছে, সেই দায়িত্বও তাদের নিতে হবে।

তবে প্রস্তাবিত লাইসেন্স ব্যবস্থার সমালোচনা করতে পারে সংরক্ষণবাদী ও শুটিং সংগঠনগুলো। তাদের বক্তব্য, অপরাধী ও গ্যাং সদস্যরা নিজেদের বাড়িতেই সহজে বিভিন্ন ধরনের ছুরি সংগ্রহ করতে পারে। এ ছাড়া পুলিশ কর্মকর্তারাও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, নতুন লাইসেন্স ব্যবস্থা ইতোমধ্যে জনবল সংকটে থাকা পুলিশের ওপর বাড়তি দায়িত্ব তৈরি করবে। সরকার এখনো এই ব্যবস্থার পূর্ণ ব্যয় ও প্রশাসনিক প্রভাব মূল্যায়ন করেনি।

২০২৫ সালের ডিসেম্বরে দক্ষিণপোর্টের হত্যাকাণ্ডের পর এ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ শুরু করেছিল সরকার। এরপর অনলাইনে ছুরি কেনার ক্ষেত্রে দুই ধাপের বয়স যাচাই বাধ্যতামূলক করা হয়। একই সঙ্গে ছয়টি বা তার বেশি ছুরির বড় অর্ডার সম্পর্কে বিক্রেতাদের কর্তৃপক্ষকে জানানোর নিয়ম চালু করা হয়।

সরকারের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জুনে শেষ হওয়া এক বছরে ব্রিটেনে ছুরি বা ধারালো অস্ত্র সংশ্লিষ্ট অপরাধের সংখ্যা ছিল ৪৮ হাজার ৬১৫টি। আগের বছরের তুলনায় এই সংখ্যা ৬ শতাংশ কমলেও ২০১৬ সালের মার্চের তুলনায় ৪৯ শতাংশ বেশি

পুলিশিংবিষয়ক মন্ত্রী সারাহ জোনস বলেন, যারা ছুরি বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করেন, তাদের নিশ্চিত করতে হবে যে অস্ত্রগুলো নিরাপদ ও আইনসম্মতভাবে বিক্রি হচ্ছে। লাইসেন্স ব্যবস্থা বিক্রেতাদের জবাবদিহি বাড়াবে এবং শিশু ও অপরাধীদের হাতে বিপজ্জনক অস্ত্র পৌঁছানো কঠিন করবে। আগামী ১০ বছরের মধ্যে ছুরি অপরাধ অর্ধেকে নামিয়ে আনার সরকারি লক্ষ্যের অংশ হিসেবেই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

এদিকে, কারাগার থেকে মুক্তির আগে আরও হাজার হাজার অপরাধীর শরীরে ইলেকট্রনিক মনিটরিং ট্যাগ লাগানোর পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে ব্রিটিশ সরকার।

বর্তমানে লাইসেন্সের শর্তে কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া অধিকাংশ অপরাধী, এমনকি পিছু নেওয়া বা পারিবারিক সহিংসতার মতো অপরাধে জড়িত ব্যক্তিরাও ইলেকট্রনিক নজরদারি ছাড়াই মুক্তি পাচ্ছেন।

ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের অতিরিক্ত বন্দি ধারণক্ষমতার চাপ কমাতে আগামী এক বছরে আরও কয়েক দফায় বন্দিদের আগাম মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। গত বছর ছয়টি কারাগারে মুক্তির আগেই বন্দিদের শরীরে ট্যাগ লাগানোর কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। আগামী মার্চের শেষ নাগাদ আরও ৮৩টি কারাগারে এই ব্যবস্থা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

জিয়াউলের হাতে হত্যার

প্রসিকিউটর।

যুক্তিতর্কে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে একক ব্যক্তির হাতে দেড় থেকে দুইশ' মানুষকে নির্বিচারে হত্যা, যার মধ্যে ১১৫টি হত্যাকাণ্ড শনাক্ত করা গেছে, বিএনপি নেতা এম ইলিয়াস আলীকে অপহরণ ও হত্যার ('গলফ' সংকেত) লোমহর্ষক বিবরণ এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও তার নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গে জিয়াউল আহসানের সরাসরি যোগাযোগের তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে ও ট্রাইব্যুনালে গুমের ঘটনায় দায়ের করা কোনো মামলায় এটিই প্রথম যুক্তিতর্ক উপস্থাপন। প্রথম ধাপের যুক্তিতে মামলায় দেয়া ১৫ জন সাক্ষীর জবানবন্দির বিভিন্ন বর্ণনা তুলে ধরা হয়। যুক্তি উপস্থাপনে শেষে ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম জিয়াউল আহসানের 'ডিপ স্টেট' পরিচালনা ও এককভাবে চালানো নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিবরণ তুলে ধরেন।

মূলত শেখ হাসিনা এবং তার সামরিক উপদেষ্টা তারেক আহমেদ সিদ্দিকীর সরাসরি আশ্রয় ও প্রশ্রয়েই তিনি একের পর এক এসব দানবীয় ও নারকীয় অপকর্ম চালিয়ে গেছেন, বিরোধী দল দমন-পীড়নে শেখ হাসিনার অন্যতম হাতিয়ার ছিলেন জিয়াউল। এ ছাড়া তিনি ডিপ টেস্টের অন্যতম সদস্য হিসেবেও পরিচিত ছিলেন বলে জানান চিফ প্রসিকিউটর। অন্যদিকে, 'ইনসাইডার উইটনেস' বা ভেতরের সাক্ষীদের টানা জিজ্ঞাসাবাদ ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার মাধ্যমে কীভাবে এসব গুম-হত্যার জট খুলেছে, সেই নেপথ্যের তথ্য জানান সাবেক চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম। পাশাপাশি জিয়াউল আহসানের অবৈধ সম্পদ গড়ার তথ্য ও 'বালিশ কাণ্ডের' প্রসঙ্গ টেনে অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল এমন দৃশ্যমান বিচার নিশ্চিতের অঙ্গীকার করেন, যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ পদ-পদবি ব্যবহার করে এমন ঘৃণ্য অপরাধে জড়ানোর সাহস না পায়।

এদিন বেলা সোয়া ১১টার পর শুরু হওয়া এই যুক্তিতর্কের শুরুতেই মামলার ঘটনাবলি তুলে ধরেন চিফ প্রসিকিউটর। একপর্যায়ে চিফ প্রসিকিউটর ট্রাইব্যুনালকে বলেন, আমি আমার ৩৮ বছরের আইন পেশার জীবনে তিন খুন, সাত খুন, বিডিআর বিদ্রোহের মামলাসহ নির্মম ও ভয়াবহ অনেক মামলার অপরাধী দেখেছি। কিন্তু জিয়াউল আহসানের মতো এরকম 'মনস্টার' কাউকে দেখিনি। তার নির্মমতার বর্ণনা দিতে গেলে গা শিউরে ওঠে। এ মামলার একমাত্র আসামি জিয়াউল আহসান কারাগার থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বিচারকাজে অংশ নেন। যুক্তি উপস্থাপনটি ট্রাইব্যুনালের 'অনুমতি সাপেক্ষে' সরাসরি সম্প্রচার করে বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)। জিয়াউল আহসানের গুম-খুনের মামলার কার্যক্রম চলাকালে ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত ছিলেন- রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার মোঃ রুহুল কুদ্দুস কাজল ও সাবেক চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। এ ছাড়া গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্বজনদের সংগঠন 'মায়ের ডাক' এর সমন্বয়ক সানজিদা ইসলাম (তুলি)। বৃহস্পতিবার ট্র্যাইব্যুনালে দ্বিতীয় দিনের মতো যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করবেন চিফ প্রসিকিউটর। এদিকে আগামী ২৬শে নভেম্বর অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজলের সমাপনী যুক্তি উপস্থাপনের মধ্যদিয়ে প্রসিকিউশনের ধাপ শেষ হবে বলে জানা যায়। পরে আসামিপক্ষের যুক্তি উপস্থাপন শেষে গুমের অভিযোগে হওয়া মানবতাবিরোধী অপরাধের প্রথম এই মামলাটি রায় ঘোষণার পর্যায়ে পৌঁছাবে।

যুক্তিতর্কের শুরুতে জিয়াউল আহসানের দেহরক্ষী ইমরুল কায়েস ও এই মামলার আরেক সাক্ষী মেজর (অব.) সাব্বির রহমান ওসমানীর জবানবন্দি উপস্থাপনের মাধ্যমে জিয়াউল আহসানের গুম-খুনের নির্মমতা তুলে ধরেন চিফ প্রসিকিউটর। তিনি জানান, জিয়াউল আহসানের পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় তিনটি সুন্দরবনকেন্দ্রিক তথাকথিত এনকাউন্টার অভিযান পরিচালনা প্রত্যক্ষ করেন এই সাক্ষী। র‍্যাবে দায়িত্ব পালনকালে এসব ঘটনায় মানসিক যন্ত্রণার কোনো প্রতিকার না পেয়ে স্বেচ্ছায় অবসরের আবেদন করেন বলে জবানবন্দিতে জানান তিনি। চাকরির ১৮ বছর পূর্ণ হলে র‍্যাব থেকে নিজ বাহিনীতে ফিরে আসেন বলেও জানান এই সাক্ষী। এ ছাড়া এই মামলার প্রথম সাক্ষী সাবেক সেনাপ্রধান ইকবাল করিম ভূঁইয়ার জবানবন্দি উপস্থাপন করে সেনাবাহিনীতে জিয়াউল আহসানের বেপরোয়া কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয়। জিয়াউল আহসানের দেহরক্ষী বা রানার হিসেবে কর্মরত ওয়ারেন্ট অফিসার ইমরুল কায়েসের (পিডব্লিউ-৫) জবানবন্দি অনুযায়ী, ২০১২ সালের ১৭ই এপ্রিল দিবাগত রাতে র‍্যাব-১ কার্যালয়ের সামনে থেকে মাইক্রোবাসে করে জিয়াউল আহসানসহ কয়েকজন কর্মকর্তা মহাখালী ফ্লাইওভারের নিকট যান। সেখান থেকে 'টার্গেট' হিসেবে বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলীকে তুলে নেয়া হয়। পরবর্তীতে ইলিয়াস আলীকে হত্যার পর জিয়াউল আহসান ফোনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিকীর সঙ্গে কথা বলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ইমরুল কায়েসের ভাষ্যমতে, ফোনে জিয়াউল আহসান বলেন, স্যার, আপনাদের কথামতো ইলিয়াসকে গলফ করলাম। এখন আপনারা এমন করলে হবে। এর চেয়ে আমি কমান্ডো মানুষ, আমাকে জঙ্গলে পোস্টিং দিয়ে পাঠিয়ে দেন। সাক্ষী ব্যাখ্যা করেন যে, র‍্যাবের গোপন পরিভাষায় কাউকে হত্যা করে লাশ গুম বা পানিতে ফেলে দেয়াকে 'গলফ' বলা হতো।

সাক্ষীদের জবানবন্দি ও উপস্থাপিত নথিপত্রে উঠে এসেছে, জিয়াউল আহসানের নেতৃত্বে র‍্যাবের ইন্টেলিজেন্স উইং 'গলফ' নামক বিশেষ অপারেশনের মাধ্যমে দেড়শ' থেকে দুইশ' মানুষকে হত্যা ও গুম করেছে। এই হত্যাকাণ্ডের নির্দিষ্ট একটি ধরন বা প্যাটার্ন ছিল, র‍্যাব-১ এর টিএফআই সেলে রেখে ইনজেকশন পুশ করে অথবা পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করে হত্যা করা হতো। বুড়িগঙ্গা নদী (পোস্তগোলা ব্রিজ সংলগ্ন), শীতলক্ষ্যা (কাঁচপুর ব্রিজ) এবং বরিশালের বলেশ্বর নদী ও সুন্দরবন সংলগ্ন মোহনায় ট্রলারে নিয়ে যাওয়া হতো ভিকটিমদের। গুলি করার পর কমান্ডো নাইফ দিয়ে পেট চিরে ভিকটিমের গলায় ও পায়ে সিমেন্টের বস্তা বেঁধে নদীতে ফেলে দেয়া হতো, যাতে লাশ ভেসে না ওঠে। ২০১২ সালে সিলেটের জাফলং সীমান্ত দিয়ে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক সমঝোতার ভিত্তিতে আসামি আদান-প্রদান ও পরবর্তীতে তাদের হত্যা করে লাশ গুম করার তথ্যও যুক্তিতে তুলে ধরেন চিফ প্রসিকিউটর।

আমিনুল ইসলাম আরও জানান, ২০০৯ সালে পিলখানা হত্যাকাণ্ডের পর 'অপারেশন রেবেল হান্ট' চলাকালে জিয়াউল আহসান ৮-১০ জন বিডিআর সদস্যকে ইনজেকশন পুশ করে এবং নদীতে ডুবিয়ে হত্যা করেন বলে সাক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া, উত্তরা ও সুন্দরবন এলাকায় ডাকাত বা সন্ত্রাসী দমনের নামে আগে থেকেই আটককৃত ব্যক্তিদের ঘটনাস্থলে নিয়ে গুলি করে 'এনকাউন্টার' বা ক্রসফায়ারের নাটক সাজানো হতো। এমনকি লাশের সংখ্যা বাড়াতে র‍্যাব হেফাজতে থাকা অন্য বন্দিদেরও সেখানে নিয়ে হত্যা করে দেখানো হতো। সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল (অব.) ইকবাল করিম ভূঁইয়া (পিডব্লিউ-১) এবং মেজর জেনারেল (অব.) মনিরুল হকসহ (পিডব্লিউ-৭) জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তাদের জবানবন্দিতে উঠে আসে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও নিরাপত্তা উপদেষ্টা তারিক আহমেদ সিদ্দিকীর সরাসরি প্রশ্রয়ে জিয়াউল আহসান সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড অমান্য করতেন।

জেনারেল ইকবাল করিম ভূঁইয়া জবানবন্দিতে জানান, জিয়াউল আহসানকে র‍্যাব থেকে সেনাবাহিনীতে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিলে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে ফোন করে তা না করার অনুরোধ জানান। পরবর্তীতে জিয়াউল আহসান সেনাপ্রধানের আদেশ অমান্য করলে তাকে সেনানিবাসে 'পারসোনা নন গ্রাটা' (অবাঞ্ছিত) ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তারিক সিদ্দিকীর প্রভাবে তাকে কোনো শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়নি, বরং উলটো সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরই হয়রানির শিকার হতে হয়েছিল। এদিকে, দ্বিতীয় ধাপের যুক্তিতর্কে প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম বলেন, 'গলফ' অপারেশনের ট্রলার চালক আলকাস মাঝি বরিশালের চরদুয়ানি বাজারে এসব হত্যাকাণ্ডের তথ্য ফাঁস করে দিলে জিয়াউল আহসান তাকে 'এলিমিনেট' বা হত্যার নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে জিয়াউল আহসান ও তারিক সিদ্দিকীর নাম বলে আলকাস মাঝিকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হত্যা ও গুম করা হয়। প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, একজন ব্যক্তির হাতে রাষ্ট্রযন্ত্র ও গোয়েন্দা সংস্থার ক্ষমতা কুক্ষিগত হলে একটি বাহিনী কীভাবে মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িয়ে পড়ে, এই মামলার সাক্ষ্যপ্রমাণ তারই দালিলিক প্রমাণ।

সাংবাদিক আলাউর রহমান

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক আকামুল হুসাইন ও কোষাধ্যক্ষ মোঃ আব্দুল হান্নান।

এক শোকবার্তায় ক্লাব নেতৃবৃন্দ মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনা করে মহান আল্লাহর কাছে তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দানের প্রার্থনা জানান। একই সঙ্গে তাঁরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং এই অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করার শক্তি ও ধৈর্য ধারণের তাওফিক দানের জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করেন।

ইক্বরা বাংলা টিভি পরিবারের শোক

আলাউর রহমান খান শাহীনের মাতৃবিয়োগে ইক্বরা বাংলা টিভি পরিবারের পক্ষে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন অপারেশন ম্যানেজার ইমাম হোসাইন শাহীন ও স্টুডিও ম্যানেজার রানা হামিদ।

এক শোকবার্তায় তাঁরা মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত সাংবাদিক আলাউর রহমান খান শাহীন ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। একই সঙ্গে এই কঠিন সময়ে তাঁদের ধৈর্য ধারণের তাওফিক দানের জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন।

ইস্ট এন্ড চ্যারেটি সংস্থার শোক

সাংবাদিক আলাউর রহমান খান শাহীনের মাতৃবিয়োগে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ইস্ট এন্ড চ্যারেটি সংস্থার চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট সাংবাদিক নবাব উদ্দিন, ট্রাস্টি বাবলুল হক ও উপদেষ্টা মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল

এক শোকবার্তায় তাঁরা মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনা করে বলেন, মাকে হারানোর বেদনা একজন সন্তানের জীবনে সবচেয়ে গভীর ও অপূরণীয় শোক। মায়ের শূন্যতা কোনো কিছু দিয়েই পূরণ হওয়ার নয়। সময়ের সঙ্গে অনেক শোকের তীব্রতা কমে এলেও মায়ের অনুপস্থিতি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে অনুভূত হয়। তাঁরা মরহুমার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

সাপ্তাহিক দেশ পরিবারের শোক

আলাউর রহমান খান শাহীনের মাতৃবিয়োগে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সাপ্তাহিক দেশ-এর সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, ম্যানেজিং এডিটর মোহাম্মদ রহিম, বার্তা সম্পাদক ফয়সল মাহমুদ ও হেড অব প্রোডাকশন রিয়াজুল ইসলামসহ দেশ পরিবারের সকল সদস্য।

এক শোকবার্তায় তাঁরা মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তাঁরা বলেন, মহান আল্লাহ তাআলা মরহুমাকে ক্ষমা করে তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের এই অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করার শক্তি ও ধৈর্য দান করুন। আমিন।

কী বলছে ভারত?

রণধীর জয়সওয়াল বলেন, বিষয়টি সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যকার। এ বিষয়ে ভারতের আর কিছু বলার নেই।

শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের অনুরোধ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, অনুরোধটি ভারতের প্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তবে ভ্রমণ নথি নিয়ে স্বেচ্ছায় নিজ দেশে ফিরতে ইচ্ছুক কোনো নাগরিকের বিষয়টি প্রত্যর্পণের অনুরোধ থেকে আলাদা।

এর আগে মঙ্গলবার ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনার মুখপাত্র সৈয়দ মোজাম্মেল আলী জানান, আগামী ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে বাংলাদেশে ফেরার পরিকল্পনা করছেন শেখ হাসিনা। এ জন্য প্রয়োজনীয় ভ্রমণ নথি চেয়ে তার আইনজীবীর মাধ্যমে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনে যোগাযোগ করা হয়েছে।

এ ছাড়া দিল্লি থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ফ্লাইটে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন শেখ হাসিনা।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে ১৫ বছরের শাসনের অবসানের পর বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন শেখ হাসিনা। এরপর থেকে তিনি ভারতে অবস্থান করছেন।

শেখ হাসিনার দেশে ফেরার পরিকল্পনা নিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার বলেছে, দেশে ফিরলে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে এবং অন্যান্য দ–িত পলাতক আসামির মতো আইনের আওতায় তার বিচার হবে।

২০২৪ সালে আন্দোলনকারীদের ওপর দমন-পীড়নের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ২০২৫ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনাকে তার অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড দেন।

তবে এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ফিরে আদালতের মুখোমুখি হতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

এদিকে দ্বিপক্ষীয় প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছ থেকে ফেরত চেয়ে আসছে বাংলাদেশ। এ নিয়ে দুই দেশের সম্পর্কে টানাপোড়েনও তৈরি হয়েছে।

সংবাদ ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার অভিযোগ নিয়েও কথা বলেন রণধীর জয়সওয়াল। তিনি বলেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতার ঘটনায় ভারত উদ্বিগ্ন। এসব ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ভারত।

STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info\standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT

■ আকর্ষণীয় রেট ■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ বিকাশ সার্ভিস ■ ঘরে বসে আলাইনে ট্রান্সফার
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার ■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন
Year 13 | Issue 29 | 27 Nov.-03 Dec. 2026 2026



মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় যুক্তিতর্ক

জিয়াউলের হাতে হত্যার শিকার ১১৫ জনের বেশি



‘আমি আমার ৩৮ বছরের আইন পেশার জীবনে জিয়াউল আহসানের মতো এরকম ‘মনস্টার’ কাউকে দেখিনি। তার নির্মমতার বর্ণনা দিতে গেলে গা শিউরে ওঠে’--চিফ প্রসিকিউটর

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর ২০২৬ : শতাধিক ব্যক্তিকে গুম ও হত্যার অভিযোগে মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার প্রথম দিনের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। জিয়াউলকে ‘মনস্টার’ উল্লেখ করে তার ভয়াবহ নির্মমতা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তুলে ধরেন চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম। মঙ্গলবার বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ প্রসিকিউশনের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন শুরু করেন চিফ -- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

সাংবাদিক আলাউর রহমান খান শাহীনের মাতৃবিয়োগ

প্রেস ক্লাবসহ বিভিন্ন সংগঠনের শোক



দেশ ডেস্ক, ২৭ নভেম্বর ২০২৬: লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাংগঠনিক ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং ইক্বরা বাংলা টিভির হেড অব নিউজ আলাউর রহমান খান শাহীনের মাতা জুবেদা বেগম ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

গত বুধবার (২৫ নভেম্বর) বাংলাদেশ সময় বিকেল ৩টা ১৫ মিনিটে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি দুই ছেলে, তিন মেয়ে, ছয় নাতি, পাঁচ নাতনিসহ বহু আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমার নামাজে জানাজা বৃহস্পতিবার (২৬ নভেম্বর) বাদ জোহর মৌলভীবাজারের শমশেরনগরের হযরত শাহ মালিক গাজী (রহ.) মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। তিনি শমশেরনগরের সাবেক চা-বাগান কর্মকর্তা আকমল খানের সহধর্মিণী। এদিকে মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে আলাউর রহমান খান শাহীন মঙ্গলবার বাংলাদেশের উদ্দেশে লন্ডন ত্যাগ করেন। বুধবার দিবাগত রাতে মায়ের মরদেহ নিয়ে তিনি শমশেরনগরে পৌঁছান। তিনি তাঁর মায়ের রুহের মাগফিরাতের জন্য সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের শোক

আলাউর রহমান খান শাহীনের মাতা জুবেদা বেগমের ইন্তেকালে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন -- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...



Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
53a Mile End Road London E1 4TT
Telephone:
0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email:
info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk